(বৈশাখ ১৩৫৬)

দীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

রহস্য-লহরী

উপন্যাস-মালার

২১৭ নং উপন্যাস

মৃত্যু-কবলে

[প্রথম সংস্করণ]

এস. ডি. প্রেস
৪৫, আম... স্ট্রীট
শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক
রহস্য-লহরী পাবলিশিং হাউস্
রাণাঘাট, নদীয়া হইতে প্রকাশিত।

মূল্য—আড়াই টাকা

নিবেদন

পনের বৎসর পূর্ব্বে মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে ইহা প্রকাশিত হয়। সহস্র সহস্র পাঠক ও রহস্য-লহরীর গ্রাহকগণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। নানারূপ বাধা বিঘ্নতে তখন প্রকাশ করিতে পারি নাই। গ্রাহক ও পাঠকগণের মনোরঞ্জনের আশায় পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম। আগামী জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে "ডাক্তার সাটিরার" লোমহর্ষণ কাহিনী পুনঃ প্রকাশিত হইবে। নয়খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতি খণ্ড দুই টাকা মাত্র। রহস্য-লহরী আফিসে অগ্রিম টাকা জমা দিলে নয় খণ্ড ষোল টাকায় পাইবেন। গ্রাহকগণ অবিলম্বে অর্ডার দিয়া বাধিত করিবেন।

ইতি

বিনীত

শ্রীদীপেন্দ্র কুমার রায়

মৃত্যু-কবলে

(উপন্যাস)

১

খালিবাড়ী

হার্টলি রয়েড লণ্ডনের স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ একদিন মেঘাবৃত সন্ধ্যায় তিনি ওয়াণ্ডল রোডে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন; সেদিন সেই সময় তাহার সেই পথে যাইবার কারণ ছিল না। কিন্তু তিনি সন্ধ্যায় লণ্ডনের কোন না কোন পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বেড়াইবার সময় তিনি চারিদিকে দৃষ্টি রাখিতেন, এবং পথিকগণের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিতেন। ইহাতে তিনি যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিতেন।

লোকটি প্রকাণ্ড জোয়ান, দেহেও অসাধারণ বল। তাঁহার মুখ অত্যন্ত বৃহৎ। তিনি মুখে একটি সুদীর্ঘ চুরুট গুঁজিয়া ওয়াণ্ডল রোড দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে চিস্‌উইক পল্লীর নির্জ্জন অংশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিরাট বপু তিন মন আটাশ সের ভারী হইলেও তিনি বিড়ালের মত লঘুপদ বিক্ষেপে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলিতে পারিতেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে রয়েড একটা গুরু অপরাধের তদন্তের ভার পাইয়াছিলেন। এই কার্য্যে কয়েকদিন তাঁহাকে দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এজন্য তিনি কয়েকদিন বিশ্রামের প্রয়োজন বুঝিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ছুটির প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাঁহার ছুটি মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মত কাজের লোক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না; কয়েকদিন ছুটি ভোগ করিয়া কাযের অভাবে তিনি হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ তুচ্ছ করিয়া

সন্ধ্যাকালে মহাউৎসাহে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতেন। এক একদিন এক একদিকে বেড়াইতে যাইতেন; দৈবক্রমে সেদিন ওয়াণ্ডল রোডে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

ওয়াণ্ডল রোড লণ্ডনের অধিকাংশ পথ অপেক্ষা নির্জ্জন; পথের দুই ধারে বড় বড় বাগানের ভিতর পুরাতন অট্টালিকা; সেই অট্টালিকায় পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিতেন: কিন্তু এখন অধিকাংশ অট্টালিকা পরিত্যক্ত। কোন কোন বাড়ীর সম্মুখস্থ রেলিংএ এক একখানি পাতলা তক্তা আঁটিয়া তাহাতে লিখিয়া রাখা হইয়াছে, "সম্পূর্ণ বাসোপযোগী এই অট্টালিকা বিক্রয় করা হইবে।"

রয়েড ২৯নং বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহার দেউড়ীর মাথায় এইরূপ বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই বাড়ী ছাড়াইয়া কয়েকগজ অগ্রসর হইলেন: সেই সময় হঠাৎ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, একজন পথিক সেই দেউড়ীর গরাদের ফাঁক দিয়া দুই একবার ভিতরে চাহিয়া দেখিল, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য দেউড়ির অর্গল খুলিতে উদ্যত হইল।

এই দৃশ্য দেখিয়া রয়েড তাড়াতাড়ি পাশের বাড়ীর প্রাচীরের আড়ালে লুকাইয়া সেই লোকটির দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, "ঐ বাড়ীখানা বিক্রয় হইবে জানিতে পারিয়া লোকটি বাড়ী দেখিতে আসিয়াছে কি? রাত্রিকাল, এখন কি বাড়ী-ঘর দেখিবার সময়?"

রয়েড পথের আলোকে লোকটির আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে, সুপুরুষ। তাহার পরিপুষ্ট দেহে যথেষ্ট বল ছিল বলিয়াই রয়েডের ধারণা হইল। তাহার পরিধানে টুইডের সুট, এবং দক্ষিণ হস্তে বাদামী কাগজে আবৃত একটি পার্শ্বেল।

রয়েড প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে সেই যুবকটীর কার্য্য-

প্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। যুবক সেই অট্টালিকার দেউড়ীর অর্গল খুলিয়া দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। সেই শব্দ নিস্তব্ধ রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

রয়েড ভ্রমণোপলক্ষে পূর্ব্বেও দুই তিনবার ওয়াগুল রোডে আসিয়াছিলেন; তিনি প্রত্যেকবারই কতকগুলি বাড়ীর সম্মুখে বাড়ী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ঝুলিতে দেখিতেন। তাঁহার স্মরণ হইল, উক্ত ২৯নং বাড়ী বহুদিন হইতেই ঐ ভাবে খালি পড়িয়াছিল। বাড়ী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনটিও ঐ ভাবেই ঝুলিতে দেখিয়াছিলেন।

সেই যুবককে অসময়ে সেই অট্টালিকার সদর দরজায় করাঘাত করিতে দেখিয়া রয়েড মনে মনে বলিলেন, "অদ্ভূত বটে! এই যুবক বাড়ীখানা কিনিয়াছে না কি? না, যাহার উপর বাড়ী বিক্রয়ের ভার আছে, তাহার আদর্শ পত্র আনিয়া বাড়ী দেখিতে আসিয়াছে?"

যুবকটী সেই দরজায় আগ্রহভরে কয়েকবার ধাক্কা দিলে একজন লোক একটা লণ্ঠনসহ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। রয়েড লণ্ঠনের আলোকে সেই লোকটির মুখ দেখিতে পাইলেন। লোকটি ক্ষীণকায়, তাহার মাথার চুলগুলি কালো, চোখ-মুখ দেখিয়া তাহাকে শৃগালের মত ধূর্ত্ত মনে হইল; চক্ষুতে লোভ ও ইতরতা পরিস্ফুট। সে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, তাহার পর মৃদুস্বরে কি বলিল, রয়েড দেউড়ীর নিকট সরিয়া গিয়াও তাহা শুনিতে পাইলেন না।

পার্শ্বেলধারী যুবক লোকটার কথা শুনিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল। তাহার ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া রয়েডের ধারণা হইল, তাহার মন সন্দেহে আন্দোলিত হইতেছিল, যেন সে সেই লণ্ঠনধারীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

লণ্ঠনধারী মাথা নাড়িয়া আগ্রহভরে যুবককে কতকগুলি কথা বলিল; তখন যুবকটি যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাহার সম্মুখস্থ হল-ঘরে

প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার পশ্চাতে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হইল।

রয়েড দেউড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিলেন, "ব্যাপার কি, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। আগন্তুক যুবক গৃহবাসী লণ্ঠনধারীর সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়াই মনে হইল। যুবকের মন যেন নানা সন্দেহে পূর্ণ হইয়াছে। খালি বাড়ী, একটা লণ্ঠনের আলো ভিন্ন ঘরে আলো নাই। গ্যাস ও বিজলী-প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। গৃহবাসীর ভাব-ভঙ্গী সন্দেহজনক! রহস্যসঙ্কুল ব্যাপার বলিয়াই মনে হইতেছে। হুঁ! কাণ্ডখানা কি, আড়ালে থাকিয়া একটু দেখা যাক।"

রয়েড নিঃশব্দে দেউড়ী খুলিয়া সেই অট্টালিকার সম্মুখস্থ বাগানে প্রবেশ করিলেন। তিনি পথের দিকের বাতায়নগুলির দিকে চাহিয়া কোন কক্ষে দীপ রশ্মি দেখিতে পাইলেন না। বাতায়নের শার্শিগুলি অন্ধকারে মৃদু ঝিকমিক করিতেছিল। রয়েডের অনুমান হইল, আগন্তুক যুবক ও তাহার সঙ্গী পশ্চাদ্বর্ত্তী কোন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

রয়েড নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই অট্টালিকার পার্শ-দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই দরজার সম্মুখে আর একটি দেউড়ী ছিল। তিনি ধীরে ধীরে দেউড়ীর পাল্লা ঠেলিলেন, কিন্তু তাহা খুলিল না। তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, উহার অর্গল ভিতর হইতে রুদ্ধ। তিনি সেই পাল্লার লোহার শিকের ফাঁক দিয়া ভিতরে হাত পূরিয়া দিলেন, অর্গলের উপর হাত পড়িল। তিনি অর্গলটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন।

সেই পথে তিনি অট্টালিকার পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগানে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, কোন দিকে দৃষ্টি চলে না; রয়েড সেই অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই দিকের বাতায়নগুলির দিকে চাহিয়া আলোকের চিহ্নমাত্র দেখিতে

পাইলেন না। অবশেষে নীচের একটি জানালার ভিতর হইতে পীতাভ আলোক-রশ্মি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি সেই জানালার নিকট উপস্থিত হইলেন। জানালার সম্মুখে পুরু পর্দা প্রসারিত ছিল; সেই পর্দার ফাঁক দিয়া কক্ষস্থিত আলোক-শিখা তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল।

রয়েড সেই জানালার শার্শির উপর মুখ গুঁজিয়া পর্দার ফাঁক দিয়া কক্ষমধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন, তিনি কক্ষস্থিত ক্ষীণদীপালোকে যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময় বর্দ্ধিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেমন যেন ধাঁধায় পড়িলেন।

তিনি পর্দার ফাঁক দিয়া যে কক্ষটি দেখিতে পাইলেন, তাহা সুপ্রশস্ত হইলেও অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন; তাহা আসবাবপত্রেরও বাহুল্য বর্জ্জিত। সেই কক্ষে একখানি মাত্র কাঠের চেয়ার এবং দুইটি বাক্স ছিল; তাহাদেরই একটির উপর একটি লণ্ঠন স্থাপিত ছিল। রয়েড পর্দার ফাঁক দিয়া সেই লণ্ঠনের আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি সেই আলোকে সেই কক্ষে পার্শেল ধারী যুবকটিকে এবং আরও দুইজন লোক দেখিতে পাইলেন। তাহাদের একজন সেই শিয়ালমুখো ধূর্ত্ত কৃশ লোকটি; তৃতীয় ব্যক্তিকে তিনি নূতন দেখিলেন: সে খর্ব্বকায়, মর্কটের মুখের মত তাহার মুখ, গালের অস্থি উচ্চ, মাথার চুলগুলি কোঁকড়া, সুগোল চক্ষু দুইটি মিটমিটে, চক্ষুতারকা কৃষ্ণবর্ণ। তাহার উভয় স্কন্ধ ও বাহুদ্বয় এরূপ পরিপুষ্ট এবং পেশী এরূপ স্থূল যে, তাহা দেখিয়া রয়েড বুঝিতে পারিলেন, লোকটা পালোয়ানের মত বলবান।

পার্শেলধারী যুবকটিই তখন কথা বলিতেছিল। রয়েড সেই জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু লণ্ঠনের আলোকে তাহার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, সেই দুইজন লোককে সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহারা উভয়েই যেভাবে

হাসিয়া হাসিয়া ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাহাকে কথা বলিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া রয়েডের ধারণা হইল, তাহারা তাহার সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

রয়েড পর্দ্দার ফাঁক দিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, "আমাদের ঐ যুবক বন্ধুটি এখানে আসিয়া পড়িয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছে, উহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে, উহার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতেছি। বেচারা উহার হাতের পার্শেলটি যেরূপ শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, ঐ দু'জন লোক উহা উহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার মতলব করিয়াছে, যুবকটি ইহা বুঝিতে পারিয়াছে। অবস্থাটা ক্রমশঃ সঙ্গীন হইয়া উঠিবে বলিয়াই মনে হইতেছে।"

যাহা হউক, তাহাদের তিনজনের কথাবার্ত্তা সেইভাবেই চলিতে লাগিল। আগন্তুক যুবকটি কথা কহিতে কহিতে সতর্কভাবে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দুই এক মিনিট পরে সেই খর্ব্বকায় বানরমুখো লোকটা যুবকের হাতের পার্শেলটি লইবার আশায় তাহার সম্মুখে হাত বাড়াইল। কিন্তু যুবকটি মাথা নাড়িয়া পার্শেলসহ হাতখানি সরাইয়া লইল।

ইহার পর যে কাণ্ড ঘটিল; তাহা অত্যন্ত আকস্মিক হইলেও রয়েড তাহাতে বিস্মিত হইলেন না। বানরমুখো লোকটা সেই কক্ষের এক কোণে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সেই দিকে পার্শেলধারী যুবকটির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। যুবক মাথা ঘুরাইয়া সেই দিকে চাহিতেই বানরমুখো লোকটা পকেট হইতে একটা লোহার হাতুড়ি বাহির করিয়া চক্ষুর নিমেষে যুবকের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে তদ্দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইল।

এই লোমহর্ষণ দৃশ্যে রয়েডের সর্ব্বাঙ্গ যেন অসাড় হইয়া গেল। তখন চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা সেখানে নিষ্ফল বুঝিয়া তিনি কোন কথা

না বলিয়া সেই বাতায়নের নিম্নস্থিত শার্শিতে সবেগে পদাঘাত করিলেন। তিনি এরূপ তৎপরতার সহিত আঘাত করিলেন যে, যে মুহূর্ত্তে সেই হাতুড়ি যুবকটির দেহে পড়িল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার জুতার ঠক্করে শার্শির কাচও ভাঙ্গিয়া পড়িল। যুবক তাহার আততায়ীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত মাথা সরাইয়া লইল যে, আততায়ীর হাতের হাতুড়ি তাহার মাথায় না পড়িয়া বাহুমূলে পড়িল।

সেই প্রচণ্ড আঘাতে যুবকটি মুখ গুঁজিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল; কিন্তু সে হাতের পার্শেলটি ত্যাগ না করিয়া, হাত মুড়িয়া বুকের নীচে ধরিল।

বানরমুখো তাহার হাত হইতে পার্শেলটি কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সে মাথা তুলিয়া জানালার দিকে চাহিয়া রয়েডকে ভাঙ্গা শার্শির ভিতর দিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করিল, তাহার সঙ্গীও দ্রুত বেগে তাহার অনুসরণ করিয়া চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হইল।

রয়েড সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমে তাহাদের উভয়কে ধরিবার চেষ্টায় দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সেই অন্ধকার রাত্রিতে তাহারা কোন দিকে পলায়ণ করিল, তাহা তিনি স্থির করিতে না পারিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরিয়া আহত যুবকদের নিকট অগ্রসর হইলেন। যুবকের আততায়িদ্বয় সেই সুযোগে সেই অট্টালিকার পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগান হইতে দ্রুতবেগে দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইল এবং দেউড়ী খুলিয়া নির্জ্জন পথে আসিল। তাহারা পথের কোন দিকে জন মানবের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া সেই পথ দিয়া দ্রুতবেগে পলায়ণ করিল; মুহূর্ত্তের জন্য পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেও তাহাদের সাহস হইল না।

রয়েড পার্শেলধারী যুবকটিকে সাহায্য করিবেন, এবং তাহার নিকট সকল কথা জানিয়া লইবেন, এইরূপই তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তিনি যুবকটির নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই যে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং পার্শেলটি হাতে লইয়া দ্রুতবেগে সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেউড়ী অভিমুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে দেউড়ী পার হইবার পূর্ব্বেই রয়েড তাহার হাত ধরিয়া সবেগে সম্মুখে আকর্ষণ করিলেন; তাহার পর দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "স্থির হও বন্ধু, স্থির হও, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। দুইজন আততায়ী তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই। আমি তাহাদের চিনি না। আমি এই নগরের নিরীহ অধিবাসী, রাজভক্ত প্রজা; কোন বে-আইনী কায করিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই।"

যুবক তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে করিতে রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "কি করিয়া বুঝিব, তুমি ঐ গুণ্ডাদের দলের লোক নয়? তোমাদের মতলব আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাদের কোন কথা বিশ্বাস করি না—ছাড়।"—যুবক রয়েডের বুকে ধাক্কা দিয়া তাঁহার হাত ছাড়াইবার জন্য পুনর্ব্বার চেষ্টা করিল।

রয়েড অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "তুমি কি জোর করিয়া আমার এই মুঠার ভিতর হইতে হাত ছাড়াইয়া লইতে পারিবে? না, তোমার সে শক্তি নাই। আমার বপুখানি দেখিতেছ ত? যেন একটি সচল পাহাড; যদি তোমার দেহের উপর চাপিয়া পডি, তাহা হইলে আমার দেহের ভারে তোমার সর্ব্বাঙ্গ পিষিয়া যাইবে, তোমার দেহের একখানি অস্থিও আস্ত থাকিবে না। তুমি আমার হাত ছাডাইয়া পলায়নের জন্য কেন এত উৎসুক হইয়াছ? আমি বলিলাম, ঐ গুণ্ডা দুটোর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই; আমি উহাদের চিনি না। আমার সে কথা বুঝি

বিশ্বাস হইল না? আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিয়াছি। যদি তুমি অঙ্গীকার কর—তোমাকে ছাড়িয়া দিলে আমাকে আক্রমণ করিবে না বা পলায়ন করিবে না, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আমি সত্যই তোমার আততায়ীদের দলের লোক নহি, তাহাদের চিনিও না। আমি জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া যখন দেখিলাম, উহারা তোমাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য সেই জানালার শার্শি ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করি। উহারা আমাকে দেখিতে পাওয়ায় তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে—ইহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই? আমি উহাদের দলের লোক হইলে কি উহারা তোমার পার্শেলটি না লইয়া ঐ ভাবে পলায়ন করিত? আমার এই সহজ কথা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার চেহারা দেখিয়া তোমাকে ত সে রকম গাধা বলিয়া মনে হয় না।"

যুবক রয়েডের কথা শুনিয়া বলিল, "আপনি আমাকে সাহায্য করিবার জন্য জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন? হাঁ, অবস্থা—বিবেচনায় আপনার কথা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। সেই গুণ্ডা দুটা হঠাৎ ঐ ভাবে আমাকে আক্রমণ করায় আমি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম, আপনাকে বোধ হয় বিশ্বাস করিতে পারি। আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছি। অঙ্গীকার করিলাম, আমি আপনাকে আক্রমণ করিব না বা পলায়ন করিব না।"

রয়েড তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি কে, আমি তোমার পরিচয় জানিতে চাই, তুমি এই বাড়ীতে কেনই বা আসিয়াছিলে? তোমার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, এই বাড়ী ও সেই লোক দুটি তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

যুবক বলিল, "আমিই আগে আপনার পরিচয় জানিতে চাই।

আপনার নাম কি? আপনি কেন এখানে আসিয়াছিলেন? যদি বুঝিতে পারি, আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন, আপনার কথা নির্ভরযোগ্য, তাহা হইলে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।”

রয়েড বলিলেন, “উত্তম, তোমার প্রস্তাবে আমার আপত্তি নাই। আমার পরিচয় জানিতে চাও? আমার নাম হার্টলি রয়েড। আমি ফৌজদারী তদন্ত-বিভাগে ডিটেকটিভের কায করি। আপাততঃ আমি ছুটি লইয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছি; কিন্তু স্বভাব ত্যাগ করিতে পারি নাই; এ জন্য যেখানে কৌতূহলের গন্ধ পাই—সেইখানেই নাক বাড়াই। আজ এই রাত্রিকালে হঠাৎ আমায় এখানে আবির্ভাবের কারণও তাহাই। আমি ঐ পথ দিয়া চলিতে চলিতে দেউড়ীর সম্মুখে তোমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি; তাহার পর কি ঘটিয়াছিল, শোন—” তিনি সেই যুবকের অনুসরণ করিবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহাকে বলিলেন।

যুবকটি রয়েডের মুখের দিকে নির্নিমেষ—নেত্রে কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, “আপনার কথাগুলি বোধ হয়, বিশ্বাস করিতে পারি।”

রয়েড অচঞ্চলস্বরে বলিলেন, “এখনও ‘বোধ হয়’? যদি তোমার সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চল। সেখানে আমার সহযোগী ইন্‌স্পেক্টরদের নিকট আমার পরিচয় শুনিলে তুমি নিঃসন্দেহ হইতে পারিবে।”

যুবক বলিল, “না; ধন্যবাদ। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করিয়াছি। এখন আমার পরিচয় দিই; আমার নাম ল্যাংটন—মরিস্ ল্যাংটন। আপনি আমাকে আততায়ীদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমার মাথা বাঁচাইয়াছেন, এ জন্য আমি আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।”

রয়েড হাসিয়া বলিলেন, “তোমার মাথা কি তোমার হাতের ঐ-পার্শেলটি অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান?”

ল্যাংটন বলিল, "মূল্যবান না হউক, আমার দূরদৃষ্টির নিদর্শন বটে ! যদি সেই বদমায়েস দুটো এই পার্শেলটি হাতাইতে পারিত, তাহা হইলে উহা খুলিয়া দেখিয়া তাহাদিগকে পস্তাইয়া মরিতে হইত, একথা আপনাকে অসঙ্কোচে বলিতে পারি। তাহারা এই পার্শেলের ভিতর যাহা দেখিবার আশা করিয়াছিল, তাহা ইহাতে নাই। তাহাদের অনুরোধে এখানে আসিবার পূর্ব্বে আমার সন্দেহ হইয়াছিল, উহারা হয়ত আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিবে। যাহাদিগকে জানি না, চিনি না তাহারা আমার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, আমাকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিবে না—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই ; কারণ, সংসার সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে এবং এ পর্য্যন্ত ভাল মন্দ বহু লোকের সংস্রবে আসিয়াছি। এই জন্যই আমার পার্শেলে আসলের পরিবর্ত্তে নকল জিনিস আনিয়াছিলাম। ইহা হাত ছাড়া হইলেও আমি আক্ষেপ করিতাম না।" বলিয়া সে পার্শেলটির উপর আঙ্গুলের ঠোকা দিল।

রয়েড গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তোমার কথাগুলি বড় গোলমেলে, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সকল কথা খুলিয়া বলিবে ?"

ল্যাংটন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চিন্তিতভাবে বলিল, "সেই কথাগুলাই ভাবিতেছি। আজ রাত্রিতে আমার বিপদের সময় আপনি যেন ছাপ্পড় কাড়িয়া আমার সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, জীবন-সঙ্কটে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য সন্দেহ নাই ; কিন্তু ঘণ্টাখানেক দেড়েক পূর্ব্বে যখন আমি এই স্থানে আসিবার সঙ্কল্পে বাহির হই, তখন আমি ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। এখন আমার মনে হইতেছে, কোন বিবেচক ব্যক্তির সুপরামর্শ ব্যতীত আমি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিব না। কিন্তু কাহার নিকট সেই উপদেশ গ্রহণ করিব ? স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সহায়তা আমি নিষ্প্রোয়জন মনে করি।"

রয়েড ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কেন ?"

ল্যাংটন মাথা নাড়িয়া বলিল, "কেন—একথা এখন আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন বটে, কিন্তু আমার সকল কথা শুনিলে আপনি আমার সঙ্কট বুঝিতে পারিবেন ; তখন ঐরূপ প্রশ্ন করিতে আর আপনার প্রবৃত্তি হইবে না।"

রয়েড পকেট হইতে সিগারেটের কৌটা বাহির করিয়া তাহা ল্যাংটনের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমিত সেই সকল কথাই তোমার নিকট জানিতে চাই দেখ, আমি এখন ছুটিতে আছি, হাতে আপাততঃ কোন কায নাই। কাযের অভাবে সময় যেন আর কাটিতে চায় না। কেবল আহার, নিদ্রা, আর সকালে বিকালে টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই—ইহা ক'দিন ভাল লাগে ? যদি নূতন কোন কায পাই, তাহা হইলে সময়টা ভালই কাটিবে, এই আশায় তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়ী চল। পট্‌নীতে আমার বাড়ী। সেখানে তুমি তোমার সঙ্কটের কথা আমাকে খুলিয়া বলিলে হয়ত আমি তোমাকে সাহায্য করিতে পারিব। আমি সরকারের চাকর, সে কথা ভুলিয়া যাইব, যাহা শুনিব, তাহা অন্যে জানিতে পারিবে না। কি বল ?"

ল্যাংটন ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "তা আপনাকে যখন আমার অবিশ্বাস নাই, তখন সকল কথাই আপনাকে বলিতে পারি। কিন্তু আমার সেই কাহিনীটি এরূপ অদ্ভুত যে, সহসা বিশ্বাস করিতে আপনার প্রবৃত্তি হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়" ;

রয়েড হাসিয়া বলিলেন, "সত্যই কি খুব অদ্ভুত ? পরীর গল্পের মত ? আমি ঐ রকম অদ্ভুত আসমানী গল্পই ভালবাসি. অনেক সময় বিশ্বাসও করি। সুতরাং তোমার সঙ্কোচের কারণ নাই। চল আমার সঙ্গে।"

তাঁহারা ওয়াণ্ডল রোড অতিক্রম করিয়া পথের মোড়ে একখানা ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলেন। প্রায় পনের মিনিট পরে তাঁহারা পট্‌নী পল্লীতে প্রবেশ করিয়া রয়েডের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

রয়েডের বাসগৃহখানি তেমন বৃহৎ নহে। তাঁহার ড্রয়িং রুমটি ক্ষুদ্র হইলেও সুসজ্জিত; গৃহসজ্জা দেখিলে রয়েডের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাইত। রয়েড সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে ল্যাংটনের মনে হইল, তাহার বিশাল দেহের তুলনায় সেই কক্ষটির আয়তন ক্ষুদ্র।

রয়েড পুলিসের কর্ম্মচারী হইলেও সহৃদয় ও অতিথি বৎসল ভদ্রলোক। তিনি উৎকৃষ্ট সুরা দ্বারা অতিথি সৎকার করিলেন।

ল্যাংটন গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া, একটা সিগারেট মুখে গুঁজিয়া সেই কক্ষে বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর রয়েডের সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর স্বরে তাহার অদ্ভুত কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

সেই কাহিনী তাহার কাকা যেথো ল্যাংটনের বিস্ময়াবহ গুপ্তকথা।

যেথে ল্যাংটনের গুপ্তকথা

ল্যাংটন রয়েডকে বলিতে আরম্ভ করিল, "ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্ব ভারতীয় মাবালিয়া দ্বীপে আবাদের কার্য্যে লিপ্ত আছি। তেমন লাভের কায নয়, এজন্য গত কয়েক বৎসর হইতে একটা ভাল চাকুরী জুটাইবার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু ভাল চাকুরী চেষ্টা করিলেই কি তা পাওয়া যায়? চেষ্টায় ভাল চাকুরী না মিলিলেও মনের মত প্রণয়িণী জুটিয়া যায়; আমার ভাগ্যে জুটিয়াছেও। তাহার নাম মিস্ এনিড ফরেষ্ট; সে কেন সিংটনের সাউথ এভেনিউতে বাস করে। আমার ত মনে হয়, এরকম মিষ্ট স্বভাব পৃথিবীতে দুর্লভ; আর কাহারও নাই —একথা বলিতে পারি না, তবে যাহাকে ভালবাসি আমার চক্ষুতে তাহার সকলই ভাল। ইহাই বোধ হয় প্রেমের বিশেষত্ব। কিন্তু—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে নীরব হইল, এবং রয়েডের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ওসব কথা থাক। আমার প্রেমের কাহিনী শুনিবার জন্য আপনি আমাকে এখানে লইয়া আসেন নাই, এবং যে কথা আমার মিষ্ট লাগে, তাহা শুনিবার জন্য আপনার আগ্রহ না হইতেও পারে; সুতরাং ইহা আমার ধৃষ্টতা।

"যাহা হউক, যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহাই বলি; তাহা কৌতূহল-জনক। আমার আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই। একজন ছিলেন, তিনি আমার এক বৃদ্ধ পিতৃব্য। তাঁহার নাম যেথ্রো ল্যাংটন। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে আপনাকে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন; কারণ, এই কাহিনীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অপরিহার্য্য, তাঁহাকে বাদ দিলে এ গল্প অচল। বৃদ্ধ যেথ্রো পেশাদার

ডুবুরী ছিলেন। তিনি ইউনিভারসাল পাল্‌ভেজ কোম্পানীর চাকরী করিতেন। আমার বিশ্বাস, তিনি যে কাজের ভার গ্রহণ করিতেন, অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই তাহা সম্পন্ন করিতেন; কিন্তু তিনি রুক্ষ মেজাজের লোক ছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার মাথায় ঝোঁক চাপিত; তখন মনে হইত, তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজের সুখের জন্য কখনও একটি ফার্দিংও খরচ করিতেন না। বুড়া বয়সে তিনি ভয়ঙ্কর কৃপণ হইয়াছিলেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু ভোগ করিতেন না। আমি ভিন্ন সংসারে আপনার বলিতে তাহার আর কেহই ছিল না, সুতরাং উপার্জ্জিত অর্থ তিনি কেন সঞ্চয় করিতেন, কোথায় বা সঞ্চয় করিতেন, তাহা কেহ জানিতে পারিত না। সে সকল কথা তিনি কাহাকেও বলিতেন না। আমিও তাহা জানিবার জন্য কোন দিন আগ্রহ প্রকাশ করি নাই।"

ল্যাংটন এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার নিস্তব্ধ হইল; তাহার পর দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিল, "এইবার আসল কথা বলিতে আরম্ভ করিব। ছয়মাস পূর্ব্বে আমি আমার মাবালিয়ার বাসায় আমার কাকার এটর্ণীর এক পত্র পাইলাম। সেইপত্র পাঠে জানিতে পারিলাম, আমার বৃদ্ধ পিতৃব্যের মৃত্যু হইয়াছে; তিনি উইল করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব আমাকে দান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সেই সর্ব্বস্ব অধিক কিছু নহে, তাঁহার বাসের ক্ষুদ্র কুটীরখানি। সটনের সেই ক্ষুদ্র কুটীরে তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কুটীরে যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি ছিল—কিছু আসবাব পত্র, কতকগুলি কেতাব, চীনা মাটীর বাসন—সে সকল নিতান্ত তুচ্ছ জিনিষ, তাহাও আমাকে দান করিয়াছিলেন। আমি সেই পত্রের উত্তরে এটর্ণী মহাশয়কে লিখিলাম, তিনি যেন কাকার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করেন; তাহা বিক্রয় করিয়া তিনি যে টাকা পাইবেন, তাহা হইতে তাহার প্রাপ্য

ফী কাটিয়া লইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে সেই টাকার একখানি চেক পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম। আমি যে তিন চারি শত পাউণ্ড অপেক্ষা অধিক টাকার চেক পাইব, ইহা প্রত্যাশা করিতে পারি নাই।

"আমি এই পত্র লিখিবার তিনমাস পরে একখানি পত্র ও একটি পার্শেল পাইলাম। পত্রের ও পার্শেলের উপর আমার যে নাম ও ঠিকানা ছিল, তাহা দেখিয়া মনে বড়ই ব্যাথা পাইলাম; তাহা কাকার হস্তাক্ষর, তিনি তাহা স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রের লেফাপায় ও পার্শেলের মোড়কের উপর কত বিভিন্ন ডাক-ঘরের মোহর অঙ্কিত ছিল, এবং কত স্থানের ডাক-পিয়নের কৈফিয়ৎ লিখিত ছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। আমি সেগুলি পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলাম, কাকা তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই চিঠি ও পার্শেল আমার ভুল ঠিকানায় পাঠাইয়াছিলেন, এইজন্যই তাহা বহু স্থানে ঘুরিয়াছিল। তিনি আমার ঠিকানা পরিবর্ত্তনের কথা জানিতেন না, কারণ, আমাদের পত্র বিনিময়ের অভ্যাস ছিল না। এজন্য আমি বহুপূর্ব্বে যে ঠিকানায় ছিলাম, তিনি তাহা সেই ঠিকানায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহার পর তাহা বিভিন্ন স্থানের ডাকঘর হইতে আমার নূতন নূতন ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছিল। আমার সন্ধান না পাওয়ায় কোন কোন ডাকঘরের কর্ম্মচারী তাহা তাহার অফিসে আট দশদিন ফেলিয়া রাখিয়া অবশেষে আমার অন্য ঠিকানায় পাঠাইয়াছিল, এই জন্য তাহা আমার হস্তগত হইতে ঐ রকম বিলম্ব হইয়াছিল। ডাক-বিভাগের সুব্যবস্থার ফলেই তাহা ডেড লেটার আফিসে প্রেরিত হয় নাই। যদি কোন দায়িত্বজ্ঞান বর্জ্জিত পোষ্ট মাষ্টার মালিকের সন্ধান হইল না, এই কৈফিয়ৎ লিখিয়া ডেড্‌লেটার আফিসে পাঠাইত, তাহা হইলে সেই পত্র ও পার্শেল্‌ আমার হস্তগত হইবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইত, এবং কাকার

মৃত্যু হওয়ায় কেহই তাহার দাবী করিত না। যাহা হউক, ভ্রাম্যমাণ ইহুদীর মত নানাদেশে ঘুরিয়া সেই পত্র ও পার্শেল অবশেষে আমার হস্তগত হইল অত্যন্ত অসময়ে।

“যাহা হউক, গভীর আগ্রহে কাকার পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলাম; উহার মর্ম্ম অবগত হইয়া, উহা পাইতে বিলম্ব হওয়ার জন্য দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মাথা ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হইল।”

ল্যাংটন পুনর্ব্বার নীরব হইল। রয়েড বুঝিতে পারিলেন, পত্রে কোন জরুরী কথা ছিল, তাহা যথাসময়ে জানিতে না পারায় ল্যাংটন অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছে; কিন্তু ব্যাপার কি, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল প্রবল হইলেও তিনি আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ল্যাংটন মিনিট দুই নীরব থাকিয়া রয়েডের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “সে অতি অদ্ভুত পত্র, প্রলাপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি, কাকা মাথা-পাগলা লোক ছিলেন। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি ডুবুরীগিরি করিয়াছিলেন কিনা, গভীর সমুদ্রের তলায় নামা-উঠা করিতে তাঁহার মাথায় যে জলের চাপ পড়িত, সেই চাপের ফলে তাঁহার মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। তিনি সেই পত্রে লিখিয়াছিলেন, তিনি বহুদিন আমার কোন সংবাদ না পাইলেও আমি মরি নাই, জীবিত আছি, এই ধারণায় তিনি পত্রখানি লিখিয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন, তাহা আমার হস্তগত হইবে। তাহার পর লিখিয়াছিলেন, তাঁহার বুক খারাপ হইয়াছে; এ জন্য তিনি দীর্ঘকাল বাঁচিবেন, এ আশা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার যাহা কিছু আছে, তাহা আমাকে ভিন্ন আর কাহাকে দিয়া যাইবেন? তিনি আমাকে যাহা দান করিলেন, তাহা কি, কিরূপ সম্পত্তি, পত্রে তাহা সুস্পষ্টরূপে না লিখিয়া কেবল লিখিয়াছিলেন, “আমি

যাহা তোমাকে দিয়া যাইতেছি, তাহা যে কি, ইহা তোমার ধারণার অতীত। আমি তোমাকে যে পার্শেলটি পাঠাইলাম, তাহার ভিতর আমার একখানি 'ফটো' পাইবে। সেই ফটোখানি যথাসম্ভব যত্নে ও সতর্কভাবে লুকাইয়া রাখিবে।" এই শেষ কথাটীর নীচে কালীর দাগ টানিয়া উহার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বুঝিলাম —এইখানেই রহস্য কেন্দ্রীভূত!"

ল্যাংটন বলিতে লাগিল,—কাকার পত্রখানির ঐ পর্য্যন্ত পড়িয়াই আমার কৌতূহল এরূপ প্রবল হইল যে, পত্রের অবশিষ্ট অংশ না পড়িয়া পার্শেলটি তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিলাম। পার্শেলের ভিতর কাকার যে ফটো দেখিলাম, তাহাতে তাঁহার মস্তক, দুই কাঁধ ও বক্ষঃস্থল ভিন্ন দেহের নিম্নাংশ চিত্রিত হয় নাই। তাঁহার শিরাবহুল শীর্ণ হাত দুইখানি ভাঁজ করিয়া বক্ষঃস্থলে ন্যস্ত ছিল। তাঁহার ফটো দেখিয়া আমি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম না। তখন পত্রের অবশিষ্ট অংশ পাঠ করিতে লাগিলাম।

"কাকা লিখিয়াছিলেন, সেই ফটো যে ফ্রেমে আঁটিতে হইবে, সেই ফ্রেমখানি তিনি নিজের কাছে রাখিলেন। সেই ফ্রেমখানি আমার হাতে আসিলে আমি তাহাতে ফটোখানি আঁটিয়া লইবার পর আমি তাহা পরীক্ষার জন্য মস্তিষ্ক চালনা করি, তাহা হইলে ধনবান হইতে পারিব। তবে আমাকে সতর্ক থাকিতে হইবে, এ সকল কথা কেহ জানিতে না পারে, এবং পুলিসে কোন সন্ধান না পায়; এ কথা স্মরণ রাখিতে লিখিয়াছিলেন।"

রয়েড এই সকল কথা শুনিয়া সোজা হইয়া বসিলেন; তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল: তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, উন্মাদই বটে, এ রকম পত্র উন্মাদ ভিন্ন অন্য কে লিখিবে?"

ল্যাংটন বলিল, "আমার ও ত ঠিক তাহাই মনে হয়। কিন্তু

পত্রখানির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার জন্য আমি মনে মনে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, কাকার মাথার ঠিক না থাকিলেও তিনি যে কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহা প্রলাপ মনে করিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। আমি মানুষ, নিতান্ত নির্ব্বোধও নহি, কাকার পত্রের প্রকৃত মর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া লাভবান হইবার চেষ্টা করি।

"যাহা হউক, যেদিন কাকার পত্র ও পার্শেল পাইলাম, সেই দিনই তাঁহার এটর্নীকে টেলিগ্রাম করিলাম—কাকার পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বন্ধ রাখুন।

"কিন্তু আমার টেলিগ্রামে কোন ফল হইল না, এটর্নী আমার পূর্ব্ব আদেশ অনুসারে কাকার সকল জিনিস নীলাম করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ঘরে যে সকল ছবি ছিল, তাহা, তাঁহার সেই ফটোর ফ্রেম পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছিল।

"সেই সময় আমার চাকরীর নিয়ম অনুসারে ছুটী পাওনা হইয়াছিল। আমি ছুটী লইয়া তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়া আসিলাম। ভাবিলাম, কাকার ছবির ফ্রেমখানি কে কিনিয়া লইয়াছে, তাহার সন্ধান লইয়া, যেরূপে হউক, তাহা ফেরত লইতে হইবে। আমি দেশে আসিয়া কাকার এটর্নীর সঙ্গে দেখা করিলাম; এটর্নী যাহার উপর কাকার সম্পত্তি বিক্রয়ের ভার দিয়াছিলেন, তাহার নাম-ঠিকানা জানিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিলাম। সে বলিল, সে কাকার ঘরে বসিয়া তাঁহার অস্থাবর মালগুলি বিক্রয় করিয়াছিল, কে কোন জিনিস কিনিয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ নাই, ক্রেতাদের নাম-ধামও সে লিখিয়া রাখে নাই। সুতরাং আমি বুঝিতে পারিলাম, কাকার সেই ফটোর ফ্রেম অগাধ জলে পড়িয়াছে, তাহার উদ্ধারের আশা—ও কি? কিসের শব্দ? ল্যাংটন সেই কক্ষের বাতায়নের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রয়েডকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

রয়েড কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "কৈ, আমি ত কোন শব্দ শুনিতে পাই নাই। বাতাসে বাগানে গাছের পাতার শর-শর শব্দ শুনিয়াছ বোধ হয়।"

ল্যাংটন কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "সম্ভবতঃ তাহাই। গত কয়েক ঘণ্টার ব্যাপারে মন বড় চঞ্চল হইয়াছে, প্রতিপদেই সন্দেহ! বিশেষতঃ কাকার উপদেশ পালন করিতে হইলে আমার সতর্ক থাকাই উচিত। আমি অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া 'টাইমস' এ ঘোরাল ভাষায় একটি বিজ্ঞাপন বাহির করিলাম। বিজ্ঞাপনটি 'ব্যক্তিগত' স্তম্ভে প্রকাশিত হইল। কেবল 'টাইমস'এ নির্ভর না করিয়া আরও দুই একখানি স্থানীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিলাম। কয়েক দিন উৎকণ্ঠিত-চিত্তে অপেক্ষা করিবার পর আজ সকালে চিন্‌উইকের ২৯ নং ওয়াণ্ডল রোডের ঠিকানা হইতে একখানি পত্র পাইলাম। পত্র লেখক আমার বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়াই পত্রখানি লিখিয়াছে। উহা পাঠ করিবার জন্য আপনার আগ্রহ হইতে পারে, এই দেখুন সেই পত্র।"

ল্যাংটন পকেটে হাত পুরিয়া একখানি পত্র বাহির করিল; সে তাহার ভাঁজ খুলিয়া রয়েডের হাতে দিলে রয়েড দেখিলেন, চিঠি লিখিবার সাধারণ কাগজে টাইপ করা পত্র; পত্রখানি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত নহে।

রয়েড কৌতূহলভরে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রখানি এইরূপ—

"প্রিয় মহাশয়, দৈনিক পত্রিকায় আপনার যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উত্তরে আপনাকে জানাইতেছি যে, স্বর্গীয় মিঃ যেথ্রো লাংটনের যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে, তাহার ভিতর ফটোর যে খালি ফ্রেমখানি বিক্রয়ের জন্য রাখা হইয়াছিল, তাহা আমিই কিনিয়া লইয়াছি। আপনি বিজ্ঞাপনটির নীচে নিজের যে নাম প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, আপনি মৃত মিঃ ল্যাংটনের কোন নিকট আত্মীয়। আমার এই ধারণা কি সত্য নহে? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি কি আশা করিতে পারি না যে, আপনার মৃত আত্মীয়ের কোন ফটোও আপনার নিকট আছে? তিনি আমার পরম সুহৃদ ছিলেন, এ জন্য মৃত বন্ধুর একখানি ফটো, তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ নিজের কাছে রাখিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। এইজন্য আমার নিবেদন, যদি তাঁহার কোন ফটো আপনার কাছে থাকে, তবে তাহা লইয়া আজ রাত্রি নয়টার সময় উল্লিখিত ঠিকানায় আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব, এবং আপনি তাহা বিক্রয় করিলে তাহার ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যে তাহা ক্রয় করিব। বলা বাহুল্য, আমার প্রীতিভাজন বন্ধুর শেষ স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহ করিবার জন্য আমি সেই ফটোখানির জন্য অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হইব না।

ভবদীয় বিশ্বস্ত

এস, ভার্ণি"।

রয়েড রুদ্ধ নিশ্বাসে নিঃশব্দে পত্রখানি পাঠ করিয়া ল্যাংটনের মুখের দিকে চাহিলেন, এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এই পত্র পড়িয়া কি কোন রকম সন্দেহ তোমার মনে স্থান পায় নাই?"

ল্যাংটন কহিল, "হ্যাঁ, সন্দেহ অবশ্যই হইয়াছিল; কিন্তু আমি প্রথম হইতেই সতর্ক ছিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, যদি ঐ ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া এই পত্র-লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করি, তাহা হইলে ফটোর ফ্রেম-সংক্রান্ত কোন কথা জানিতে পারিব না, সুতরাং আমি ঐ ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া লোকটার সঙ্গে দেখা করিবার সঙ্কল্প করিলাম। সে যে কাকার পরম বন্ধু, তাহার এ কথা আমি বিশ্বাস করি নাই, এবং সে কাকার স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহের জন্যই ব্যাকুল হইয়া ফটোখানি কিনিতে

চাহিয়াছিল, তাহার এ কথা যে দমবাজি মাত্র, ইহা আমি কেন, যে কোন বালকও বুঝিতে পারিত। তবে আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, সে হয়ত আমাকে সেখানে একাকী পাইয়া কোন কৌশলে ফাঁদে ফেলিতে পারে।

"আমার এই আশঙ্কা যে অমূলক নহে, তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন, এবং আমার সেখানে উপস্থিত হইবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও আপনার সুবিদিত। আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ২৯ নং বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহা খালি বাড়ী। যে শিয়ালমুখো লোকটা আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়াছিল, সে ভার্ণি বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিল, খালি বাড়ী দেখিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া সে বিনীতভাবে বলিল, সে সেই বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া স্থানান্তরে বাড়ী ভাড়া করিয়াছে, এবং সেই দিনই তাহার স্ত্রী-পুত্রদের আসবাবপত্রাদি সহ নূতন বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য, তাহার একটি কথাও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলাম না ; কিন্তু আমি যে তাহাকে ভণ্ড প্রতারক বলিয়া সন্দেহ করিয়াছি, ইহা আমার কথায় বা ব্যবহারে তাহাকে বুঝিতে দিলাম না। আমি চতুর্দ্দিকে চক্ষু রাখিয়া তাহার কথাগুলি শুনিতে লাগিলাম, কথাও দুই একটি বলিলাম। আমি তাহার সঙ্গে পশ্চাতের সেই কামরায় উপস্থিত হইলে চৌকামুখো জোয়ান লোকটিকে দেখিতে পাইলাম, তাহার নাম ক্যারো। তাহারা উভয়েই কাকার ফটোখানি দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল, তাহা তাহাদিগকে দেখাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও আমি তাহা দেখাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলাম, এবং ভার্ণিকে ফটোর ফ্রেমখানি আগে আনিয়া আমাকে দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাহারা আমার প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া যখন আমার হাত হইতে বাণ্ডিলটি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, ঠিক সেই সময় যদি আপনি জানালায়

শার্সির ভিতর দিয়া আপনার পা ঘরের ভিতর প্রবেশ না করাইতেন, তাহা হইলে—” ল্যাংটন অবশিষ্ট কথা শেষ না করিয়া হুইস্কির গ্লাস মুখে তুলিল। সে বাকি কথাগুলি না বলিলেও রয়েড বুঝিতে পারিলেন, তাহার গল্প শেষ হইয়াছে, তাহার আর নূতন কোন কথা বলিবার ছিল না।

রয়েড দুই হাতের আঙ্গুলগুলি একত্র করিয়া তাহা মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে বলিলেন, “বেটারা পাকা বদমায়েস বন্ধু, বদমাসের ধাড়ি। তুমি তাহাদের কবলে পড়িয়া সতর্কতার ত্রুটি কর নাই, তাহা আমি যে বুঝিতে পারি নাই, এরূপ নহে। তুমি এ কথা নিশ্চিত জানিও যে, সেই দুইজন প্রতারকের একজন তোমার কাকাকে জানিত, এবং কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে তোমার কাকার মুখ হইতে তাঁহার মনের কথা এক আধটু বাহির হইয়া গিয়াছিল, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস, উহাদের কোন একজন তোমার কাকার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার গুপ্ত কথার এক আধটু অংশ জানিতে পারিয়াছিল। এইজন্যই ভবিষ্যতে কাযে লাগিতে পারে, এই আশায় ফটোর খালি ফ্রেমখানি কিনিয়া রাখিয়াছে। তোমার কাকা যে রকম কৃপণ ছিলেন, তাহা শুনিয়া মনে হয়, ফ্রেমখানি তেমন বহুমূল্য নহে, এবং তাহার ভিতর ফটোও ছিল না; এ অবস্থায় ঐ রকম তুচ্ছ আলগা ফ্রেম সংগ্রহ করিবার জন্য কাহারও আগ্রহ হয় কি? ক্রেতা সেই ফ্রেম-সংক্রান্ত গুপ্ত রহস্যের কিছু পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।”

ল্যাংটন চিন্তাকুল চিত্তে বলিল, “সে যাহাই হউক, আমার সঙ্কট আপনি নিশ্চিতই বুঝিতে পারিয়াছেন।”

রয়েড দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলেন, “হাঁ, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; এখন আমার নিকট তোমার প্রস্তাব কি, তাহাই শুনিতে চাই। সেই ফ্রেমখানি যাহাতে তুমি হস্তগত করিতে পার, এ বিষয়ে

কি আমার সাহায্য চাও ? উহা তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিব কি ? হুম, কাজটা সহজ নহে, তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ। হাঁ, বিলক্ষণ সঙ্কটজনক ব্যাপার, এ বিষয়ে সন্দেহ কি ? কার্য্যোদ্ধার করিতেই হইবে, কিন্তু এই ব্য পারের কোন দিকে আলো দেখিতে পাইতেছি না! সবই অন্ধকার। চোখে ঠুলি আঁটিয়া অন্ধকারে হাতড়াইবার মত ব্যাপার। তবে ব্যাপার যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার কাকার উদ্ভট খেয়াল সম্পূর্ণ নিরর্থক নহে ; তিনি তোমাকে তাঁহার ফটো পাঠাইয়া পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে যে তাঁহার একটা অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন ছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। কিন্তু দেখ ল্যাংটন, আজ রাত্রিতে সেই খালি বাড়ীতে অতি অল্প সময়ের জন্য ভার্ণি কোম্পানীর যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি, কার্য্য সিদ্ধির জন্য তাহারা কোন অপকর্ম্মেই কুণ্ঠীত হইবার পাত্র নহে। তাহারা সত্যই নাছোড়বান্দা। পাকা খেলোয়াড়ও বটে ! আমি দেখিতেছি—”

কি দেখিতেছেন, মিঃ রয়েড ল্যাংটনকে সে কথা বলিবার আর অবসর পাইলেন না। তাঁহার মুখ হইতে ঐ কথাটি বাহির হইবামাত্র সেই কক্ষে ঠুং করিয়া একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কক্ষস্থিত বৈদ্যুতিক দীপের বলবটি সশব্দে চূর্ণ হওয়ায় সেই কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষের দ্বারের বাহির হইতে দুইটি বৈদ্যুতিক মশালের তীব্রচ্ছটা রয়েড ও ল্যাংটনের দেহে প্রতিফলিত হইল ; সঙ্গে সঙ্গে কেহ কর্কশ কণ্ঠে বলিল, “যদি চীৎকার কর বা এক পা সরিয়া যাও, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমরা মরিবে !”

৩

থ্যাবড়ামুখো তস্কর

যে ব্যক্তি ঐ কথা বলিল, তাহার কণ্ঠস্বর মৃদু হইলেও সুদৃঢ়, তাহাতে মানসিক উত্তেজনার আভাস ছিল না; কিন্তু সঙ্কল্পের আন্তরিকতা এতই সুস্পষ্ট যে, তাহা শুনিয়া তাঁহারা উভয়েই বুঝিতে পারিলেন, সেই আদেশ অগ্রাহ্য করিলে তাহারা সে কথা কার্য্যে পরিণত করিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিবে না। যেন তাহারা তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই সেখানে আসিয়াছিল।

তীব্র আলোকের শুভ্ররশ্মি ল্যাংটনের চক্ষুতে প্রতিফলিত হওয়ায় তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল, সে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্লয়েড কাঠের পুতুলের মত চেয়ারে রহিলেন, তাঁহার ললাটের একটি শিরাও স্পন্দিত হইল না, তাঁহার ওষ্ঠ কম্পিত হইল না, নিশ্বাস পর্য্যন্ত পড়িল না, যেন তিনি স্তম্ভিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মন্ত্রাভিভূতের ন্যায় আড়ষ্ট।

সেই প্রকোষ্ঠের অন্য ধারে গরাদ বিহীন যে জানালা ছিল, তাহা খট করিয়া খুলিয়া গেল, উভয়েই সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন। ঘরে আলো না থাকিলেও আততায়ীদের বৈদ্যুতিক মশালের আলোকে তাঁহারা একটি অটোমেটিক রিভলভারের নল তাঁহাদের দিকে প্রসারিত দেখিলেন। রিভলভারের পালিশ করা নলে সেই আলোকচ্ছটা প্রতিফলিত হইল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই একটি মূর্ত্তি বাতায়ন পথে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাঁহারা অন্ধকারে সেই মূর্ত্তি দেখিতে না পাইলেও সেই কক্ষের কোণে কেহ নড়িতেছিল, ইহা বুঝিতে পারিলেন। ল্যাংটন সেই কোণের সেলফের উপর পার্শেলটি রাখিয়াছিল, কেহ অন্ধকারে

সেই সেলফ হাতড়াইতেছিল, ইহা তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন, কারণ, সেই সেলফে কয়েকখানি আলগা কাগজ ছিল, তাহাতে হাত পড়ায় খসমস করিয়া শব্দ হইল।

কয়েক মিনিট পরে ল্যাংটন সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে তাঁহার পশ্চাতে কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইল, তাহার পর জানালার বাহিরে যে পাষাণ-সোপান ছিল, সেই সোপানের উপর পদ শব্দ হইল। সেই সময় বৈদ্যুতিক মশালের আলোকরশ্মি অন্তর্হিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাগানের ভিতর পদধ্বনি হইল। তাহা শুনিয়া রয়েড ও ল্যাংটন উভয়েরই ধারণা হইল, বাগানের ভিতর দিয়া কেহ দ্রুত বেগে পলায়ন করিল।

রয়েডের যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল; এতক্ষণ তিনি জড়ের মত বসিয়াছিলেন, সেই পদশব্দে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে বাগানের ভিতর লাফাইয়া পড়িলেন, এবং অন্ধকারে ঝড়ের মত বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। দুই মিনিটের মধ্যে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইল, একজন যন্ত্রনায় অস্ফুটস্বরে গালি দিল। একটি বিজলীবাতির আলো সেই বাগানের প্রাচীরমূলে বিক্ষিপ্ত হইল; যেন দস্যুরা পলায়নের উদ্দেশ্যে প্রাচীরের সেই অংশটা পরীক্ষা করিল। রয়েড সেই আলোকে ভার্ণি ও ক্যারোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাইলেন। সেই সঙ্গে আরও একজনের মুখ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার মুখ পরিচিত বলিয়াই তাহার মনে হইল।

ল্যাংটন তাঁহার পশ্চাতে প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র দস্যুরা প্রাচীরের অপর পার্শ্বে লাফাইয়া পড়িল। সেই স্থান হইতে কুড়িগজ দূরে একটি পথ ছিল। তাহারা সেই পথে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রয়েড সেই উচ্চ ইষ্টক প্রাচীরের মাথায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই সময় সেই পথে একখানি মোটরকার ঘস্ ঘস্ শব্দে তাহার অস্তিত্বের

পরিচয় দিল, তাহার পর সে বংশীধ্বনি করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

ল্যাংটন রয়েডকে প্রাচীরের মাথায় দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রাচীরে উঠিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া রয়েড মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "চেষ্টা নিস্ফল, পথে যে মোটরকার দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে উঠিয়া উহারা এতক্ষণ বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।"

তিনি পুনর্ব্বার তাঁহার বাগানের ভিতর নামিয়া পড়িলেন। ল্যাংটন ও তাহার অনুসরণ করিয়া বলিল, "আপনি উহাদের একজনকে ধরিয়াছিলেন কি? আমি দূরে থাকিয়া আর্ত্তনাদ ও ধস্তাধস্তির শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

রয়েড বলিলেন "হাঁ, একজনকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম; কিন্তু সে আমার হাতে একটা কামড় দিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। উহারা অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়া তোমার পার্শেলটা আত্মসাৎ করিয়াছে। কিন্তু আমি যাহাকে ধরিয়াছিলাম, পার্শেলটা তাহার হাতে ছিল না।"

ল্যাংটন বলিল, "বোধ হয়, অন্য দস্যু তাহা হাতাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সে জন্য আমার আক্ষেপের কারণ নাই। সেই পার্শেল খুলিয়া তাহাদিগকে হতাশ হইতে হইবে, তাহারা তাহার ভিতর কয়েকখানি পুরু পিস্‌বোর্ড ভিন্ন আর কিছুই পাইবে না।"

রয়েড ল্যাংটনের কথা শুনিয়া খুসী হইয়া হাসিলেন বটে, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তাহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তাহার পর তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তুমি যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছ তাহাতে বিপদের আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল, ল্যাংটন! উহারা ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কায চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। উহারা হাঁপ ফেলিবার অবসর দিবে, এরূপ আশা করিতে পারিতেছি না। ভার্ণিও ক্যারো ওয়াণ্ডেল রোড

হইতে অধিক দূরে সরিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, তাহারা অদূরে লুকাইয়া থাকিয়া আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার পর একখান ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া আমাদের অনুসরণ করিয়াছিল। উহারা পথে গাড়ী রাখিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং জানালার কাছে আসিয়া গুঁড়ি মারিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।"

ল্যাংটন বলিল, "ঐ দুইজন ভিন্ন আরও একজন ছিল বলিয়া কি আপনার মনে হয় নাই ?"

রয়েড বলিলেন, "হাঁ, ছিল, তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, সেই মুখ আমার পরিচিত। তাহার মুখ থ্যাবড়া, বিবর্ণ; ওষ্ঠ পাতলা। তাহার মুখ পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি, তাহা ঠিক স্মরণ হইতেছে না। কোথায় দেখিয়াছি,—কোথায় ?"—তিনি দুই হাতের আঙ্গুলগুলি একত্র করিয়া তাহা মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে শূন্য দৃষ্টিতে উর্দ্ধে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, দুই এক মিনিট পরে উৎসাহ ভরে বলিলেন, "হাঁ, ঠিক মনে পড়িয়াছে! আমি সেই লোকটিকে কার্লটনের ভোজনাগারে ভোজন করিতে দেখিয়াছি। হাঁ, কার্লটনেই বটে, শীঘ্রই তাহার পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিব !"

রয়েড ল্যাংটনকে সঙ্গে লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার পর তাহাকে বলিলেন, "তুমি তোমার কাকার সেই ফটো কোথায় রাখিয়াছ ?"

ল্যাংটন বলিল, "আমার ব্যাঙ্কের কোষাগারে গচ্ছিত আছে।"

রয়েড বলিলেন, "খুব নিরাপদ স্থানেই রাখিয়াছ, উহা অপেক্ষা ভাল জায়গায় তাহা রাখিতে পারিতে না, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। এখন যাহা বলি, মন দিয়া শোন। তোমার অবস্থা কিরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ, সুতরাং তোমাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবার জন্য আমার অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন; যে দস্যুদল

তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, তাহারা প্রয়োজন মনে করিলে তোমাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। উহারা যে সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, কার্য্যসিদ্ধি করিবার পূর্ব্বে কোন কারণে উহারা ক্ষান্ত হইবে না, কোন বাধায় বিচলিত বা ভগ্নোৎসাহ হইবে না,—ইহা উহাদের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি যে স্থানে বাস কর, সেই স্থানে এখন ফিরিয়া যাও, কিন্তু সদর-রাস্তার নিকট থাকিবে, কোন গলি-ঘুঁচির ভিতর থাকিও না, এবং ইহার পর আমার পরামর্শ ভিন্ন কোন কাযে হস্তক্ষেপন করিও না। তুমি শীঘ্রই আমার নিকট হইতে সংবাদ পাইবে। তোমার বাসার ঠিকানা কি?"

ল্যাংটন বলিল, "কম্পটন স্কোয়ারের এলবিয়ন হোটেল।"

রয়েড বলিলেন, "উত্তম, তোমাকে তোমার হোটেলে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য আমি ফোন করিয়া একখান ট্যাক্সি ডাকিতেছি।"

ল্যাংটন বলিল, "সে কায আপনার পক্ষে কঠিন হইবে না; কিন্তু আপনি এখন কি করিবেন?"

রয়েড বলিলেন, "ঐ দস্যুদ্বয়ের সঙ্গে আমি যে থ্যাবড়ামুখো লোকটাকে দেখিয়াছি, তাহাকে চিনিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু কেবল চিনিলেই ত চলিবে না, আমাকে তাহার পরিচয় সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহার পরিচয় সংগৃহীত হইলে আমাকে কোন কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করিতে হইবে। সে কাজে মজা আছে বন্ধু, তাহা বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক কায। ভার্ণি যে ভয়প্রদর্শন করিয়াছে, সেই ভয়ের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও খুব নিকট অর্থাৎ কাযটি ভীতিসঙ্কুল; কিন্তু সেই রকম বিপজ্জনক কাযে মাথা বাড়াইয়া আমি আমোদ পাই। আঙ্গুরের বাক্সে তূলার গদীতে নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিয়া থাকা যাহারা লোভের বিষয় বলিয়া মনে করে এবং আঁচড় কামড়ের সম্ভাবনায় যাহারা ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠে, আমি সেই শ্রেণীর লোক নহি। হাত পা লইয়া যদি পরাক্রান্ত শত্রুর

সহিত যুদ্ধই না করিলাম, তবে বাঁচিয়া থাকিয়া সুখ কি ?"—রয়েড উৎসাহ-ভরে চুমকুড়ি ছাড়িলেন। ল্যাংটন তাঁহার ভাব-ভঙ্গীতে ভয়ের চিহ্নমাত্র লক্ষ্য করিতে না পারিয়া বিস্মিত হইল। দুই চারিজন ডিটেক্‌টিভের সহিত তাহার পরিচয় ছিল, কিন্তু এরূপ নির্ভীক, সাহসী এবং আত্ম-শক্তিতে নির্ভরশীল ডিটেক্‌টিভ সে জীবনে আর একজনও দেখিতে পায় নাই।

পরদিন প্রভাতে রয়েড কার্লটন হোটেলে উপস্থিত হইলেন, কার্য্যোপলক্ষে তাহাকে বহুবার কার্লটনে যাইতে হইয়াছিল, এবং এই হোটেলের কর্ম্মচারিগণের সহিত তাঁহার পরিচয়ও ছিল। তিনি সেখানে পূর্ব্বোক্ত থ্যাবড়ামুখো লোকটার পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হোটেলের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের নানা রকম জেরা করিয়া তিনি অবশেষে একজন আরদালীকে ডাকিলেন। এই আরদালী-টাকে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর সে তাহার নিকট স্বীকার করিল, সেই থ্যাবড়ামুখো লোকটার কথা তাহার মনে পড়িয়াছে।

কিন্তু আরদালী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে, একথা স্বীকার করিলেও তাহার পরিচয় সম্বন্ধে সে তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারিল না। যাহারা সেই ভোজনাগারে আহার করিতে আসিত, আরদালী তাহাদের মুখ চিনিত; কিন্তু তাহাদের পরিচয় জানিবে কিরূপে? কাহাকেও চিনিতে পারা ও তাহার পরিচয় অবগত হওয়া—এক কথা নহে। আরদালী সেই লোকটার নাম পর্য্যন্ত বলিতে পারিল না। সে কোথা হইতে আসিত, তাহাও আরদালীর জানা ছিল না। সে তাহাকে প্রতি সপ্তাহে দুই তিন দিন খানা খাইতে আসিতে দেখিত; আহারের পর খানার বিল চুকাইয়া দিয়া চলিয়া যাইত। এ রকম কত লোক আসিত, কত লোক যাইত, তবে সে সপ্তাহে দুই তিন দিন আসিত বলিয়াই তাহার মুখ আরদালীর পরিচিত ছিল।

আরদালীর কথা শেষ হইলে রয়েড আপন মনেই বলিলেন, "হুম! তাহা হইলে আজ হইতে প্রত্যহ দুপুরে আমাকেও এখানে খানা খাইতে আসিতে হইবে। হাঁ, কয়েকদিন এইভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখি।"

অতঃপর রয়েড এলবিয়নে টেলিফোন করিয়া ল্যাংটনকে আহ্বান করিলেন। ল্যাংটন রিসিভার লইয়া রয়েডের আহ্বানে সাড়া দিলে রয়েড তাহাকে যথাসাধ্য সতর্ক থাকিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "তুমি কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইও না। যেখানেই যাইবে, পাঁচজন লোকের ভিড়ের ভিতর মিশিয়া থাকিবে। কি বলিলে?—তোমার প্রিয়তমার সঙ্গে দেখা করিবে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছি? হাঁ, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবে বৈ কি? তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবে না, আলাপ করিবে না—ইহা হইতেই পারে না। আমি তোমাকে সতর্ক থাকিতে বলিলাম—এ কথা শুনিয়া ধারণা করিও না যে, আমি তোমাকে ভীরু কাপুরুষের মত দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতে বলিতেছি! তবে এ সকল ঘটনা সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ না করাই ভাল। তাঁহাকে অনর্থক ভীত বা বিচলিত করিয়া লাভ কি? আশা করি, দুই একদিনের জন্য তোমাকে দুই একটি নূতন খবর জানাইতে পারিব।"

রয়েড কার্লটন ভোজনাগারের সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন না। সেই দিন হইতে তিনি প্রত্যহ সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের কাযটি শেষ করিতে লাগিলেন। কিছু বেশী অর্থব্যয় হইলেও সেখানে খানার যেরূপ আয়োজন থাকিত, তাহার তুলনায় খবরটা অপব্যয় বলিয়া মনে হইত না। যাঁহারা গোয়েন্দা পুলিসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহারা জানেন, গোয়েন্দা পুলিস গুপ্ত সঙ্কল্প সিদ্ধির আশায় প্রয়োজন হইলে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন না। অনেকের এক এক রাত্রিতেই দুই একশত টাকা উড়িয়া যায়; সেই অপব্যয়ে সরকারের কার্পণ্য প্রকাশ

করিলে চলে না, এবং কোন মামলা-মকদ্দমায় আদালতে তাঁহারা সেই খরচের তালিকা তজ দিগ করাইতে দিতেও বাধ্য নহেন। জেরায় সে কথা তাঁহারা গোপন করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ তাহা প্রকাশের জন্য তাঁহাদিগকে পীড়াপিড়ি করিতে পারেন না! জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট যে সরকারের চাকর, তাঁহারাও সেই সরকারের চাকর; সরকারের আদেশে যাহা নিষিদ্ধ, ম্যাজিষ্ট্রেট-জজের সাধ্য কি তাহা তাঁহাদের মুখ হইতে বাহির করিয়া লইবার জন্য পীড়াপিড়ি করিবেন?

যাহা হউক, অর্থব্যয়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া রয়েড যথা নিয়মে ছুরী, কাঁটা, চামচ চালাইতে লাগিলেন; এই ভাবে দুই দিন চলিয়া গেল। তৃতীয় দিন সেই থ্যাবড়ামুখো কাল্টনের ভোজন কক্ষে প্রবেশ করিল। রয়েড সতর্কভাবে মনের মত স্থানে আহারে বসিতেন, সে দিনও তিনি ভোজনের স্থান নির্ব্বাচনে অসতর্ক ছিলেন না। সেই ভোজন কক্ষের এক কোণে এরূপ স্থানে আহার করিতে বসিয়াছিলেন যে, সেই স্থান হইতে প্রত্যেক খানেওয়ালার মুখ তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেন, কিন্তু যাহারা দূরে বসিত, তাহারা মুখ ফিরাইয়া তাঁহার মুখের সকল অংশ পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাইত না। তাঁহার মুখের উপর ছায়া পড়িত। বিশেষতঃ মুখের অদূরে একটি বৃহৎ ফুলদানীতে প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবক এভাবে সংস্থাপিত থাকিত যে, তাঁহার মুখ তাহার আড়ালে পড়ায় তাঁহার মুখের উপর কাহারও নজর চলিত না।

সেই থ্যাবড়ামুখো রয়েডের কিছুদূরে টেবিলের এক পাশে আহার করিতে বসিলে রয়েড তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, যেন কত কালের পুরাতন প্রিয় বন্ধুর দেখা পাইলেন। তাঁহার সম্মুখে টেবিলের ধারে ভোজ্যদ্রব্যের তালিকার কার্ডখানি পড়িয়াছিল, তিনি তাহা তুলিয়া এভাবে কাত করিয়া ধরিলেন যে, তাঁহার মুখের কিয়দংশ সেই কার্ডের

আড়ালে এবং কিয়দংশ ফুলদানীর আড়ালে পড়িল; ইহাতে এই ফল হইল যে,সে তাঁহার মুখ দেখিতে না পাইলেও তিনি তাঁহার মুখের সকল অংশ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। রয়েড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আগন্তুকের মুখ দেখিলে মনে বিরাগ সঞ্চার হইত; ইতরতা ও পশুত্ব তাহার মুখের প্রত্যেক রেখায় অঙ্কিত। মুখ বিবর্ণ, চ্যাপটা, চক্ষু দুটি মিটমিটে, বসা। সেই চক্ষুতে সর্পের চক্ষুর হিংস্রভাব ও অচঞ্চল নিষ্ঠুরভাব সুপরিস্ফুট, মনের কোন সৎপ্রবৃত্তির ছাপ তাহার মুখের কোন অংশে অঙ্কিত ছিল না। লোকটার পরিচ্ছদ যথেষ্ট আড়ম্বর পূর্ণ; তাহার পোষাকের ঘটা দেখিলে মনে হয়ত, সে নগরের কোন উচ্চস্তরের লোক, যথেষ্ট পয়সা আছে, সামাজিক মানসম্ভ্রমেরও অভাব নাই। কোন উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তাহার মুখে পদোচিত দম্ভের একটা আভাস পাওয়া যায়, যেন সে আপনাকে স্বতন্ত্র ও উন্নত শ্রেণীর জীব মনে করে এবং জগৎটাকে সরা অপেক্ষাও ছোট—নটরাজ অমৃত-লালের ভাষায়, 'মধুপর্কের বাটী' মনে করিয়া দম্ভে ফুলিয়া উঠে, তাহার ইতরতাপূর্ণ মুখে সেই ভাবের ছায়া দেখিতে পাইলেন।

তাহার ইঙ্গিতে একজন আরদালী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার আদেশ শুনিয়া লইল। রয়েড তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন; সেই স্বরে দম্ভ ও জাঁক ফুটিয়া বাহির হইল। তাহার চেহারার সহিত কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত সামঞ্জস্য ছিল; কিন্তু মনুষ্য কণ্ঠে জীবনের যে সাড়া পাওয়া যায়, হৃদয়ের বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য ধ্বনিত হয়, তাহার কণ্ঠস্বরে সেরূপ কিছু ছিল না, গ্রামফোনের আওয়াজের মত নীরস, বিশেষত্ব বর্জ্জিত এবং যেন এক ঘেয়ে; যেন কলের ভিতর হইতে কথা বাহির হইল।

সেই সময় আর একজন ভোক্তা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে

অদূরবর্ত্তী একখানি টেবিলের কাছে বসিয়া সেই থ্যাবড়ামুখোর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া নীরস হাসি হাসিল, এবং মৃদুস্বরে বলিল, "গুড্ মর্নিং, মুলিঙ্গার !"

থ্যাবড়ামুখো বাতাসে মাথা ঠুকিয়া আগন্তুককে প্রত্যাভিবাদন করিল এবং তাহার সম্মুখস্থিত সূপের পেয়ালায় মনঃসংযোগ করিল।

রয়েড মনে মনে বলিলেন, "মুলিঙ্গার! হুম!—আইরিস নাম। তা তুমি যে দেশেরই মানুষ হও, তোমার নাড়ী-নক্ষত্রের সন্ধান লওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইবে না বাপধন ?"

মুলিঙ্গারের আহার শেষ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। সে বিলের টাকা চুকাইয়া দিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া পড়িল এবং কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া ভোজনাগার ত্যাগ করিল। যেন কলের পুতুল আসিয়া টেবিলের কাছে বসিয়া আহার শেষ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

মুলিঙ্গার ভোজন কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইবামাত্র রয়েড উঠিয়া সতর্ক ভাবে তাহার অনুসরণ করিলেন, তিনি যে মুহূর্ত্তে হোটেলের বাহিরে আসিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মুলিঙ্গার একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিয়া ট্যাক্সি-চালককে অস্ফুটস্বরে কি আদেশ করিল,—রয়েড তাহা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু তাহার ট্যাক্সি চলিতে আরম্ভ করিবামাত্র রয়েড আর একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিয়া তাহার ড্রাইভারকে বলিলেন, "ঐ ট্যাক্সির অনুসরণ কর ; যেন উহা তোমার নজরের বাহিরের যাইতে না পারে। যে ড্রাইভার সতর্কভাবে আমার আদেশ পালন করে—তাহাকে আমি খুসী করি।"—রয়েড ড্রাইভারের হাতে একখানি নোট গুঁজিয়া দিলেন।

ড্রাইভার নোটখানির দিকে একবার চাহিয়া যখন তাহা পকেটে ফেলিল, তখন তাহার ট্যাক্সি হোটেলের সীমা ত্যাগ করিয়াছিল।

অগ্রগামী ট্যাক্সি নানাপথ ঘুরিয়া হে-মার্কেটে প্রবেশ করিল। তাহার পর ষ্ট্র্যাণ্ডে আসিয়া জনপূর্ণ পথের ভিতর দিয়া অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। রয়েড পশ্চাতের ট্যাক্সিতে বসিয়া তাহার গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহার গন্তব্যস্থান কত দূরে ও কোথায়, তাহা অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইল। এই ভাবে পনের মিনিট চলিয়া মুলিঙ্গারের ট্যাক্সি ক্যানন ষ্ট্রীটের মোড়ে কতকগুলি দোকান পূর্ণ একটি চকের সম্মুখে থামিল। মুলিঙ্গার গাড়ী হইতে নামিয়া ট্যাক্সি ভাড়া মিটাইয়া দিল ; তাহার পর সেই চকের প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

রয়েডও সেই অট্টালিকা-শ্রেণীর ভিতর অগ্রসর হইলেন। কিছু দূরে সেই চকের মাথায় একখানি প্রস্তর-ফলকে মোটা মোটা হরফে লেখা ছিল—"ল্যাংরিজ হাউস!"

দুইপাশে শ্রেণীবদ্ধ দোকান, প্রত্যেক দোকানের পিত্তল ফলকে দোকানদারের নাম ও পরিচয় ক্ষোদিত ছিল।

রয়েড সিঁড়ি দিয়া বিভিন্ন তলায় উঠিয়া বিভিন্ন দোকানের গাত্র-সংলগ্ন পিত্তল ফলকগুলি দেখিতে দেখিতে চলিলেন, অবশেষে পাঁচতলায় উঠিয়া চলিতে চলিতে একটি নামে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি তাহা পাঠ করিলেন,—পঞ্চম তলা।

দি নিয়ার ইষ্টার্ণ ইম্‌পোর্ট কোং

জেনারেল ম্যানেজার—

হেনরী মুলিঙ্গার।

রয়েড আর সেখানে না দাঁড়াইয়া চিন্তাকুল-চিত্তে অন্য দিকে চলিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "ধাপ্পাবাজির স্থান বটে, কিন্তু তাহাতে কাজ হইবে কি? বোধ হয় হইবে।"

তিনি ভাবিতে ভাবিতে অদূরবর্ত্তী টেলিফোন-বক্সের নিকট উপস্থিত

হইলেন এবং টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া ল্যাংটনকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার এই নূতন আবিষ্কারের সংবাদ তাহাকে জানাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল।

৪

গুণ্ডার আফিসে

এইবার হেনরী মুলিঙ্গারের কথা বলি।

সে যে কারবারের ম্যানেজার বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই কারবারের তখন উন্নত অবস্থা, নগরের অনেকগুলি ধনাঢ্য মহাজনের সহিত এই কারবার উপলক্ষে তাহার বাধ্যবাধকতা হইয়াছিল। অপার ব্রুক ষ্ট্রীটে বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে সে আড়ম্বরের সঙ্গেই বাস করিতেছিল। সমাজে সে সুপ্রতিষ্ঠিত।

রয়েড যখন সেই অট্টালিকার পঞ্চম তলায় অনুসন্ধান শেষ করিয়া 'টেলিফোন-বক্সে'র সন্ধানে যাইতেছিলেন; সেই সময় মুলিঙ্গার 'লিফটের' সাহায্যে পঞ্চম তলায় উঠিতেছিল। সেই তলায় চারিটি কক্ষে সে তাহার কারবারের জন্য ব্যবহার করিত, এতদ্ভিন্ন আরও একটি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল, তাহা গুদামের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। সেখানে নানা আকারের প্যাকিং বাক্স ও নানাবিধ পণ্যদ্রব্য সঞ্চিত থাকিত। অধিকাংশই চোরাই মাল।

মুলিঙ্গার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এখানে আফিস ফাঁদিয়া বসিয়াছিল, এবং সে নানাভাবে যে সকল বদমায়েসী চাল চালিত, এই আফিস ছিল বলিয়াই সে জন্য কেহ তাহাকে সন্দেহ করিবার সুযোগ পাইত না। সে এরূপ সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত আফিসের পরিচালক, কে তাহাকে প্রতারক ও ইতর গুণ্ডা বলিয়া সন্দেহ করিবে? ফোঁটা, তিলক, টিকি ও তিন কণ্ঠী তুলসীর মালা এ দেশের অনেক প্রতারক ব্যবসায়ীর যেমন হজমী গুলী, এই আফিসও মুলিঙ্গারের সেই প্রকার হজমী গুলী এবং তাহার অনুষ্ঠিত সকল অপকর্ম্মের আবরণ, ইহা সে ভালই জানিত।

যে এরূপ একটি প্রসিদ্ধ ও লাভজনক কারবারের পরিচালক, তাহাকে ধনাঢ্য ব্যক্তির ন্যায় মহাসমারোহে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দেখিলে কেহ কি লম্বসাটপটাবৃত প্রবঞ্চক বা চালবাজ গুণ্ডা বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে? সকল দেশের ব্যবসায়ী সমাজে এরূপ ব্যাপার সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকাণ্ড কারবার, অসংখ্য অনুচর, লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানী-রপ্তানী, রাজদ্বারে, সমাজে, মানসম্ভ্রম-প্রতিপত্তির সীমা নাই। কিন্তু বাহিরের সেই ঠাট জাল-জুয়াচুরী ও প্রতারণা প্রবঞ্চনার আবরণ মাত্র। বস্তুতঃ মুলিঙ্গারের বাহ্য ঘটা ও আড়ম্বর দেখিয়া কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না যে, এই আমদানী কারক নামজাদা কোম্পানীর ব্যবসায় প্রবঞ্চনামূলক, লোকের সর্ব্বনাশ সাধনই ইহাদের পেশা। এই সুবৃহৎ সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর আফিসের কেরাণীগুলি একদল দস্যু এবং তাহারা একজন সর্দ্দার দস্যু দ্বারা পরিচালিত হইত, এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে কোন কারণে স্থান পাইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

বাল্যকাল হইতেই মুলিঙ্গার জীবনের যুদ্ধে সাফল্যলাভের জন্য অসৎ পথে অবলম্বন করিয়াছিল। কোন অপরাধজনক কার্য্যেই তাহার সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা ছিল না।

তাহার প্রথম-যৌবনের কাহিনী অতি বিচিত্র! এই পাপের ভরা আজকাল এ দেশেও আমদানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সংপ্রতি তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শৈশবে মুলিঙ্গারের পিতামাতার অভাব হয়, তাহার মামী তাহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মামী বিধবা, নিঃসন্তান; কিন্তু তাঁহার বহুমূল্য হীরকালঙ্কার ছিল, ব্যাঙ্কেও অনেক টাকা সঞ্চিত ছিল। তিনি বৃদ্ধা, মুলিঙ্গারকে সন্তানবৎ প্রতি-পালন করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাহার নামে উইল করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার একটি দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল। তিনি তাঁহাকেও স্নেহ করিতেন। যৌবনে পদার্পন করিয়াই মুলিঙ্গারের সন্দেহ হইল, মামী

তাঁহার সেই আত্মীয়ের অনুকূলে উইল পরিবর্ত্তন করিতে পারেন ; কারণ, মুলিঙ্গারের স্বভাবচরিত্র সেই তরুণ-বয়সেই এরূপ কলুষিত হইয়াছিল যে, তাহার মামী ক্ষুব্ধ হৃদয়ে দুই একদিন তাহাকে হিতোপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, সে কুসংসর্গ ত্যাগ না করিলে ভবিষ্যতে তাহার মুখদর্শন করিবেন না। মামী তাঁহার সম্পত্তি আর অধিকদিন ভোগ করিতে না পারেন, বা উইল পরিবর্ত্তনের সুযোগ না পান, এই উদ্দেশ্যে মুলিঙ্গার দুই একদিন কোন পাস্তর ইনষ্টিটিউটে গিয়া একজন বীজাণুবিৎ ডাক্তারের সহিত ভাব করিল এবং তাহাকে উৎকোচের লোভ দেখাইয়াই হউক বা অন্য উপায়েই হউক, তাহার নিকট হইতে জলাতঙ্ক রোগের বীজাণু সংগ্রহ করিল। মামীর একটি প্রিয় কুকুর ছিল, সে একদিন সেই কুকুরটার দেহে সেই বিষ পিচকিরির সাহায্যে অনুপ্রবিষ্ট করিল। কুকুর ক্ষিপ্ত হইবার অল্পকাল পূর্ব্বে একদিন সে মামীর কফির পেয়ালায় সংজ্ঞানাশক ঔষধ মিশাইয়া দিল, তাহার ফলে মামী কয়েক ঘণ্টার জন্য চেতনা হারাইলে, সেই সুযোগে সে তাঁহার দেহেও জলাতঙ্ক রোগের বীজাণু প্রয়োগ করিল। তাহার মামী ও কুকুর প্রায়ই একই সময়ে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হইল। মুলিঙ্গার প্রচার করিল, ক্ষিপ্ত কুকুর তাহার মামীকে দংশন করিয়াছে। চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। কুকুর মরিল, মামীও প্রাণত্যাগ করিল। মুলিঙ্গার শোকে দুঃখে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া তিনদিন অনাহারে পড়িয়া রহিল। হিতৈষীগণের আশঙ্কা হইল—সে হয়ত মামীর শোকে বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। কিন্তু সে এই শোক সংবরণ করিয়া মামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার করিল। মামীর সমাধির উপর বহুঅর্থব্যয়ে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিল, এবং 'পাস্তর ইনষ্টিটিউটে' মামীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করাইল। বিভিন্ন সংবাদপত্রে মুলিঙ্গারের বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল।—সে অল্পবয়সেই এরূপ খেলোয়াড় হইয়া উঠিয়াছিল

যে, যে অপরাধ করিয়া অপরাধী রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইত এবং প্রাণ-দণ্ডের আদেশ পাইত, সেইরূপ অপরাধ করিয়া সে স্তুতিবাদ ও প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুতরাং অল্পবয়সে সে উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিয়াছিল, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জালিয়াতিতে সে পক্কতালাভ করিয়াছিল এবং লোকের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া কিরূপে উৎকোচ সংগ্রহ করিতে হয়, সেই বিদ্যাতেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল। এই সকল কার্য্য একাকী সম্পন্ন করা নিরাপদ নহে, ইহা বুঝিয়া সে কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত করিবার জন্য কতকগুলি যুবককে লইয়া একটি দল গঠন করিয়াছিল! তাহাকে তাহার অনুচরেরা সেনাপতির ন্যায় সম্মান করিত এবং প্রাণপণে তাহার আদেশ পালন করিত। সে অনেকবার অর্থলোভে অনেককে হত্যা করিয়াছিল, কিন্তু মামীর মৃত্যুর পর আর কোনদিন স্বহস্তে ঐ কার্য্য করে নাই। তাহার সহযোগীরাই তাহার আদেশে পরিচালিত হইত, কিন্তু তাহার অনিন্দসুন্দর ব্যবস্থায় কাহাকেও কোন দিন ধরা পড়িতে হয় নাই। যদি ল্যাংটন রয়েডের সাহায্য না পাইত, তাহা হইলে মুলিঞ্জার তাহাকে যে ফাঁদে ফেলিয়াছিল, তাহা হইতে তাহার উদ্ধার লাভের আশা ছিল না। তাহাকেও অকালে জালে জড়াইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইত।

মুলিঞ্জার যে সকল অপরাধে প্রবৃত্ত হইত, তাহাতে নিয়ম ও শৃঙ্খলার কখন অভাব হইত না; ভবিষ্যতে ঠকিতে না হয় বা অকৃতকার্য্য হইয়া অনুতাপ করিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া সে কাযে নামিত। সে তাহার দলভুক্ত দস্যুদের স্বার্থে কখন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিত না, লাভের অংশদানেও কৃপণতা করিত না। এ বিষয়ে তাহার পক্ষপাত ছিল না। ষড়যন্ত্র যখন কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়োজন হইত, তখন সে এক একজনের হস্তে এক একটি কার্য্যের ভার প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহা-

দিগকে পরিচালিত করিত, সেই কার্য্যের জন্য দলস্থ অন্য কাহাকেও দায়ী করিত না, ল্যাঙব্রিজ হাউসের সেই আফিসে তাহাদের মন্ত্রনাসভা বসিত, এবং সভায় প্রত্যেক দস্যু নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ভার পাইত।

মুলিঙ্গার 'লিফট' হইতে নামিয়া বারান্দা পার হইয়া তাহার আফিসে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে তাহার অনুচর ক্যারো তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মুলিঙ্গার চেয়ারে বসিয়াই ক্যারোকে বলিল, "খানিক পরে তোমার সঙ্গে কথা হইবে, আগে ভার্ণিকে আফিসে পাঠাইয়া দাও।"

ক্যারো উঠিয়া গেল। মুলিঙ্গার ভার্ণির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে নেকড়ে-মুখো ক্ষীণকায় ভার্ণি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মুলিঙ্গার মুখ তুলিয়া স্থির দৃষ্টিতে ভার্ণির মুখের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টি গোখরো সাপের দৃষ্টির অনুরূপ।

সে ভার্ণিকে বলিল, "বসিয়া আমার কথা শোন। ল্যাংটন সম্বন্ধে তোমাকে দুই একটা কথা বলিব।"

ভার্ণি তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। মুলিঙ্গারের চক্ষু হইতে যেন অদৃশ্য বিষ বর্ষিত হইতেছিল। সে বলিল, "কাযটা শীঘ্র শেষ করিতে হইবে। রয়েড তাহার মুরুব্বী হইয়া আমাদের সঙ্কল্পে বাধা দিতেছে; তাহার অনধিকার চর্চ্চা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। তুমি তাহাকে সাবাড় করিতে চাও। ল্যাংটন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতে হয়, আমি করিব। আমি তাহার ভার লইলাম।"

ভার্ণি সম্মতি জ্ঞাপন করিল। কিন্তু তাহার বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল। সে স্বয়ং দস্যু; কিন্তু মুলিঙ্গারকে যমের মত ভয় করিত।

মুলিঙ্গার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ল্যাংটন আহাম্মক নয়; সেই রাত্রিতে সে যে পার্শেলটা লইয়া গিয়াছিল, তাহা আসল নহে,

নকল। তাহার সেই চাতুরীর শাস্তি দিতে পারিতাম, তাহাকে হত্যা করা কঠিন ছিল না; কিন্তু রয়েড তাহার রক্ষার ভার লইয়াছিল। রয়েডকে উপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করি নাই। প্রথমে তাহাকে কার্য্য ক্ষেত্র হইতে সরাইতে হইবে। কাযটা কিরূপে করিবে, তাহা ঠাহর করিতে পারিতেছ না? তোমার মাথায় কিছু নাই, এ জন্য তোমাকে একটু বুদ্ধি দান করিবার প্রয়োজন হইবে। কিরূপে রয়েডকে সাবাড় করিবে, তাহা তোমাকে শিখাইয়া দিব। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, কাযটা কত সহজ। তাহার মুণ্ডপাত করিবার পর ল্যাংটনের ঘাড় ভাঙ্গা কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। আমি সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছি। যদি তাহা না পারিতাম, তাহা হইলে তোমাদের দল-পতিত্ব করিতাম না। তোমরা কি অকারণ আমাকে ওস্তাদ বলিয়া স্বীকার কর"?

ভার্ণি মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আ—আমি—"

মুলিঙ্গার বলিল, "হাঁ, তুমি।—কথাটা কি এতক্ষণ পরে মাথায় ঢুকিল?—কাযটা কি কঠিন? রয়েড কি অমর, না অবাধ্য? আমি ত বলিয়াছি, উপদেশ তুমি—"

সে কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই লিফ্‌টের নিকট কাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। দুই মিনিট পরে সেই কক্ষের দ্বারে পদশব্দ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ক্যারো সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিল।

ক্যারোর মুখের দিকে চাহিয়া মুলিঙ্গারের চক্ষুতে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সেই সময় ক্যারোর মুখের দিকে চাহিলে অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি লোকেরও হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইত।

মুলিঙ্গার বলিল, "হঠাৎ ভূতের সম্মুখে পড়িয়াছিলে?"

ক্যারো মুখ কাচু-মাচু করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "ভূত ও বরং ভাল।

কাহাকে দেখিলাম, অনুমান করিতে পার?—সে রয়েড! রয়েড এখানে আসিয়াছে, তা জান?"

মুলিঞ্জার দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "রয়েড?—চোখের মাথা খাইয়া বসিয়া আছ? রয়েড কি করিয়া সন্ধান পাইল, এখানে আমাদের—"

ক্যারো তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "সে কথা আমি কিরূপে বলিব?—একথা সত্য যে, সে আমাদের আফিসের সন্ধান পাইয়াছে এবং এখানে আসিয়াছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহাই বল। সে এখানে আসিয়া তোমার সন্ধান লইতেছিল, আমার এ কথা সম্পূর্ণ সত্য, যেমন তুমি সত্য, সেই রকম।"

ক্যারো ব্যাকুল দৃষ্টিতে দলপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক গোপন করা তাহার অসাধ্য হইল।

মুলিঞ্জার ভ্রূ সঙ্কুচিত করিল। মুহূর্ত্ত পরে তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। যেন কোন অদৃশ্য বস্তু সে সম্মুখে দেখিতে পাইল, এই ভাবে রুদ্ধ দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর অচঞ্চল স্বরে বলিল, "সে আসিয়াছে বলিলে, এখন সে কোথায়?"

ক্যারো বলিল, "চলিয়া যায় নাই, নিকটেই আছে! তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছে।"

মুলিঞ্জার বলিল, "আমার সঙ্গে? সত্যি? তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আমার অনিচ্ছা নাই। পাহাড়ই মহম্মদের কাছে উপস্থিত! তোফা! হাঁ, তাহার সঙ্গে দেখা হইলে খুসী হইব। তাহাকে ডাকিয়া আনো। তুমি তাহাকে দরজার কাছে পৌছাইয়া দিয়া ৩ নং কামরায় অপেক্ষা করিবে। সেখানে তোমাকে কোন কাযের ভার দিব, আর ভার্ণি, তোমাকে এখানেই থাকিতে হইবে। বুঝিয়াছ?"

ভার্ণি জানাইল, সে বুঝিয়াছে। কিন্তু কেন, তাহা তখনও সে

বুঝিতে পারিল না। বুদ্ধি একটু স্থূল বলিয়া সে আপনাকে অপরাধী মনে করিল।

ক্যারো সেই কক্ষ ত্যাগ করিল; ভার্ণি দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি উদ্বেগপূর্ণ। মুলিঙ্গার টেবিলের কাছে বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখ তখন ভাব-সংস্পর্শ বিহিন, তথাপি তাঁহার নিশ্বাস একটু জোরে জোরে পড়িতে লাগিল।

দীর্ঘ দেহ রয়েড স্বচ্ছন্দ-গতিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; হাস্য প্রদীপ্ত মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র ছিল না।

তিনি প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, "মিঃ হেনরী মুলিঙ্গার কি আপনিই?"

মুলিঙ্গার মুখ তুলিয়া রয়েডের মুখের দিকে চাহিল, তাহার চক্ষুর কোণে কৌতূহলের মৃদু ঝলক। সে স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "হাঁ, আমারই ঐ নাম বটে। আমার নিকট মহাশয়ের কি প্রয়োজন?

রয়েড বলিলেন, "প্রয়োজনটা যত আপনার, আমার তত নয়। আপনার মঙ্গলের জন্যই আমাকে এই দুর্গম স্থানে আসিতে হইল। কিন্তু অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে আপনাকে সতর্ক করিবার জন্য জানাইয়া রাখি, আমি এখানে আসিয়াছি, এ সংবাদ পুলিশের অজ্ঞাত নহে। আমার কথা শুনিয়া আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন আমাকে কায়দায় পাইয়াছেন মনে করিয়া আমার সঙ্গে—কি বলি—কোন রকম নষ্টামী করিবার জন্য যদি আপনার হাত নিশপিশ করে, তাহা হইলে পিঁপড়ার পাখা গজাইবে।"

মুলিঙ্গার অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "পিঁপড়ার পাখা? ওটা হেঁয়ালীর মত শুনাইল, আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না, একটু খোলসা করিয়া বলুন।"

রয়েড বলিলেন, "বুদ্ধি যতখানি মোটা হইলে আমার কথা বুঝিতে পারা কঠিন হইত, আপনার বুদ্ধি তত মোটা নয়। এইজন্য আমাকে

স্বীকার করিতে হইতেছে, আপনিও হেঁয়ালীর অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন। আপনি দেখিতেছেন, আমার কাছে বোকা সাজিয়া লাভ নাই। যাহা হউক, সময় নষ্ট না করিয়া আমি মনের কথা খুলিয়াই বলিতেছি, শুনুন,—আপনার কাছে কোন 'ফটো'র একখানি আলগা ফ্রেম আছে, আমার একজন মক্কেলের নিকট তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। আপনি সেই ফটোখানি হস্তগত করিবার জন্য মহা উৎসাহে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিক কি, সেজন্য আপনি অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। আপনি যদি সেই ফ্রেমখানি আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনার সেই অবৈধ চেষ্টার কথা আমরা বিস্মৃত হইব, এবং আপনার সেই জুলুমের জন্য বিচারকের সাহায্য প্রার্থনারও প্রয়োজন হইবে না।"

মুলিঙ্গার রয়েডের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিল, মৃদু হাসি। কিন্তু তাহা ছুরীর ধারের মত তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী। সে ধীরে ধীরে বলিল, "তুচ্ছ বিষয় লইয়া অধিক বাদানুবাদ করা আমারও স্বভাব বিরুদ্ধ। ল্যাংটন তাহার কাকার পরিত্যক্ত কোন সামগ্রী হস্তগত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে যেথো ল্যাংটনের বৈধ অধিকার ছিল না।"

মুলিঙ্গার নীরব হইল, রয়েড তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন, কিন্তু তাহার নীল নেত্র সহসা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আপনি তাহা হাতছাড়া করিতে অসম্মত? দিবেন না? আপনার পক্ষে—যে কোন ভদ্র লোকের পক্ষে ইহা লজ্জার কথা। তাহা হইলে আপনি স্মরণ রাখিবেন মিঃ মুলিঙ্গার, আপনার এই অবৈধ কার্য্যের জন্য যদি শান্তিভঙ্গ হয়, যদি আইনের আশ্রয় লইতে হয়, তাহা হইলে আপনিই সেজন্য দায়ী।"

মুলিঙ্গার উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "বটে! আপনি ধাপ্পা

দিতেছেন। এই রকম চোতা ধাপ্পাবাজি কাহার সঙ্গে করিতেছেন, তাহা স্মরণ রাখিবেন। ল্যাংটন জানে, এই কার্য্যে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিতে তাহার সাহস হইবে না, আপনিও তাহা জানেন; তথাপি আমার সঙ্গে এই রকম ধাপ্পাবাজি করিতে আপনার লজ্জা হইতেছে না? আপনি অতি কঠিন স্থানে আসিয়াছেন, মিঃ রয়েড্, এখানে আপনি দন্তস্ফুট করিতে পারিবেন না। দাঁত ভাঙ্গিবার জন্য কেন ব্যাকুল হইতেছেন?"

রয়েড প্রদীপ্ত নেত্রে মুলিঙ্গারের মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার সহিত তাঁহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। রয়েড মনে মনে বলিলেন, "লোকটা পাজীর পাঝাড়া, ধাপ্পায় উহাকে কায়দা করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না।"

মুলিঙ্গার মনে মনে বলিল, "ইহাই আমার উৎকৃষ্ট সুযোগ। রয়েড্ এখানে আসিবার পূর্ব্বে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সেই সংবাদ জানাইয়াছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। উহার বাজে কথা। উহার অনধিকার চর্চ্চা আমি ক্ষমা করিব না, এখানেই উহাকে সাবাড় করিবার ব্যবস্থা করি, হয়ত কাযটা একটু বিপজ্জনক হইবে, কিন্তু সেই ঝুঁকি ঘাড়ে না লইয়া উপায় নাই।"

অতঃপর সে প্রকাশ্যভাবে বলিল, "আমি স্বীকার করি, এই অপ্রীতিকর বিষয় লইয়া অধিক বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। এ অবস্থায় একটা রফা করিলে কি রকম হয়?"

সে নীরবে রয়েডের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু রয়েড কোন কথাই বলিলেন না। তিনি মুলিঙ্গারের মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দুই এক মিনিট পরে মুলিঙ্গার বলিল, "আপনার কথা আমি ভাবিয়া দেখিলাম, একটা রফাই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আমার বখরাদারের সহিত

পরামর্শ না করিয়া আমি কিছুই করিতে পারি কি? না, সে শক্তি আমার নাই। আমি যে বখরাদারের কথা বলিলাম—সে ডচ, আপনিও বোধ হয় জানেন। আমি তাহাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিব, সে এখন আফিসে আছে।"

সে তৎক্ষণাৎ কথা কহিবার নলটি তুলিয়া লইয়া যে ভাষায় কথা কহিল, তাহা রয়েডের অপরিচিত।

মুলিঞ্জার সেই নলের সাহায্যে ডচ ভাষায় নিম্নস্বরে ক্যারোর সঙ্গে কি পরামর্শ করিল। ক্যারো বাল্যকালে বহুদিন হল্যাণ্ডে বাস করিয়াছিল, এজন্য ডচ ভাষায় তাহার অধিকার ছিল। সে ক্যারোকে উপদেশ দিল, "নিঃশব্দে দ্বারের আড়ালে আসিয়া সেখানে অদৃশ্যভাবে লুকাইয়া থাকিবে, তাহার পর রয়েড সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র পশ্চাৎ হইতে তাহাকে আক্রমণ করিবে। সে যেন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সতর্ক হইতে না পারে।"

মুলিঞ্জার রয়েডের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি তাহাকে এখানে আসিতে বলিলাম, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে এখানে উপস্থিত হইবে। সে এখানে আসিলে তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া যুক্তি করিয়া ফেলিব।"

রয়েড তাহার কথা শুনিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করিলেন। ভার্ণি তখন পর্য্যন্ত সেই কক্ষে বসিয়াছিল। রয়েড তাহার চক্ষুতে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা পরিস্ফুট দেখিলেন, তাহার পর মুলিঞ্জারের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—সে তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য মনে মনে কি একটা মতলব ভাঁজিতে ছিল, কিন্তু তাহার অভিসন্ধি তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তবে তাহারা সেইরূপ প্রকাশ্য স্থানে তাঁহাকে আক্রমণের চেষ্টা করিবে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন, এই সকল নর পিশাচ

কোন দুষ্কর্ম্মেই কুণ্ঠিত নহে, কিন্তু দিবাভাগে সেইরূপ জনবহুল স্থানে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে তাহাদের সাহস হইবে কি? সেই অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষে নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিল।

কিন্তু রয়েড এইরূপ অনুমাণ করিয়া একটু ভুল করিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাহস, চাতুর্য্য ও তৎপরতা সম্বন্ধে তাহার যে ধারণা ছিল, তাহা যথার্থ নহে। তাহারা অত্যন্ত গোঁয়ার, জেদী এবং কুকর্ম্মে অকুণ্ঠিত, ইহা তিনি জানিতেন, কিন্তু কাহাকেও হত্যা করিবার সঙ্কল্প থাকিলে তাহারা ভবিষ্যৎ ফলাফলের কথা চিন্তা না করিয়া, স্থান, কাল প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া মনুষ্যের প্রাণ লইয়া খেলা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না, এরূপ তাহার ধারণা ছিল না।

মুলিঙ্গার ব্লটিং কাগজের একটা দলা লইয়া তাহাতে পাক দিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল, "ফটোর সেই ফ্রেম নিকটেই আছে, এই ডেস্কের দেরাজ খুলিলেই—"

সে দেরাজটা ঈষৎ উদ্ঘাটিত করিল। রয়েড সেই মুহূর্ত্তে দেরাজের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাহার পশ্চাতে সেই কক্ষের দ্বার নিঃশব্দে উদ্ঘাটিত হইল। সেই দ্বারের ভিতর দুইখানি সবল ও পেশীপুষ্ট হস্ত প্রসারিত হইল।

মুহূর্ত্ত পরে ক্যারো ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় সেই কক্ষে লাফাইয়া পড়িল। ক্যারো রয়েডের পশ্চাতে আসিয়া হাত দুখানি বাড়াইয়া তাঁহার গলা ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কণ্ঠনালীতে প্রচণ্ডবেগে উভয় হস্তের অঙ্গুলীর চাপ দিতে লাগিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মুলিঙ্গার তাহার হস্তস্থিত ব্লটিং কাগজের সেই দলাটা রয়েডের উন্মুক্ত মুখ-বিবরে সজোরে গুঁজিয়া দিয়া অন্য হস্তে তাঁহার মস্তক চাপিয়া ধরিল।

রয়েড ক্যারোর কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য সবেগে মাথা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি যে এইভাবে তাহার আক্রমণ বিফল

করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা ক্যারো পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সে একখানি পা রয়েডের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া তাহা তাঁহার পায়ে বাধাইয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে একটা হ্যাচ্কা টান! সেই আকস্মিক আকর্ষণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া রয়েড চিৎ হইয়া সেই কক্ষের মেঝের উপর আছাড় খাইলেন। সেই মুহূর্ত্তে মুলিঙ্গারের হাত তাঁহার মুখ হইতে অপসারিত হইল। রয়েড সেই সুযোগে মুখের ভিতর হইতে ব্লটিং কাগজের দলাটা বাহির করিয়া ফেলিয়া সাহায্য লাভের আশায় চীৎকারের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু স্বর তাহার কণ্ঠনিঃসৃত না হইতেই মুলিঙ্গার অদ্ভূত তৎপরতার সহিত তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। ক্যারো অন্য পা মুহূর্ত্তমধ্যে প্রসারিত করিয়া তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল। তাহার পায়ের ভারী বুটের আকস্মিক আঘাতে তাঁহার মস্তক যেন চূর্ণ হইয়াছে. এইরূপ ধারণা হইল। তিনি যন্ত্রণায় দুই এক মিনিট ছট্‌ফট্ করিলেন, তাহার পর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইল। চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় তিনি নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া রহিলেন।

মুলিঙ্গার প্রশান্ত-চিত্তে বলিল, "বাহবা! বলিহারি ভাই! খাসা কৌশল! এখন একগাছা দড়ি চাই। দড়ি আনিয়া এই শয়তান-টাকে শক্ত করিয়া বাঁধো।"

ক্যারো তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল এবং দুই মিনিটের মধ্যে একতাল শণের দড়ি লইয়া মুলিঙ্গারের নিকট ফিরিয়া আসিল। অতঃপর তাহারা শিরঃপীড়ায় অভিভূত অচেতন প্রায় রয়েডের মুখ ও পা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল এবং তাঁহার উভয় হস্ত পিঠের দিকে টানিয়া আনিয়া হাত দুইখানি পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ক্যারো এরূপ সজোরে কষিয়া বাঁধিল যে, সেই বন্ধন-রজ্জু রয়েডের দেহের চর্ম্ম কাটিয়া বসিল; তাহা দেখিয়া মুলিঙ্গার বন্ধন-নৈপুণ্যের তারিপ করিয়া উৎসাহভরে মাথা নাড়িতে লাগিল।

অতঃপর মুলিঙ্গার রয়েডের অসাড় দেহে বুটের ঠোকর মারিয়া বলিল, "এই বাঁধনেই চলিবে। খাসা হইয়াছে।"

সেই সময় রয়েডের লুপ্তপ্রায় চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছিল। তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সেই নরপিশাচদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষুতে ক্রোধ ও অবজ্ঞা ফুটিয়া উঠিল।

মুলিঙ্গার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্পর্দ্ধাভরে বলিল, "খাসা হইয়াছে; যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল, কাহার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করিতে আসিয়াছিলে—সেদিকে খেয়াল ছিল না? আমাদের সঙ্কল্পে বাধা দেওয়ার চেষ্টা? পরের চরকায় তেল দিতে আসা? তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে, যে টুকু বাকী আছে, সন্ধ্যার পর তাহা শেষ করিব। অন্ধকার একটু গাঢ় হইলেই তোমাকে নদীতে বিসর্জ্জন করিয়া আসিব। তাহা হইলেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। পিঁপড়ে আকাশে উড়ে মরিবার জন্য। তোমার পাখা বাহির হইয়াছিল।"

রয়েডের মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ ছিল না, সাঁ সাঁ শব্দ তাহার শ্রবণ-পটহে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। মুলিঙ্গারের দম্ভপূর্ণ উক্তির কতক তিনি শুনিতে পাইলেন, কতক শুনিতে পাইলেন না। তিনি তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মুলিঙ্গার মুখ বিকৃত করিয়া অবজ্ঞাভরে হাসিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এ সকল কাযে নদীর মত চমৎকার সুবিধার যায়গা আর দ্বিতীয় নাই। পরমেশ্বর করুন, টেমস নদীর জল যেন চিরদিন কানায় কানায় পূর্ণ থাকে। ক্যারো, গুদামে যে প্যাকিং বাক্সগুলো পড়িয়া আছে, তাহাদের ভিতর হইতে একটা বড় বাক্স লইয়া এস, তাহার সদ্ব্যবহার হউক। এ রকম মহামূল্য রত্ন আর কখনও তাহার ভিতর স্থান লাভ করে নাই। হাঁ, ঐ সঙ্গে কতকগুলি জঞ্জাল ও একটা হাতুড়ি আনিতে ভুলিও না। শীঘ্রই এই জঞ্জাল

এখান হইতে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। আমার মোটরকার দরজায় আনিয়া রাখিতে বলিয়া দাও। শীঘ্র তাহা চাই।"

ক্যারো বিনীত ভৃত্যের ন্যায় তাহার আদেশ পালন করিল। সে সেই কক্ষের পার্শ্বস্থিত গুদাম হইতে একটি বৃহৎ প্যাকিং বাক্স টানিয়া আনিল। তাহার পর সে সেই বাক্সের ডালা খুলিয়া ফেলিল। তিনজনে রয়েডের অসাড় দেহ রজ্জুবদ্ধ অবস্থাতেই ধরাধরি করিয়া তুলিয়া সেই বাক্সের ভিতর স্থাপিত করিল। প্যাকিং বাক্সটি দীর্ঘ হইলেও রয়েডের দেহ তাহার ভিতর স্থাপিত হইলে তাঁহার মস্তক ভিতরে প্রবেশ না করিয়া তাহার কিনারায় বাধিয়া রহিল। ভাণি সে সময় আত্মসংবরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। সে যে কাযের লোক, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল। সে তৎক্ষনাৎ রয়েডের দুই কাঁধ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া এরূপ জোরে নীচের দিকে চাপিতে লাগিল যে, রয়েডের ঘাড় বাঁকিয়া তাঁহার মাথা বাক্সের কিনারা হইতে ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার দুই হাতের প্রচণ্ড চাপে রয়েডের কাধের ও ঘাড়ের হাড় মট্-মট্ শব্দ করিয়া বাঁকিয়া গেল।

অতঃপর ক্যারো অবশিষ্ট কায শেষ করিবার জন্য আট দশটা গজাল ও একটা হাতুড়ি লইয়া সেই বাক্সের নিকট সরিয়া আসিল এবং প্যাকিং বাক্সের ডালাখানা বাক্সের মাথায় বসাইয়া তাহাতে গজাল আঁটিতে লাগিল।

প্যাকিং বাক্সটি সেই কক্ষ হইতে অপসারিত করিবার জন্য তাহারা তিন জনে ধরাধরি করিয়া তাহা লিফ্‌টের নিকট লইয়া গেল। তাহা লিফ্‌টের খাঁচায় রাখিয়া মুলিঞ্জার লিফ্‌টের আরদালীকে বলিল, "এই প্যাকিং বাক্সে দামাসকসের যে সকল কাঁসা-পিতলের বাসন আছে, তাহা এত ভারী যে, বাক্সটা তুলিতে কষ্ট হইতেছে।"

আরদালী বলিল, “মাল অনেক বেশী আছে বুঝি? প্রকাণ্ড বাক্স, ভারী হইবারই কথা।”

লিফ্‌ট নামিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই প্যাকিং বাক্সের ভিতর ধাক্কা লাগিবার একটা শব্দ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া আরদালী সবিস্ময়ে বাক্সের দিকে চাহিয়া মুখ তুলিল।

মুলিঙ্গার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল, এবং বিরক্তি-ভরে বলিল, “মালগুলা ভাল করিয়া প্যাক করা হয় নাই. তাই নড়িতেছে। লিফ্‌ট নামিতে আরম্ভ করিলে ওগুলা এপাশে ওপাশে নড়িতে পারে।

লিফ্‌ট নীচে নামিলে সকলে তাহা বাহিরে লইয়া গেল এবং মুলিঙ্গারের গাড়ীতে তুলিয়া দিল। মুলিঙ্গার প্যাকিং বাক্সের পাশে বসিলে গাড়ী অপার ব্রুকষ্ট্রীটে তাহার বাড়ীর দিকে চলিল।

গাড়ী তাহার বাড়ী নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মুলিঙ্গার তাহার সোফারকে বলিল, “আপাততঃ নদীর দিকে চল। সেখানে যে কায আছে, আগেই তাহা শেষ করিয়া আসি।”

৫

মৃত জ্ঞানে

মুলিঙ্গারের গৃহে যে চারি জন ভৃত্য ছিল, তাহারা সকলেই তাহার দলের লোক। ক্যারো ও তাহার অন্যান্য সহকর্ম্মী যেমন বিনা প্রতিবাদে ও নতশিরে মুলিঙ্গারের প্রত্যেক আদেশ পালন করিত এবং তাহার কঠোর দৃষ্টিতে আতঙ্কাভিভূত হইয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিত, এই ভৃত্যগণও তাহাই করিত। ইহাদের হস্তে এক একটি কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে কায শেষ করিতে পারিলে ক্যারো প্রভৃতির ন্যায় লাভের অংশ পাইত। মুলিঙ্গার যে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত বা যখন সে ষড়যন্ত্র করিত, তাহা সফল করিবার জন্য সর্ব্বদা তাহাদের সহায়তা গ্রহণ করিত।

এই জন্যই মুলিঙ্গারের মোটর-কারে সেই সুবৃহৎ প্যাকিং বাক্সটি স্থাপিত দেখিয়া তাহারা বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করিল না। তাহারা মুলিঙ্গারের ইঙ্গিতে নির্ব্বাকভাবে বাক্সটি গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া, তাহার পরিচ্ছদ সংরক্ষণের কামরায় রাখিতে গেল। সেই কক্ষটি তাহার বাসগৃহের দ্বিতলে অবস্থিত এবং নানাপ্রকার মূল্যবান্ আসবাবপত্রে সুসজ্জিত।

সেই দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মুলিঙ্গার সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া এক জন ভৃত্যকে আহ্বান করিল।

ভৃত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সে গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমি এই কক্ষে আহার করিব; খানা ঠাণ্ডা হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু আগে একটি বাটালী লইয়া এস।"

মুলিঙ্গার সেই প্যাকিং-বাক্সটির দিকে চাহিয়া একটু হাসিল; কিন্তু

সেই হাসি নীরস, কোমলতাবর্জ্জিত। কয়েক মিনিট পরে ভৃত্য সেই কক্ষে একখানি ভোজন-টেবল প্রসারিত করিয়া তাহার উপর যে ভোজ্য-দ্রব্য রাখিয়া দিল, তাহা পরিমাণে অধিক নহে, এবং লঘুপাক। সে ভৃত্যকে সেই কক্ষ হইতে বিদায় করিয়া কক্ষদ্বার অর্গলরুদ্ধ করিল; তাহার পর তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বাটালীর সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত প্যাকিং-বাক্সের ডালাখানি খুলিতে আরম্ভ করিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ডালা অপসারিত হইল।

বিজলী-বাতির উজ্জ্বল আলোকে প্যাকিং-বাক্সের ভিতরের অংশ আলোকিত হইল। সেই বাক্স-সংরক্ষিত ডিটেক্‌টিভ রয়েড চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকায় সেই উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি তাঁহার চক্ষুতে প্রতিফলিত হইল; তিনি চক্ষু সঙ্কুচিত করিলেন! বাক্সে কিঞ্চিৎ বায়ু প্রবেশ করায় তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ না হইলেও, তাঁহার মুখ বাঁধা থাকায় তাঁহার মোহাচ্ছন্ন-ভাব অপসারিত হয় নাই। তাঁহার অনুভবশক্তিও তেমন তীক্ষ্ণ ছিল না; তাহা অসাড় হইয়া আসিয়াছিল। বাক্স উদ্ঘাটিত হইলে তিনি নাসিকার সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করিলেন। তাহার পর তাঁহার পরম বন্ধু মুলিঙ্গারের মুখের দিকে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

মুলিঙ্গার তাঁহাকে সচেতন দেখিয়া বলিল, "তুমি এই কক্ষের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, এই কক্ষে একটিও জানালা নাই। এই কক্ষের পার্শ্বস্থ শয়নকক্ষের আলোক একটি কাচের পর্দ্দা ভেদ করিয়া করিয়া এই কক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে। এ অবস্থায় যদি তুমি কাহারও সাহায্য প্রার্থনায় চীৎকার কর—তাহা হইলে তাহা কাহারও কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আমি অনায়াসে তোমার মুখের বন্ধন খুলিয়া দিতে পারি। তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবে না।"

মুলিঙ্গার রয়েডকে বন্ধনমুক্ত করিলে রয়েড হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বাভাবিক হইল। মুলিঙ্গার প্যাকিং-বাক্সটা তাহার চেয়ারের কাছে টানিয়া আনিয়া টেবলে আহার করিতে বসিল।

সেই সময় রয়েড এই সঙ্কটে কর্ত্তব্য স্থির করিবার অবসর পাইলেন। কিন্তু সেই শয়তানের কবল হইতে মুক্তিলাভের কোন আশাই তাঁহার মনে স্থান পাইল না। মুলিঙ্গারের ভৃত্যগুলি তাহার বিশ্বস্ত সহযোগী, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। মুলিঙ্গার যদি বুঝিতে পারিত, তিনি সাহায্যলাভের আশায় চীৎকার করিলে বাহিরের কোন লোক সেই শব্দ শুনিতে পাইবে, তাহা হইলে সে তাঁহার মুখের বন্ধন অপসারিত করিত না।

রয়েড মনে মনে বলিলেন, "নিজের উপর অসঙ্গত বিশ্বাস থাকাতেই আমার এই বিপদ! এই শয়তান আমাকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর কেহ আমাকে নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া আমার প্রাণ-রক্ষা করিবে, এরূপ আশা করা পাগলামি। এরূপ দৈবানুগ্রহের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কথা এই যে, উহারা কি আমাকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় নদীতে নিক্ষেপ করিবে?"

মুলিঙ্গার এক খণ্ড মাংস চর্ব্বণ করিতে করিতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যে অকারণে পরের চরকায় তেল দিতে যায়, তাহাকে শেষে পস্তাইতে হয়, এ কথা তোমার বোধ হয় জানা আছে।"

রয়েড বলিলেন, "হাঁ, আমি এ কথাও জানি, নরহত্যা করিয়া নরহন্তারাও পস্তাইয়া থাকে।"

রয়েডের কথায় মুলিঙ্গার লগুড়াহত কুকুরের মত দাঁত বাহির করিল; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সে অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া নীরসস্বরে বলিল, "তোমার মৃত্যুর পর করোনার রায় প্রকাশ করিবে, তুমি হয় আত্মহত্যা করিয়াছ, না হয়, বেঘোরে জলে ডুবিয়া খাবি খাইতে খাইতে শিঙ্গা ফুঁকিয়াছ। তুমি বলিয়াছিলে, তুমি আমার আফিসে

আসিবার সময় সে কথা পুলিসকে জানাইয়া আসিয়াছিলে ; কিন্তু আমি এত নির্ব্বোধ নহি যে, তোমার সেই ধাপ্পায় ভুলিব। কাহার কোন্ কথা সত্য, কোন্ কথা মিথ্যা, তাহা আমার বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আর যদি সত্যই তুমি তোমার মুরুব্বীদের সে কথা বলিয়া আসিতে, তাহা হইলে তাহারা আমার এইটি করিত”—সে দুই হাত তুলিয়া বুড়া আঙ্গুল দুটি রয়েডের সম্মুখে প্রসারিত করিল। তাহার পর বলিল, “পুলিস আমার আফিসে আসিয়া তোমার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে আমার আফিসের পাঁচ ছয় জন কেরাণী সাক্ষ্য দিবে, তুমি আসিয়াছিলে বটে, কিন্তু কয়েক মিনিট পরে চলিয়া গিয়াছিলে। তা ছাড়া, যে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহার মৃতদেহ দেখিয়া, কেহ তাহাকে হত্যা করিয়াছে, এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পায় না। মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন না থাকিলে, হত্যাকাণ্ড বলিয়া কাহারও ধারণা হয় কি না, তুমিও কি তাহা জান না?”

মুলিঙ্গারের শেষের কথা শুনিয়া মিঃ রয়েডের বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল। তাঁহার মনে নূতন চিন্তার উদয় হইল। যদিও ইহাতে তাঁহার আশ্বস্ত হইবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না, তথাপি মগ্নোন্মুখ ব্যক্তি সম্মুখে তৃণখণ্ড ভাসিয়া যাইতে দেখিলে তাহাই অবলম্বনে প্রাণ-রক্ষার আশা করে। তাঁহারও মনে সেইরূপ আশার সঞ্চার হইল।

তাহার কথা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় নদীতে নিক্ষেপ করা হইবে না, এবং উহারা তাঁহার মস্তকেও আঘাত করিবে না। কিন্তু তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হইলে পুলিস তাঁহার মৃতদেহ আবিষ্কার করিতে পারিবে, এবং তিনি ডুবিয়া মরিয়াছেন বা আত্মহত্যা করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবে,—এই নরপিশাচের এরূপ ধারণার কারণ কি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

তথাপি তাঁহার হৃদয়ে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইল। তাঁহার মনে

হইল, তাহারা তাঁহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত করিবে। কিন্তু কিরূপে? আঘাতে তাঁহাকে অজ্ঞান করিবে না। তবে কি পিচকিরির সাহায্যে তাঁহার দেহে সংজ্ঞানাশক কোন আরোক প্রয়োগ করিবে? সেরূপ করিলে তাঁহার দেহে সূচিমুখ পিচকিরির প্রবেশচিহ্ন থাকিবে। তাহা দেখিতে পাইলে পুলিসের মনে সন্দেহ হইতে পারে ভাবিয়া মুলিঙ্গার এই কার্য্য করিতেও সাহস করিবে না। তবে? তাঁহার অনুমান হইল, ক্লোরোফর্ম্ম-সিক্ত রুমাল দ্বারা তাঁহার নাক-মুখ চাপিয়া ধরিয়া, তাঁহার চেতনা নষ্ট করিবে; যদি তাহারা এই ভাবেই তাঁহার চেতনা নষ্ট করে, তাহা হইলে—

রয়েডের হৃদয়ে আশা ও নিরাশার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তিনি শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিয়া তাহা সরস করিলেন। তাহার পর কি কৌশলে মুলিঙ্গারের সংকল্প বিফল করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মুলিঙ্গার আহার করিতে করিতে অবজ্ঞাভরে বলিল, "আমি পূর্ব্বেই তোমার কথা শুনিয়াছিলাম, রয়েড! যদি তোমাকে কোন কৌশলে সাবাড় করিতে পারি, তাহা হইলে আমার সহকর্ম্মীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারিব, ইহাও জানিতাম। কিন্তু তোমাকে হত্যা করিবার এরূপ সুযোগ এত শীঘ্র পাইব, ইহা আমি পূর্ব্বে আশা করিতে পারি নাই। যাহা হউক, আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইলে আমি সেই ফটো ও তাহার ফ্রেম পুরস্কার পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইব। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

রয়েড তাহার কথা শুনিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "তুমি সেই ফটো কোনও দিন হস্তগত করিতে পারিবে না, এ কথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।"

মুলিঙ্গার অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিল, "সে দেখা যাইবে। আমার

অনুমান, তুমি ক্ষুধিত হইয়াছ ; যদি তোমার ঐ অবস্থায় কাঁটা-চামচে ব্যবহারের সুযোগ থাকিত, তাহা হইলে আমি তদ্দ্বারা অতিথি-সৎকার করিতাম। কিন্তু তুমি নিরুপায় এবং আমিও তোমার ক্ষুধা-নাশের কোন ব্যবস্থা করিতে না পারায় নিরুপায়।”

তাহার পর সে পানপাত্র মুখে তুলিয়া বলিল, “আমি তোমার স্বস্তি পান করিতেছি, প্রার্থনা করি, তুমি বিনা যন্ত্রণায় আরামের সঙ্গে ডুবিয়া মর।”

রয়েডের ইচ্ছা হইল, ঘুসি মারিয়া তাহার দাঁতগুলি চূর্ণ করেন ; কিন্তু সেই প্যাকিং-বাক্সের ভিতর ‘মমির’ মত পড়িয়া থাকায় একটি অঙ্গুলী তুলিতেও তাঁহার সামর্থ্য হইল না। নিষ্ফল ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি সক্রোধে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “ওরে কুকুর! তুই আপনাকে যত নিরাপদ মনে করিতেছিস, তুই তত নিরাপদ নহিস্। আমি—”

কথা শেষ না করিয়াই গভীর উত্তেজনায় তিনি সাহায্যলাভের আশায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেন।

মুলিঙ্গার সক্রোধে বলিল, “চীৎকার আমি সহ্য করিতে পারি না, মুখ বুজিয়া থাক। আমার চাকরগুলা ছাড়া আর কেহই তোমার গলার আওয়াজ শুনিতে পাইবে না। কিন্তু কোন সোরগোল আমার কাণে প্রবেশ করিলে আমার হজমের শক্তি কমিয়া যায় বলিয়া”—সে কথা শেষ না করিয়াই একখানি রুমাল দলা পাকাইয়া সজোরে রয়েডের মুখের ভিতর গুঁজিয়া দিল। সেই সময় মুলিঙ্গারের হাতের বুড়া আঙ্গুল রয়েডের মুখের ভিতর প্রবেশ করায় রয়েড তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণদন্তে তাহার আঙ্গুল কামড়াইয়া ধরিলেন।

মুলিঙ্গারের আঙ্গুলের উপর রয়েডের দাঁত বসিয়া যাওয়ায় সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু দংশন-যন্ত্রণায় কাতর-স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, ক্রোধে

তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। মুলিঙ্গার রয়েডের মুখের ভিতর হইতে আঙ্গুল টানিয়া লইয়া তাহার ভোজন-টেবল হইতে মাংস কাটিবার ছুরিখানা তুলিয়া লইল, এবং তাহা রয়েডের কণ্ঠে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।

রয়েড মুলিঙ্গারের হাতের সেই উদ্যত ছুরির দিকে চাহিয়া ভয়ে চক্ষু মুদিলেন। তাঁহার মনে হইল, সেই নর-পিশাচের হাতের ছুরি মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার কণ্ঠে আমূল প্রোথিত হইবে। ছুরিকাঘাতে কণ্ঠনালী বিদীর্ণ হইলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

কিন্তু কি ভাবিয়া মুলিঙ্গার তাহার উদ্যত হাত সরাইয়া লইল। তাহার পর সে অবজ্ঞাভরে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তোমার নির্ব্বোধের মত ব্যবহারে আমি সংযম হারাইয়া যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহা করিলে আমার পক্ষে অত্যন্ত অদূরদর্শিতার কায হইত। আমি ভয়ঙ্কর অবিবেচনার কায করিয়া ফেলিয়াছিলাম, আর কি! যে ব্যক্তি প্রথমে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করিয়াই গোঁয়ারের মত হঠাৎ কাহাকেও হত্যা করে, সেই নির্ব্বোধ অবজ্ঞার পাত্র। তাহাকে পরে বিপন্ন হইতে হয়।"

মুলিঙ্গার টেবলের ধারে বসিয়া তাহার ভুক্তাবশিষ্ট ভোজ্যদ্রব্য নিস্তব্ধভাবে আহার করিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে সে একটা স্থূল সিগারেট মুখে গুঁজিয়া চিন্তাকুল-চিত্তে ধূম-পান করিতে লাগিল। সে কয়েক মিনিট সিগারেটের ধূম উদগিরণ করিয়া ব্যগ্রভাবে তাহার মণিবন্ধস্থিত ঘড়ীর দিকে চাহিয়া সময় দেখিয়া লইল।

সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং "সময় হইয়াছে" বলিয়া তাড়াতাড়ি সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

কয়েক মিনিট পরে মুলিঙ্গার তাহার বিশ্বস্ত অনুচর ক্যারো ও তার্ণিকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিল। ক্যারোর বগলে

ভ্রমণকালের ব্যবহারোপযোগী একখানি বৃহৎ রাগ ঝুলিতেছিল। তাহারা মুলিঙ্গারের ইঙ্গিতে সেই সুবৃহৎ প্যাকিং-বাক্সের নিকট অগ্রসর হইল; তাহার পর তাহারা তিন জনে সেই বাক্সের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রয়েডকে প্যাকিং-বাক্স হইতে বাহির করিল। তাহার পর ক্যারো তাহার বগলের রাগখানি ভাঁজ খুলিয়া, সেই কক্ষের মেঝের উপর প্রসারিত করিল, তাহারা রয়েডের প্রসারিত দেহ তাহাতে স্থাপিত করিয়া রাগ দ্বারা তাহা আবৃত করিল। যেন রাগ দ্বারা একটি মৃতদেহ আচ্ছাদিত হইল। রয়েডের দেহ এইভাবে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হইলে তাহারা তিন জন তাহা বহন করিয়া নীচে চলিল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। মুলিঙ্গারের বাস-ভবনের বহির্দ্বারে মোটরকার তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহা সুগঠিত, সুদীর্ঘ 'বেন্‌জলেট্' সেলুন-কার। সেই শকটের বহিরাবরণ এরূপ উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত যে, সন্ধ্যার অন্ধকারেও তাহার বর্ণ-গৌরব আচ্ছাদিত না হইয়া ঝক্-ঝক্ করিতেছিল। তাহার উপর ল্যাম্পের আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় তাহার বর্ণ অধিকতর পরিস্ফুট হইল। মিঃ রয়েডের দেহ সতর্কভাবে সেই শকটের ভিতর সংরক্ষিত হইল। মোটর-কারের এঞ্জিন পূর্ব্ব হইতেই গুঞ্জন করিতেছিল, তাহা প্রস্থানোন্মুখ হইলে এঞ্জিনের ঝঙ্কার উচ্চতর হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহা সেই স্থান ত্যাগ করিল।

ভার্ণি গাড়ীতে উঠিয়া শকট-চালকের পার্শ্বে বসিয়াছিল। এই শকট-চালক মুলিঙ্গারের বিশ্বস্ত অনুচর এবং আদরের পাত্র। মুলিঙ্গারের অনুষ্ঠিত কোন অপকর্ম্মই তাহার অজ্ঞাত ছিল না এবং মুলিঙ্গার তাহার সাহায্যে অনেক কু-কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে পারিত। এই সকল কারণে তাহার মোটর-চালক সাধারণ সাকরেদের অপেক্ষা ছয়গুণ অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিত। ক্যারো ও মুলিঙ্গার

মিঃ রয়েডের দেহ পদপ্রান্তে ফেলিয়া রাখিয়া, পশ্চাতের আসনে বসিয়াছিল। মোটর-কার টেম্‌স নদীর সমান্তরাল পথে পশ্চিমদিকে ধাবিত হইল।

মুলিঙ্গার মুখের চুরুটে একটা দম দিয়া ক্যারোকে বলিল, "আমি তোমাকে যে গলিটার কথা বলিয়াছিলাম, সেই গলির ভিতর দিয়া গাড়ী চালাইলে আমরা নদীর কিনারায় একেবারে জলের ধারে উপস্থিত হইতে পারিব। আমি এ কথাও বলিয়াছিলাম, আমরা উহার বাঁধন কাটিবার পূর্ব্বে ক্লোরোফর্ম্মের সাহায্যে উহার চেতনা লোপ করিব। গলির শেষে নদীর যে পাড় আছে, তাহার নীচেই জলের গভীরতা আট ফুট।

গলির মাথায় আসিলে শকটের গতিরোধ হইল; তাহার পর তাহার আলোগুলি নির্ব্বাপিত করিয়া গাড়ী গলির ভিতর অগ্রসর হইল। গাড়ী অত্যন্ত ধীরে চলিতে লাগিল, কারণ, গলিটি অতি সঙ্কীর্ণ, তাহার উপর দুই পাশের গাছগুলির ডাল পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। সন্ধ্যার বায়ুস্রোতে নদী-কুল হইতে পঙ্কিল গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল।

মুলিঙ্গার মুখের চুরুট বাহির করিয়া শকট-চালককে গাড়ী থামাইতে আদেশ করিল। তাহার পর সে তাহার অনুচরদ্বয়ের সহিত নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। রয়েড রাগের আবরণের ভিতর পড়িয়া থাকিয়া তাহাদের মৃদুকণ্ঠের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন বটে, কিন্তু তাহাদের কোন কথা বুঝিতে পারিলেন না।

ক্যারো বলিল, "গাড়ী এখানেই রাখিতে হইল; সম্মুখে আর ত আগাইবার উপায় নাই। এমন কি করা যায়? সম্মুখে যে বেড়া আছে, তাহা ডিঙ্গাইয়া উহাকে কি বেড়ার অন্য ধারে লইয়া যাইব?"

মুলিঙ্গার বলিল, "হাঁ, তাহাই কর্ত্তব্য। অন্য উপায় নাই।"

অতঃপর তিন জনে ধরাধরি করিয়া রয়েডকে গাড়ী হইতে পথে

নামাইল। রয়েডের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি তখন সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্ত সমাগতপ্রায়।

সম্মুখে উচ্চ বেড়া। ক্যারো রয়েডের মাথা দুই হাতে তুলিয়া লইয়া সেই বেড়ার উপর উঠিল। বেড়ার মাথায় তীক্ষ্ণাগ্র তার-কাঁটা। কণ্টকাঘাতে পায়ের নলা ছড়িয়া গেল। সে মুখ বিকৃত করিয়া রয়েডকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিল। তাঁহার জন্যই ত তাহার এত কষ্ট!

রয়েডকে বেড়ার অপর পার্শ্বে নামাইয়া তাঁহার দেহাবরণ অপসারিত করা হইল। গভীর অন্ধকারে তিনি সেই তিন জন দস্যুর মূর্ত্তি ছায়ার ন্যায় অদূরে দণ্ডায়মান দেখিলেন। তাঁহার পদপ্রান্তে, কয়েক ফুট দূরে, টেম্‌স নদীর জলপ্রবাহে শুভ্র নক্ষত্রালোক প্রতিফলিত হইতেছিল। তিনি নদীর প্রবাহের অস্ফুট কলধ্বনি শুনিতে পাইলেন; তাহা যেন তাঁহার কর্ণমূলে বিষাদভরা উদাস রাগিণী বহন করিয়া আনিতে লাগিল।

সেই অন্ধকারেও তিনি মুলিঙ্গারকে চিনিতে পারিলেন। মুলিঙ্গার তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে একটি শিশি বাহির করিল। তাহার ডান হাতে একখানা রুমাল ছিল। শিশির ক্লোরোফর্ম্ম সে রুমালে ঢালিয়া দিতেই তাহার অপ্রীতিকর মৃদু গন্ধ রয়েডের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

রয়েড বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্ত সমাগত প্রায়, মাটীতে পড়িয়া তিনি অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, মৃত্যুর অন্ধকার সেই অন্ধকার অপেক্ষাও গাঢ়তর; তাহা অতিক্রম করিয়া দৃষ্টি চলে না। কিন্তু তথাপি নিজের প্রতি অকারণ গভীর বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল; তাঁহার বিশ্বাস হইল, ভগবান যেরূপেই হউক, মৃত্যু-কবল হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, মুলিঙ্গার তাঁহাকে সত্য কথাই বলিয়াছিল।

তাঁহার দেহে কোন আঘাত-চিহ্ন দেখিতে না পাওয়া যায়, অথচ তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সে ক্লোরোফর্ম্ম-সিক্ত রুমালের সাহায্যে তাহাকে অজ্ঞান করিবে। তাঁহার আশা হইল, ভগবান্ তাঁহার জীবন-রক্ষার সুযোগ দান করিবেন।

মুলিঙ্গারকে মাথার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখিয়া মিঃ রয়েড জোরে শ্বাস টানিয়া দম বন্ধ করিলেন। তিনি শ্বাসযন্ত্রে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ বায়ু আকর্ষণ করায় তাহার শ্বাসনালী বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিল; তথাপি তিনি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন না।

মুলিঙ্গার তাঁহার মুখের উপর সেই ক্লোরোফর্ম্ম-সিক্ত রুমাল চাপিয়া ধরিল। ক্লোরোফর্ম্মের সংজ্ঞানাশক ও অস্বস্তিকর ঘ্রাণ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল; কিন্তু তিনি শ্বাস রুদ্ধ করায় অধিক পরিমাণে তাঁহার শ্বাসনালীতে প্রবেশ করিতে পারিল না।

তথাপি তিনি ক্লোরোফর্ম্মের তীব্র প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে অসাড় হইতেছে বুঝিয়া তিনি মস্তিষ্কের ক্রিয়া সচল রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দাঁতে দাঁত বসাইয়া, মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকায় ও অতি ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করায় ক্লোরোফর্ম্মের অনিষ্টকর প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে লাগিল। কিন্তু দীর্ঘকাল দম্ আট্‌কাইয়া রাখা তাঁহার অসাধ্য হইল। তিনি শ্বাসযন্ত্রে যে বায়ু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা বাহির হইয়া যাইতেছিল। তাঁহার অনুভব হইল—কেহ লোহার ফিতা দিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল কসিয়া বাঁধিতেছিল।

কিন্তু আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল, সেই যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু শান্তিদায়ক। সেই শান্তিলাভের আশায় তিনি সঞ্চিত বায়ু শ্বাসনালী হইতে পরিত্যাগ করিলেন; তাঁহার

সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইল। চেতনা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইল না। তখনও তিনি মৃত্যুর সহিত শেষ-যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারিলেন না। যদি মুলিঙ্গার আরও কিছুকাল সেই ক্লোরোফর্ম্ম-সিক্ত রুমাল দ্বারা তাঁহার নাক-মুখ চাপিয়া ধরিয়া থাকিত, তাহা হইলে?

তাহা হইলে তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইত, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু তাঁহার চেতনা বিলোপের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্যারো রয়েডের মাথার কাছে দাঁড়াইয়া, অন্ধকারে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মুলিঙ্গারকে বলিল, "আর বেশী দেরী করিয়া ফল কি? উহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে। হয় নাই কি?"

মুলিঙ্গার রয়েডের মুখের উপর হইতে রুমাল সহ হাত সরাইয়া লইয়া বলিল, "তোমার কথা ঠিক। আর উহার হুঁস নাই।"

ক্যারো পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া রয়েডের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল এবং তাঁহার দেহে রজ্জুর যে সকল বন্ধন ছিল, তাহা চক্ষুর নিমেষে ছেদন করিয়া তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিল। তাহার পর যে তাঁহার পদদ্বয় ধরিয়া উর্দ্ধে তুলিলে মুলিঙ্গার ও ভাণি তাঁহার দুই কাঁধ ধরিয়া তাঁহার দেহ মাটী-ছাড়া করিল এবং সেই অবস্থায় তাঁহাকে লইয়া দোলাইতে দোলাইতে নদীর কিনারার দিকে অগ্রসর হইল।

জলের ধারে আসিয়া মুলিঙ্গারের ইচ্ছা হইল, রয়েডকে নদীগর্ভে বিসর্জ্জন-দানের সময় তাঁহার পাঁজরে দুই একবার সজোরে পদাঘাত করিবে এবং তাঁহার বুকে দুই একটা ঘুসি মারিবে। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল, যদি এই কার্য্যে তাঁহার দেহে দুই একটি আঘাত-চিহ্ন থাকিয়া যায়, তাহা হইলে পুলিস কোন কৌশলে যদি সন্ধান পাইয়া নদীগর্ভ হইতে তাঁহার মৃতদেহ উত্তোলিত করে এবং যদি সেই আঘাত-চিহ্ন দেখিতে পায়, তখন? তখন মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া

হত্যাকাণ্ড বলিয়াই তাহাদের সন্দেহ হইবে না কি? হইতেও পারে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মুলিঙ্গার সেই লোভ সংবরণ করিল। 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

রয়েড বুঝিতে পারিলেন, এতক্ষণে তাঁহার সকল বিপদের আশঙ্কা বিলুপ্ত হইল। শত্রুরা তাঁহাকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিবে; তাহাতে তাঁহার দুশ্চিন্তার কোন কারণ ছিল না। তিনি জলে ডুবিবেন, তাহাতে ক্ষতি কি? সন্তরণে তিনি সুদক্ষ ছিলেন; দেহে তাঁহার প্রচুর শক্তি ছিল। তিনি আশা করিলেন, নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিয়া উঠিবেন এবং সেই অবস্থায় কয়েক মিনিট নিস্তব্ধভাবে জলে ভাসিয়া ক্লান্তি দূর করিবেন; তাহার পর সাঁতরাইয়া তীরে উঠিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই তিনি নিরাপদ।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় আশায় ও আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি সত্যই অচেতন হইয়াছেন, এইরূপ ভাণ করিয়া তাহাদের তিন জনের হাতে অসাড়ভাবে ঝুলিতে লাগিলেন। একবার চক্ষু মেলিয়া চারিদিক দেখিবার ইচ্ছা হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিলে সেই নরপশুরা অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইত না সত্য; কিন্তু চক্ষু মেলিতে তাঁহার সাহস হইল না। যদি কোন কারণে ধূর্ত্ত মুলিঙ্গারের সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের আশা বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য তিনি চক্ষু মুদিয়া অচেতনবৎ শত্রু-হস্তে পড়িয়া থাকিয়া শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তিনি নদীগর্ভ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া এই দস্যুদলের প্রতি যথাযোগ্য শাস্তিবিধানের জন্য কি কৌশল অবলম্বন করিবেন, মুদিত-নেত্রে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নদীতীরে জলের কিনারার ঠিক ঊর্দ্ধে শ্যামল তৃণরাশি নদীর তীরভূমি বহুদূর পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। দস্যুত্রয় তাঁহাকে

বহন করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার পদদ্বয় ও উভয় কাঁধ ধরিয়া কয়েকবার তাঁহার দেহ সবেগে আন্দোলিত করিল।

মুলিঞ্চার রুদ্ধনিশ্বাসে চাপা গলায় বলিল, "এক—দুই—তিন।"

তাহার কণ্ঠ হইতে 'তিন' শব্দটি উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব উপদেশ অনুসারে ক্যারো ও ভার্ণি রয়েডের আন্দোলিত দেহ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। মুলিঞ্চারও সেই মুহূর্ত্তে প্রসারিত হাত ছাড়িয়া দিয়াছিল।

নদীবক্ষে 'ঝপাং' করিয়া একটা শব্দ হইল। চক্ষুর নিমিষে রয়েডের দীর্ঘ দেহ টেমস্ নদীর গভীর জলে তলাইয়া গেল।

সেই তিন নরপিশাচ নদীতীরে দাঁড়াইয়া, অস্ফুট নক্ষত্রালোক-প্রতিফলিত তরঙ্গিণীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

দুই এক মিনিট পরে ক্যারো নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শ্মশানচারী প্রেতের মত 'হী-হী' শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং সেই বিকট হাস্য সংবরণ করিয়া, উৎসাহভরে বলিল, "গোয়েন্দাটা দুই এক মিনিটের মধ্যেই নির্ব্বিঘ্নে কায়েম মোকামে পৌছিতে পারিবে। যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল! এই শয়তান আর কখন পরের চরকায় তেল দিতে আসিবে না। এখন আমরা রাত্রিতে নির্ভাবনায় ঘুমাইতে পারিব। হী-হী।"

তাহার সহযোগী ভার্ণি এতক্ষণ পরে কথা কহিল। সে একটু রসিকতার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিল, "কিন্তু তোমার ভয়ঙ্কর নাক ডাকে, যেন মধ্যরাত্রিতে সিংহগর্জ্জন! গর্জ্জনটা এখন আরও বাড়িয়া যাইবে; পাড়ার লোক নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে পারিবে না, ইহাই অসুবিধার বিষয়। কিন্তু আমি তোমার এই ত্রুটি ক্ষমা করিব। আজ তুমি সাফাই হাতে কাযের মত একটা কায করিয়াছ। ওস্তাদী বটে!"

মুলিঙ্গার বলিল, “কিন্তু এখনও অনেক কায বাকি এবং তাহাই বড় কায! শত্রু-নিপাত হইয়াছে, আর এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। চল বাড়ী যাই। বাকি কায শীঘ্র শেষ করিতে হইবে। হাতের কায আলস্যভরে ফেলিয়া রাখিতে নাই। এখন স্ফূর্ত্তি করিবার সময় নয়।”

মুলিঙ্গার অনুচরদ্বয় সহ তাহার মোটর-কারের নিকট ফিরিয়া আসিল। তাহারা নদীতীর হইতে কুড়ি গজ দূরে না যাইতেই রয়েডের মৃতপ্রায় দেহ নদীগর্ভ হইতে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল এবং তাহা কয়েক মিনিট স্থিরভাবে ভাসমান থাকিয়া পুনর্ব্বার নদীগর্ভে ডুবিয়া গেল এবং জলের ভিতর অদৃশ্য থাকিয়া সাঁতার দিতে লাগিল। রয়েডের আশঙ্কা ছিল, মুলিঙ্গার বা তাহার সহযোগিদ্বয়ের কেহ নদীতীরে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেও পারে এবং সন্দেহ বশতঃ বিজলী-বাতির সাহায্যে নদীবক্ষ পরীক্ষা করিতেও পারে। এইরূপ সন্দেহে তিনি আর জলের উপর না ভাসিয়া ডুবিয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন। ক্লোরোফর্ম্মের প্রভাবে যদিও তাঁহার দেহ শিথিল এবং কোন কোন ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইয়াছিল, কিন্তু অবিলম্বেই তিনি সুস্থ হইয়া টেম্‌সের খরস্রোতে পড়িয়াও আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন।

৬

দস্যু-কবলিত

এনিড ফরেষ্ট সুন্দরী। সে দীর্ঘাঙ্গী না হইলেও তাহার দেহ খর্ব্ব নহে, চক্ষু ঈষৎ পিঙ্গল, কিন্তু কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ। সে কেনসিংটনে তাহার বাসগৃহের গানের মজলিসে রেডিওতে গান শুনিতেছিল, সেই সময় তাহার পরিচারিকা তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "মিঃ জোনস্ নামক ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।"

এনিড বিস্মিতভাবে পরিচারিকার মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "মিঃ জোন্‌স আবার কে লো" ?

পরিচারিকা বলিল, "কে, তা কি করিয়া বলি? আমি কি তাঁকে চিনি? পূর্ব্বে কোন দিন ভদ্রলোকটিকে দেখি নাই, আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাঁর ভয়ঙ্কর আগ্রহ; এখনই দেখা না করিলেই নয়, এই রকম ব্যস্ততা!"

এনিড ক্ষণকাল নত মস্তকে চিন্তা করিল, তাহার কুঞ্চিত ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করিবে কি না, তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না, কিন্তু লোকটি কি উদ্দেশ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, তাহার বক্তব্য কি, জানিবার জন্য তাহার নারীজন সুলভ কৌতূহল হইল। লোকটি হল ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে শুনিয়া সে হলঘরের দ্বার সন্নিধানে উপস্থিত হইতেই আগন্তুককে দেখিতে পাইল।

আগন্তুক পাঠকগণের অপরিচিত নহে। সে মুলিঙ্গারের সহকারী দস্যু—ভার্ণি।

ভার্ণি মিস্ ফরেষ্টের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বিনীত ভাবে অভিবাদন করিল ; কোমলস্বরে বলিল, "আপনিই মিস্ ফরেষ্ট" ?

এনিড ফরেষ্ট বলিল, "হাঁ, আমারই ঐ নাম ; কিন্তু আপনাকে কোথায় দেখিয়াছি, তাহা ত স্মরণ করিতে পারিতেছি না।"

ভার্ণি আকর্ণ-বিশ্রান্ত মুখব্যাদান করিয়া শুভ্র দশনরাশি উদ্ঘাটিত করিল, এবং একমুখ হাসি ছড়াইয়া বলিল, "পূর্ব্বে আর কোন দিন আপনাকে দর্শনের সৌভাগ্য না হইলেও আমি আপনার ভাবী স্বামীর পুরাতন বন্ধু। মারেলিয়ায় তিনি আমার প্রতিবেশী, দীর্ঘকাল একত্র বাস করায় আমাদের বন্ধুত্ব ঘনীভূত হইয়াছে কি না, এজন্য পরিচয় না থাকিলেও আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম না। বন্ধুর সহিত আপনার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়া গিয়াছে, এ কি অল্প আনন্দের বিষয় ?'

এনিড বলিল, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সুখী হইলাম, কিন্তু এখানে—"

ভার্ণি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, "তবে সকল কথা বলি, শুনুন। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে নদীতীরস্থ পথে মরিসের সঙ্গে দেখা। আমি যে ছুটীতে আছি, তাহা সে জানিত না। তাহার সঙ্গে ঐ ভাবে হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় আমরা উভয়েই যে কত সুখী হইলাম, তা বলিতে পারি না। সে আমাকে ছাড়িল না, আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার হোটেলে লইয়া চলিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া বন্ধু তাহার সৌভাগ্যবশতঃ কাহার সাক্ষাৎ পাইল জানেন ? তিনি ডচ ইষ্ট ইণ্ডিজের একজন প্রকাণ্ড লোক, সুবিস্তীর্ণ আবাদের মালিক, ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। তাঁহার নাম মিঃ শ্লুইন। তিনি সপত্নীক সেই হোটেলে আসিয়াছেন।"

এনিড বলিল, “দরজার কাছে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন? এ গল্প করিবার স্থান নহে, ভিতরে চলুন।”

ভার্ণি বলিল, “না, না, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন; আমার এখন ভিতরে যাইবার অবসর হইবে না। আমি কি উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, শুনুন। মরিসের অনুরোধে আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি, আপনাকে অবিলম্বে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। শ্লুইনের ও তাঁহার স্ত্রীর ব্রীজ খেলিবার বাতিক অসাধারণ, কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তির অভাবে তাঁহাদের খেলা করিবার সুবিধা হইতেছে না; আপনি সেই চতুর্থ স্থান পূরণ করিবেন, এই উদ্দেশ্যে আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। কি করি? প্রিয় বন্ধুর অনুরোধ ত ঠেলিতে পারি না, অগত্যা আপনার নিকট আসিতে হইল। মরিস শ্লুইন ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত গল্পে এতই মসগুল হইয়াছে যে, সে গল্প ফেলিয়া উঠিয়া আসিতে পারিল না। সে আসিতে পারিলে আমাকে আর এ ভার গ্রহণ করিতে হইত না, যাহার কায, সেই এ কায করিত। দায়ে পড়িয়া আমাকে আসিতে হইয়াছে, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। গাড়ী আমার সঙ্গেই ছিল, সেই গাড়ীতেই এখানে আসিয়াছি আপনি আমার গাড়ীতেই যাইবেন। আপনাকে হোটেলে পৌছাইয়া দিয়া নিজের কাযে যাইব। কি করি, বন্ধুর অনুরোধ, নিজের কাযের ক্ষতি করিয়াই গাড়ী লইয়া আসিতে হইল, আমার আর এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করিবার উপায় নাই, মিস!”

এনিড বলিল, “দয়া করিয়া আসিয়াছেন, খুব ভাল করিয়াছেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। মরিস ও রকম বড় লোক মুরুব্বী পাকড়াইতে পারিয়াছে, ইহা তাহার সৌভাগ্য।”

ভার্ণি বলিল, “মহা সৌভাগ্য, আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, শ্লুইনের আফিসে একটা ভাল চাকুরী খালি আছে, মরিস সেই চাকরীটি

জন্য উমেদারী করায় শ্লুইন যেরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিলেন, তাহা দেখিয়া আশা হইয়াছে, মরিস এই চাকরীটি পাইতে পারে। এই জন্যই ত মরিস গল্প ফেলিয়া উঠিতে পারিল না। ঐ রকম বড় লোকের একটু মনোরঞ্জন করিলে যদি এমন খাসা চাকরীটা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এমন মূর্খ কে আছে যে, তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবে? আমি আপনাকে লইতে না আসিলে মরিসের সুযোগটি হয়ত নষ্ট হইত। ইহা বুঝিয়াই মরিস গল্প বন্ধ না করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিল। ডিনারের জন্য আমাকে সেখানে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে কি না।"

এনিড বলিল, "মরিসের ভাল চাকরী পাইবার আশা আছে? আপনি আমাকে চমৎকার সু-খবর দিলেন। আপনার সঙ্গে আমি নিশ্চিতই যাইব। তবে দয়া করিয়া আপনি ভিতরে আসিয়া একটু অপেক্ষা করুন। আমি দৌড়াইয়া গিয়া বাড়ী হইতে পোষাকটি বদলাইয়া আসি। ফিরিয়া আসিতে আমার পাঁচ মিনিটের অধিক বিলম্ব হইবে না।"

ভার্ণি ভবিষ্যতে ধরা না পড়ে, এই উদ্দেশ্যে নিখুঁত ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়াছিল, সে এনিডের অনুরোধে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া এনিডের মা মিসেস ফরেষ্টের সহিত পরিচিত হইল। এনিড পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসিবে বলিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে পনের মিনিট বিলম্ব করিল। অবশেষে সে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া উৎসাহ-ভরে সিঁড়ি দিয়া দোতলা হইতে নামিয়া আসিল। সে ছদ্মবেশী ভার্ণিকে বলিল, "আমার একটু বেশী বিলম্ব হইয়া গেল, পোষাকের আলমারীর চাবীটা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। তা চলুন শীঘ্র যাই।"—সে তাহার প্রণয়ীর জন্য একটা ভাল চাকরী সংগ্রহে সহায়তা করিতে পারিবে ভাবিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়াছিল।

ভার্ণির অর্থাৎ মুলিঙ্গারের মোটর-কার গৃহপ্রান্তবর্ত্তী পথে অপেক্ষা করিতেছিল। ভার্ণি এনিডকে গাড়ীর বাহিরে চালকের পার্শ্বে বসাইয়া

দিল, তাহাকে বলিল. "এখানে বসিলেই বেশী আরামে যাওয়া যায়"

এনিড প্রফুল্লচিত্তে ভবিষ্যতের কত সুখের কথা ভাবিতে ভাবিতে নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে লাগিল। সদয় হৃদয় মিঃ জোন্‌সের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। লোকটি তাহার প্রণয়ীর বন্ধু, সম্ভবতঃ সে ধনবান এবং কাযের লোক, তথাপি বন্ধুকে আপ্যায়িত করিবার জন্ত তাহার অনুরোধ-রক্ষায় সে ওজর আপত্তি করে নাই। লোকটির বন্ধু বাৎসল্য প্রশংসনীয়; কিন্তু এরূপ হিতৈষী বন্ধুর প্রসঙ্গে তাহার প্রণয়ী কোন দিন তাহার নিকট কোন কথা প্রকাশ করে নাই, তাহার এই প্রকার একজন অকৃত্রিম সুহৃদ থাকিতে তাহার নাম পর্য্যন্ত তাহাকে জানায় নাই, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় বলিয়াই এনিডের মনে হইল। এনিড ভাবিল, তাহার প্রণয়ীর যে সকল বন্ধু আছে, তাহাদের সকলের কথাই ত সে তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু এ রকম দরদের বন্ধুর পরিচয় দিতে সে বিস্মৃত হইয়াছে, ইহার কারণ কি? নানা চিন্তায় এনিডের মন আলোড়িত হইতে লাগিল।

ব্রেন্‌জনেট মোটর-কার রাজপথ দিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল, ভার্ণি তাহার পরিচালন-চক্রের নিকট বসিয়া আনন্দাভিভূত; সে এত সহজে তাহার মুরুব্বীর আদেশ পালন করিয়া তাহার প্রশংসাভাজন হইতে পারিবে, ইহা আশা করে নাই। তাহার ধারণা হইয়াছিল, এনিড তাহার মিথ্যা পরিচয়ে নির্ভর করিয়া সেই রাত্রিকালে তাহার ন্যায় অপরিচিত যুবকের সহিত যাইতে সম্মত হইবে না, কিন্তু অতি সহজেই তাহার চেষ্টা সফল হইল। মুলিঙ্গার তাহাকে আর অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া অবজ্ঞা করিবে না, ইহাই সে তাহার পক্ষে যথেষ্ট গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিল। তাহার আশা হইল, তাহার কার্য্যোদ্ধারের জন্য মুলিঙ্গার তাহাকে যথাযোগ্য পুরস্কার দান করিবে, সে মুলিঙ্গারের সুনজরে পড়িবে।

সেই দিন সন্ধ্যার পর তাহারা রয়েডের বাস গৃহের বাতায়নের অদূরে দাঁড়াইয়া যে সকল কথা শুনিতে পাইয়াছিল, তাহা হইতেই মুলিঙ্গার কার্য্যোদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়াছিল। মুলিঙ্গার স্থির করিয়াছিল, রয়েডকে পরলোকে পাঠাইয়া ল্যাংটনের প্রণয়িনীকে কোনও কৌশলে হস্তগত করিবে, এবং তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া তাহাদের প্রধান আড্ডা এসেক্সের সেই নির্জ্জন খামার-বাড়ীতে লইয়া যাইবে, তাহার পর ল্যাংটনকেও সেখানে ধরিয়া আনিয়া তাহার চক্ষুর উপর এনিডকে উৎপীড়িত করিবার ভয় প্রদর্শন করিবে। এনিড প্রাণভয়ে এবং সম্মান নাশের আশঙ্কায় যখন ব্যাকুলভাবে আর্ত্তনাদ করিতে থাকিবে, তখন শৃঙ্খলিত ল্যাংটন প্রণয়িনীর নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্ব্বোক্ত ফটোখানি তাহাকে প্রদান করিতে বাধ্য হইবে, তাহা হইলে মুলিঙ্গারের দীর্ঘকালের আশা পূর্ণ হইবে। ফটোর ফ্রেম সে পূর্ব্বেই হস্তগত করিয়াছিল, ফটোখানি সে হাতে পাইলে তাহা ফ্রেমে আবদ্ধ করিবে—ইহা আলাদীনের প্রদীপের ন্যায় তাহাকে বিপুল অর্থের অধিকারী করিবে। কি কৌশলে সে গুপ্ত অর্থরাশি হস্তগত করিবে, তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

ভার্ণি পথের বাম পার্শ্বে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছিল। সে জানিত, পথের একটা বাঁকের মুখে ক্যারো তাহাদের প্রতীক্ষা করিবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সে ক্যারোকে দেখিতে পাইল। ক্যারো একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া শকটখানির প্রতীক্ষা করিতেছিল। গাড়ীর মাথার আলো তাহার দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র সে গাছের আড়াল হইতে পথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ভার্ণি তাহাকে দেখিয়া গাড়ী থামাইল। তাহার পর এনিডকে বলিল, "মিস্ ফরেষ্ট, এখানে আমার একজন পুরাতন বন্ধু আমার

প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। বহুকাল উহার সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই, উহার সঙ্গে আমার দুই একটা জরুরী কথা আছে। আমি যদি দুই এক মিনিট উহার সঙ্গে আলাপ করি, তাহাতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে? আমি অধিক বিলম্ব করিব না, মিস।"

এনিড বলিল, "না, আমার কোন আপত্তি নাই, আপনার বন্ধুকে আপনি দুই একটি কথা বলিবেন বৈ ত নয়, তাহাতে অধিক সময় নষ্ট হইবে না, আপনি তাড়াতাড়ি কথা শেষ করুন।"

ভার্ণি গাড়ী হইতে মাথা বাড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "ডিক, ডিক, এ দিকে এসো।"

ক্যারো তাহার আহ্বান ধ্বনি শুনিয়া তাডাতাড়ি গাডীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহার পর বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "আরে! কি আশ্চর্য্য, বন্ধু, তুমি? হঠাৎ তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হইল, এ আমার পরম সৌভাগ্য!"—ক্যারো কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া কথাগুলি বলিল।

ভার্ণি এনিডকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মিস্ ফরেষ্ট, ইনিই আমার পুরাতন বন্ধু মিঃ ওয়ালটার্স।"—তাহার পর সে ছদ্মবেশী ক্যারোকে বলিল, "দেখ ডিক, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, পথের মাঝে গাড়ী থামাইয়া অত কথা বলা চলিবে না, বিশেষতঃ আমাকে তাড়াতাড়ি হোটেলে উপস্থিত হইতে হইবে; মিস্ ফরেষ্ট শীঘ্র সেখানে পৌঁছিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। এ অবস্থায় তুমি একটা কায করিতে পারিবে না? তুমি গাড়ীতে উঠিয়া এস। গাড়ী ও চলিবে, আমাদের গল্পও চলিবে। আমাদের কথা শেষ হইলে তুমি গাড়ী হইতে নামিয়া যাইও, আশা করি, আমি ঠিক সময়েই মিস্ ফরেষ্টকে তাহার ভাবী স্বামীর নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারিব।"

ক্যারো বলিল, "তুমি সঙ্গত কথাই বলিয়াছ, আমার কোন আপত্তি নাই। দরজাটা খুলিয়া দাও।"

ভার্ণি চক্ষের নিমেষে দরজা খুলিয়া দিলে ক্যারো গাড়ীতে উঠিয়া এনিডের পাশে বসিয়া পড়িল।

গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। একজন অপরিচিত লোককে পাশে বসিতে দেখিয়া এনিড কেমন কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল, সে মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ করিল না। কিন্তু তখনও তাহার মনে অনিষ্টের আশঙ্কা বা কোন সন্দেহ স্থান পাইল না, আগন্তুক তাহার প্রণয়ীর পরম বন্ধুর বন্ধু। সে তাহার পাশে বসিয়াছে—ইহা তাহার পক্ষে অশিষ্টতা বলিয়া এনিডের মনে হইল না।

ক্যারো মধুর বাক্যে নারী সমাজের মনোরঞ্জন করিতে পারিত, সে এনিডের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিল। তাহার কথাগুলি এনিডের ভালই লাগিল, তাহার সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা যেন ক্রমশঃ অপসারিত হইল।

ক্যারো যখন এনিডের সহিত গল্প করিতেছিল, সেই সময় তাহার বাঁ হাতখানি কোটের পকেটের ভিতর ছিল। ক্যারো গল্প করিতে করিতে তাহার পকেটস্থিত ক্লোরোফর্ম্মের শিশিটার ছিপি খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর সে শিশিটা কাত করিয়া এক খান রুমাল শিশির মুখে এভাবে ধরিল যে, শিশির কিয়দংশ ক্লোরোফর্ম্ম সেই রুমালে ঢালিয়া পড়ায় তদ্দ্বারা রুমালখানি সিক্ত হইল। রুমাল ক্লোরোফর্ম্মে ভিজিয়া জপ্‌জপ্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু ক্লোরোফর্ম্মের গন্ধ এনিডের নাকে প্রবেশ করিল না। সে তখন নিবিষ্টচিত্তে ক্যারোর গল্প-সুধা পান করিতেছিল।

ক্যারো এনিডকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বলিল, "আমার এই বন্ধু পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য ঘুরো পথ ছাড়িয়া যে রকম সোজা পথে গাড়ী চালাইতে পারে, আর কেহই সে রকম পারে না। দেখ, দেখ, পথের ধারের ঐ বাড়ীখান কি অদ্ভুত ধরণের!"—ক্যারো পথের অন্য ধারে চাহিয়া এই কথা বলিবামাত্র এনিড মাথা ঘুরাইয়া কৌতূহলভরে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিল।

এনিড মাথা ঘুরাইয়া অন্যদিকে চাহিবামাত্র ক্যারো অন্যহাতে পকেট হইতে সেই ক্লোরোফর্ম্মসিক্ত রুমালখানি চক্ষুর নিমিষে বাহির করিয়া তাহা এনিডের নাকের ও মুখের উপর চাপিয়া ধরিল।

এনিড হঠাৎ এইভাবে আক্রান্ত হওয়ায় হতবুদ্ধি হইল, কিন্তু তথাপি সে দুই হাত তুলিয়া রুমালখানি তাহার নাক মুখের উপর হইতে অপসারিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। কিন্তু ক্যারো তাহা এরূপ দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াছিল যে, রুমালের একটি খুঁটও সে স্থানান্তরিত করিতে পারিল না। ক্যারো অন্য হাতে তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া তাহাকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিল। এনিড দুই এক মিনিট ধস্তাধস্তি করিয়া সেই দুর্ব্বৃত্তের কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ক্লোরোফর্ম্মের তীব্র গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার শ্বাসনালী অবরুদ্ধ হইল। তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল এবং ক্ষণকাল পরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইল, তাহার মস্তক বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। অবশেষে তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ ক্যারোর পাশে লুটাইয়া পড়িল।

তখন ক্যারো দুই হাতে এনিডকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার দেহ ঊর্দ্ধে তুলিল এবং তাহাকে সেই শকটের মেঝের উপর চিত করিয়া ফেলিয়া রাখিল।

ক্যারো চক্ষুর নিমেষে এই কার্য্যটী শেষ করিয়া উৎসাহভরে ভার্ণিকে বলিল, "কাম ফতে। একটা ছুঁড়িকে কায়দা করিয়া বেহুঁস করিব—এ আর শক্ত কায কি? কত ফন্দিবাজ চতুর বলবান পুরুষকে ঘোল খাওয়াইলাম, আর এ ত একটা দুর্ব্বল স্ত্রীলোক। ছুঁড়ীটা নিতান্ত সরল ও নির্ব্বোধ বলিয়াই এত সহজে কার্য্য সিদ্ধি হইল।"

ভার্ণি হাসিয়া বলিল, "যেটুকু শক্ত কায, তা আমিই শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম, যেটুকু বাকী ছিল, তাহাই তুমি করিয়াছ। যাহা

হউক, নির্ব্বিঘ্নে সকল কায শেষ হইয়াছে শুনিলে কর্ত্তা খুসী হইবে। আমরা জীবন বিপন্ন করিয়া তাহাকে সাহায্য না করিলে সকল কাযে সে কি বাহাদুরী দেখাইতে পারিত? তথাপি কর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করা কঠিন। কথায় কথায় মুখ-ঝাম্‌টা।

ভার্ণি অতঃপর অন্য পথে গাড়ী চালাইতে লাগিল। শকটখানি এসেক্সের সেই খামার-বাড়ীর অভিমুখে ধাবিত হইল।

ভার্ণি বলিল, "বাকি কাযটা যদি এই প্রকার নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়—"

ক্যারো বলিল, "নিশ্চিতই তাহা হইবে, এ বিষয়ে আমি এরূপ নিঃসন্দেহ যে, আমি বাজি রাখিতে রাজি আছি।"

ক্যারোর এই অনুমান মিথ্যা নহে। যে সময় সে ভার্ণির সাহায্যে সংজ্ঞাহীন দুর্ভাগিনী এনিড ফরেষ্টকে লইয়া সবেগে লণ্ডন অতিক্রম করিতেছিল, সেই সময় এনিডের প্রণয়ী ল্যাংটন একখানি টেলিগ্রাম পাঠ করিতেছিল। সেই টেলিগ্রামখানি ফোনের সাহায্যে তাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

টেলিগ্রামখানি এইরূপ,—

ল্যাংটন, এলবিয়ন হোটেল, কম্পটন স্কোয়ার, লণ্ডন।

অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে ফ্রিনট মেয়ারের রেড লায়নে আসিবে। জরুরী।

—রয়েড।"

ল্যাংটনের নীলাভ চক্ষুতে গভীর উৎকণ্ঠা এবং কৌতুহল প্রতিফলিত হইল, রয়েড কি নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সে অনুমান করিতে পারিল না। সে ভাবিল, তবে কি রয়েড কোন কৌশলে মুলিঙ্গার ও তাহার সহযোগিগণকে প্রতারিত করিয়া তাহার অধিকৃত ফটোর রহস্যপূর্ণ ফ্রেমখানি হস্তগত করিতে পারিয়াছেন?

ল্যাংটন উত্তেজিতভাবে অস্ফুটস্বরে বলিল, "টেলিগ্রামে স্পষ্টভাবে কোন কথার উল্লেখ নাই, এজন্য রয়েডের মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না। কথাটা আর একটু খোলসা করিয়া জানাইলে কি ক্ষতি ছিল? টেলিগ্রামে একটা কথা আছে 'জরুরী'। সম্ভবতঃ উহা কোন সুসংবাদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহাই হউক, এই টেলিগ্রাম পাইবার পর হাত-পা গুটাইয়া এখানে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। 'জরুরী' কথাটি জটিল অর্থ-বাচক। উহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব ফ্রিনট মেয়ারে উপস্থিত হইতে হইবে। ইহাই জরুরী, না, রয়েডের আবিস্কারটা জরুরী, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমারই বুদ্ধির দোষ, কি তাঁহারই প্রকাশ ভঙ্গীর দোষ, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু সে কোন স্থান? ফ্রিনট মেয়ারের নাম পূর্ব্বে কখন শুনিতে পাই নাই, কোন দিকে, তাহাও জানি না। আশা করি, ট্রেণে চাপিয়া সেখানে পৌছিতে পারা যাইবে, আর যদি এই রাত্রির ট্রেণে সেখানে যাইবার উপায় থাকে, তাহা হইলে আমাকে সারা রাত্রি জাগিয়া দুশ্চিন্তায় মাথা ঘামাইতে হইবে না। কি কুক্ষণেই ফটোখানা হাতে আসিয়াছিল, তাহার ফ্রেমের জন্য নিত্য নূতন বিপদ দুই মণ ভারী দুরমুষের মত মাথায় পড়িতেছে। আমাকে রক্ষা করিতে গিয়া রয়েড বেচারারও বিপদের সীমা নাই। শান্তি উপভোগের জন্য তিনি ছুটী লইয়াছেন, কিন্তু ছুটী লইয়াও সেই গোয়েন্দাগিরির ঝঞ্ঝাট। স্বর্গে গিয়াও ঢেঁকিকে ধান ভানিতে হইতেছে।"

এইরূপ কত কথাই সে ভাবিতে লাগিল, কিন্তু অবিলম্বেই তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে, এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

ফ্রিনট-মেয়ার কোথায়, তাহা সে জানিলেও স্থানটির সন্ধান

লওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইল না। সে একখানি গেজেটিয়ার ও একখানি 'ব্র্যাড্‌স' খুলিয়া বসিল, এবং দশ মিনিট পরিশ্রমের পর সে জানিতে পারিল, স্থানটি তেমন দুর্গম বা দূরবর্ত্তী নহে। একটু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলে সেই রাত্রিতেই সে রয়েডের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে। কারণ, সে কেতাব ঘাঁটিয়া আবিষ্কার করিল, ফ্রিনট-মেয়ার এসেক্সের সমুদ্র-উপকূল সন্নিহিত একটি স্থান।

এসেক্সের নাম শুনিয়াই পাঠকের মনে বোধ হয় একটু খট্‌কা বাধিল। খট্‌কা বাধিবার কথাই বটে, কারণ, পাঠকগণের স্মরণ আছে, নরপিশাচ ভার্ণি ও ক্যারো তাহার প্রণয়িণী এনিডকে কৌশলে মোটরকারে ক্লোরাফর্ম্ম-প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া এসেক্স অভিমুখে মোটরকার পরিচালিত করিয়াছিল, আবার এসেক্সের সন্নিহিত সমুদ্রোপকূলে ল্যাংটনের গন্তব্যস্থান! এবং এই এসেক্সেই মুলিঙ্গারের দলের প্রধান আড্ডা।

ল্যাংটন এ সকল সংবাদ জানিত না, সুতরাং তাহার মনে কোন দুশ্চিন্তা স্থান পাইল না। যেখানে অজ্ঞতা, সেখানে সন্দেহের অবকাশ নাই। মাথার বালিসের নীচে গোখ্‌রো সাপ গৃহস্বামীর অজ্ঞাতসারেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সেই বালিসে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিতে গৃহস্বামীর মনে মুহূর্ত্তের জন্য দ্বিধা উপস্থিত হয় না, কিন্তু গৃহস্বামী যে মুহূর্ত্তে জানিতে পারে, সাক্ষাৎ যম তাহার বালিসের নীচে কুণ্ডলী পাকাইয়া, কুণ্ডলীর ভিতর ফণা সংগুপ্ত করিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছে—গৃহস্বামী সেই মুহূর্ত্তে পিতৃনাম উচ্চারণ করিয়া শয্যাপ্রান্তে সংরক্ষিত বালিস ও সেই শয্যা দূরের কথা, যে 'সসর্পশ্চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ' মনে করিয়া, তিন লম্ফে সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিবে।

কিন্তু ল্যাংটনের মনে ঐরূপ কোন সংশয় না থাকায় সে স্থির করিল, যদি সে সেই রাত্রিতে তাড়াতাড়ি কোলচেষ্টারগামী ট্রেণ ধরিতে পারে, তাহা হইলে সে সেই গ্রামের রেলষ্টেশনে পৌছিবার শেষ ট্রেণখানির সাহায্যে বঞ্চিত হইবে না। কোলচেষ্টার ষ্টেশনে নামিয়া তাহাকে সেই লাইনের ট্রেণখানির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ল্যাংটন একটি ক্ষুদ্র ব্যাগে তাহার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গুছাইয়া লইল। তাহার পর একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল এবং লিভারপুল ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল। এই পথ অতি সংক্ষিপ্ত বলিয়াই তাহার মনে হইল, কারণ, ব্রেড তাহাকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন, এবং তিনি কোন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এই চিন্তায় তাহার মন এরূপ আলোড়িত হইতেছিল যে, পথের দূরত্ব সে অনুভব করিতে পারিল না।

যাহা হউক, ল্যাংটন যে সময় ফ্রিনটমেয়ারে উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি সাড়ে নটা। ষ্টেশনে একজন দ্বারবান তাহাকে রেড লায়নের পথ দেখাইয়া দিল। সে হোটেলটি গ্রামের কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত। কিন্তু ষ্টেশন হইতে তাহার দূরত্ব প্রায় এক মাইল, ষ্টেশনটি অদূরবর্ত্তী পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত বলিয়া ষ্টেশন হইতে গ্রামে যাইতে হইলে ঢালু পথ দিয়া ক্রমশঃ সমতল ভূমিতে নামিতে হয়। কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড চন্দ্র তখন পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া নৈশ অন্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে অপসারিত করিয়াছিল। সেই অস্ফুট চন্দ্র কিরণে ল্যাংটন দূরবর্ত্তী সমুদ্রের তটপ্রান্তবর্ত্তী শুভ্র বালুকারাশি বিখচিত বেলাভূমি দেখিতে পাইল। সমুদ্রোৎক্ষিপ্ত শুভ্র কুজ্ঝটিকান্তর ভেদ করিয়া তাহা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

ল্যাংটন যে সময় রেড লায়ন হোটেলের অফিস-ঘরে প্রবেশ করিল, তখন হোটেলের কর্ম্মচারীরা হোটেল বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছিল।

সে চেয়ারে উপবিষ্ট একটি স্থূলোদর খর্ব্বকায় মনুষ্যমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল। লোকটির মুখখানি কাতলা মাছের মুখের মত সুপ্রশস্ত। লোকটিকে দেখিয়া ল্যাংটনের ধারণা হইল, সেই ব্যক্তিই হোটেলের মালিক, এবং লোকটি যে বিলক্ষণ সুরসিক, তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ইহাও সে বুঝিতে পারিল।

ল্যাংটন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখুন মহাশয়, আপনার হোটেলে একটি অতিথির শুভাগমন হইয়াছে, তাঁহার নাম মিঃ রয়েড। আমার যদি স্মৃতিভ্রংশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপনাকে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, তিনি আগ্রহভরে আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "আমারও স্মৃতিভ্রংশ না হইয়া থাকিলে আপনার মতই নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য। সেই ভদ্রলোকটি ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে এখানে আসিয়া আপনাকে একটি সংবাদ জানাইতে বলিয়া হোটেল হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যদি মিঃ ল্যাংটন নামক কোন ভদ্রলোক এখানে আসিয়া তাঁহার সন্ধান করেন,—কিন্তু আগে বলুন—আপনিই কি সেই লোক? অর্থাৎ আপনারই নাম কি মিঃ ল্যাংটন?"

ল্যাংটন বলিল, "হাঁ, নিঃসন্দেহে।"

হোটেলওয়ালা করতল প্রসারিত করিয়া বলিল, "প্রমাণ?"

ল্যাংটন বলিল, "ফ্যাসাদে ফেলিলেন বটে, আমী সাক্ষী টাক্কী ল্যাজে বাঁধিয়া লইয়া আসি নাই, তবে আমার নাম ল্যাংটন না হইলে আমি কি জানিতে পারিতাম, মিঃ রয়েড আপনার হোটেলে আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এবং এখানে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন?"

হোটেলওয়ালা মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক, আপনি জেরার যে

উত্তর দিলেন, তাহা সন্তোষজনক। আপনিই মিঃ ল্যাংটন। অতএব আপনি শ্রবণ করুন, তবে যদি আপনার কর্ণ-কুহর বধির হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদেশ করুন, আমার হোটেলের নরসুন্দর শলাপ্রয়োগে সুন্দররূপে আপনার কর্ণের সংস্কার সাধন করিবে, এবং আপনার কর্ণ লাউড স্পীকারের অভাব মোচন করিবে।"

ল্যাংটন বলিল, "আমি বধির নহি, নরসুন্দরের শলা আপনার এই পান্থশালার অন্যান্য অতিথিদের জন্য শাণ দিয়া রাখুন। মিঃ রয়েড কি বলিয়া গিয়াছেন, শীঘ্র বলুন।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "আপনি আসিলেন, বিশ্রাম না করেন, আহারাদি করুন। আপনার আতিথ্য গ্রহণ না করিলে কাহারও গচ্ছিত সংবাদ অন্যকে দান করা আমার হোটেলের নিয়মবহির্ভূত।"

ল্যাংটন বলিল, "আহার করি বা না—করি অবস্থানুসারে তাহার ব্যবস্থা করিব, আপনি একটা বিল করিবেন। এখন বলুন, মিঃ রয়েড আপনার নিকট কি সংবাদ রাখিয়া গিয়াছেন।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "তিনি এই দীন-হীন মতিক্ষীণ পান্থপাদপকে বলিয়া গিয়াছেন, আপনি এখানে আসিলে আমি যেন আপনাকে তাঁহার গন্তব্যস্থানের সন্ধান বলিয়া দিই। তিনি বলিলেন, 'আমি এখন ঘুরিতে ঘুরিতে সমুদ্রতটে যাইব, এবং হনিসকল লেন দিয়া ফিরিয়া আসিব। আপনি মিঃ ল্যাংটনকে বলিবেন, যদি আমার এখানে ফিরিবার পূর্ব্বেই তিনি আপনার হোটেলে আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে তিনি যেন সোজা আমার কাছে গিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, ইহার অন্যথা করিলে বিষম ক্ষতির আশঙ্কা আছে।"

ল্যাংটন বলিল, "আপনাকে বহুৎ ধন্যবাদ, সেই হনিসকল লেনটি কোথায়?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "এই হোটেল হইতে বাহির হইয়া ডান হাতে যাইবেন, তাহার পর আপনাকে নাকের ডগায় দৃষ্টি রাখিয়া পথ চলিতে হইবে। তাহা হইলে আপনি সেই গলি দেখিতে পাইবেন, সোজা রাস্তা, কোন দিকে কোন বাঁক নাই।"

ল্যাংটন বলিল, "বিল করিয়া রাখুন, আমি চলিলাম।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "ব্র্যাণ্ডি না হুইস্কি? স্যাম্পেন বলুন, সেরী বলুন, আমার এখানে সব রকম সরাপ মজুত।"

ল্যাংটন বলিল, "কোনটাতেই আমার আপত্তি নাই। এখন আমি চলিলাম, নমস্কার।"

সে হোটেলের বাহিরে আসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "মিঃ রয়েড কোন রহস্যের সন্ধান পাইয়া তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন।"

কিন্তু নিরীহ হোটেলওয়ালাই হউক, আর অল্পবুদ্ধি সরল-প্রকৃতি ল্যাংটনই হউক, উভয়ের কেহই বুঝিতে পারে নাই যে, যে ব্যক্তি রয়েড বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া হোটেলওয়ালাকে তাহার গতিবিধির সন্ধান জানাইয়া গিয়াছিল এবং তাহা ল্যাংটনকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, সে মিঃ রয়েড নহে; সে দুষ্টমতি দস্যু মুলিঙ্গারের একটি অনুচর।

ল্যাংটন হোটেল হইতে বাহির হইয়া গলির ভিতর প্রবেশ করিল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে সমগ্র প্রকৃতি ঈষৎ আলোকিত হইলেও সেই গলির উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী থাকায় তাহাদের শাখা-পত্র গলিটিকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের পত্রান্তরাল হইতে চন্দ্রালোক গলির ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই। যে সকল স্থানে বৃক্ষ ছিল না, গলির সেই সকল স্থান ঈষৎ আলোকিত হইতেছিল, তাহার পরেই নিবিড় অন্ধকার।

ল্যাংটন সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সে একটি আলোকিত স্থানে উপস্থিত হইল,

সেই মুহূর্ত্তেই তিন জন লোক অদূরবর্ত্তী অন্ধকারের ভিতর হইতে তাহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল এবং ক্যাম্বিসের একটি মুখ খোলা বস্তা তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া তাহার দেহের উপর নামাইয়া দিল। ল্যাংটনের কোমর পর্য্যন্ত সেই বস্তা দ্বারা আবৃত হইল।

হঠাৎ এইভাবে আক্রান্ত হইলেও ল্যাংটন আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। বস্তাটি তাহার উর্দ্ধাংশ আবৃত করিবার পূর্ব্বেই সে দুই হাত বাহির করিয়া লইয়া তাহার উভয় পার্শ্বস্থ আততায়িদ্বয়কে প্রচণ্ডবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিল। একজন আততায়ী বক্ষঃস্থলে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি মুখে আঘাত পাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ঘুরিয়া পড়িল। কিন্তু তৃতীয় আততায়ী তাহাকে এরূপ বেগে ধাক্কা দিল যে, ল্যাংটন সেই গলির ভিতর চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। বস্তা দ্বারা তাহার নাক-মুখ আবৃত থাকায় তাহার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইল।

অতঃপর ল্যাংটন ভূমিশয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেই তাহার তিনজন আততায়ী একযোগে তাহাকে আক্রমণ করিয়া দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল।

ল্যাংটন তখন বস্তাবন্দী হইয়া হাঁপাইতেছিল ; তাহার সকল ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া আসিতেছিল। সেই সময় একজন আততায়ী কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণগোচর হইল।

সে আততায়ী উৎসাহভরে বলিল, "মুলিঙ্গারের কোন ফন্দী কখন বিফল হয় না। মুলিঙ্গার যখন যে কাযে হাত দিয়াছে তাহাতে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে ; জগতে এরূপ চতুর ও শক্তিশালী লোক কে আছে যে, দস্যুপতি মুলিঙ্গারের সঙ্কল্পে বাধা দিবে ?"

৭

অনুধাবন

সেই রাত্রিকালে টেমস নদীর তুষার শীতল জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ব্লেড যতক্ষণ পারিলেন, রুদ্ধ-নিশ্বাসে ডুব-সাঁতার দিয়া অনেক দূরে প্রস্থান করিলেন; তাহার পর যখন দম ফুরাইয়া আসিল এবং জলে মাথা ডুবাইয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হইল, তখন তিনি জলের উপর মাথা তুলিলেন। তিনি চক্ষু মেলিয়া চতুর্দ্দিকে ঝাপসা দেখিলেন, এ জন্য উভয় চক্ষু ডলিয়া চক্ষুর জল অপসারিত করিলেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নদীবক্ষস্থ নিবিড় নৈশ-অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষুতে অন্ধকার সহ্য হইলে অস্পষ্ট তটরেখা তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, নদীর সেই তট হইতে দুর্দ্দান্ত দস্যুত্রয় কর্তৃক তিনি নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই তটভূমি নদীবক্ষ হইতে ছয় ফুট উচ্চ প্রাচীরবৎ প্রতীয়মাণ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যথাসাধ্য চেষ্টায় তিনি কূলে যাইতে সমর্থ হইলেও, যে স্থান হইতে তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে উপস্থিত হওয়া তাঁহার অসাধ্য হইবে।

নদীতীরের নিকট যাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হওয়ায় তিনি সবেগে হস্তপদ আন্দোলিত করিয়া স্রোতের অনুকূলি সাঁতার কাটিতে লাগিলেন, তিনি তীরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। এইভাবে সাঁতরাইয়া বহুদূরে গিয়া তিনি এরূপ একটি স্থানে উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে স্রোতের প্রভাব না থাকায় জলরাশি অপেক্ষাকৃত স্থির। তিনি দেখিতে পাইলেন, অদূরবর্ত্তী নদীতীর ক্রমশঃ ঢালু হইয়া নদীর কিনারা পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছিল। নদীর ধারে কিছু দূরে শাখাবহুল একটি

উইলো তরু ছিল; অন্ধকারে তাহা কুজ্ঝটিকাস্তরের ন্যায় ঝাপসা দেখাইতেছিল, তরুশাখাগুলি নৈশ বায়ু প্রবাহে আন্দোলিত হইয়া যেন বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছিলেন।

রয়েড শ্রান্তদেহে তীরের দিকে অগ্রসর হইতেই দৃঢ়মূল শৈবালরাশির একটা গুচ্ছ তাঁহার হাতে ঠেকিল। তিনি দুই হাতে তাহা জড়াইয়া ধরিয়া উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া তীরের দিকে আরও কয়েক ফুট অগ্রসর হইতে মাটিতে তাঁহার পদস্পর্শ হইল। তিনি দাঁড়াইয়া দেখিলেন, জলের গভীরতা সেখানে এক বুকের অধিক নহে। অতঃপর তীরে উঠিতে আর অধিক কষ্ট হইল না। শ্রান্ত-দেহে তিনি তীরে উঠিলেন বটে, কিন্তু সুশীতল নৈশ-বায়ু প্রবাহে তিনি এতই শীত বোধ করিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, শীত দাঁত বাহির করিয়া তাঁহার বক্ষঃ পঞ্জরের অস্থিগুলি চর্ব্বণ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহার দাঁতে দাঁত বাধিয়া ঠক-ঠক শব্দ করিতে লাগিল। তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না; কিন্তু বহু চেষ্টায় জীবন-রক্ষা হওয়ায় সকল কষ্টই তিনি বিস্মৃত হইলেন। মুলিঞ্জার ও তাহার সহকারী দস্যুরা যখন জানিতে পারিবে, তিনি তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া সুনিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছেন, এবং তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন তাহাদের মন দুঃখ, ক্ষোভ ও নিরাশায় কিরূপ অভিভূত হইবে, তাহা কল্পনা করিয়া তিনি উৎসাহিত হইলেন, এবং দৈহিক অবসাদ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

রয়েড অতঃপর নদীকূল ত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন; তাহার এক প্রান্তে একটি বেড়া ছিল, সেই বেড়া ডিঙ্গাইয়া আর একখানি শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহা অতিক্রম করিয়া একটি অপ্রশস্ত পথে উঠিলেন। সেই

পথে আলো ছিল না, সেখানে অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। সেই পথে চলিবার সময় তিনি কোনও দিকে জন মানবের সাড়া-শব্দ পাইলেন না। তাঁহার মনে হইল, নিদ্রাঘোরে কোন তন্দ্রাচ্ছন্ন নগরের পথে ধাবিত হইয়াছেন, যেন বাস্তব-জগতে সেই নগরের অস্তিত্ব ছিল না, যেন উপন্যাসলোক হইতে তাহা উড়িয়া আসিয়া তাঁহার সজ্যো জাগ্রত অনুভূতিকে অননুভূতপূর্ব্ব কল্পনাভারে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

এইভাবে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তিনি একটি সুপ্রশস্ত রাজপথ দেখিতে পাইলেন। সেই পথে আসিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই পথিপ্রান্তে দোকান-শ্রেণী ও কয়েকটি অট্টালিকা তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল। পথে দুই একজন পথিক চলিতেছিল, তাহারা তাঁহার খালি মাথা ও সিক্ত পরিচ্ছদের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। তিনি আড চোখে তাহাদের দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহারা ভাবিতেছিল, মাতালটা নেশার ঝোঁকে কোন জলাশয়ে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়াছিল, টুপিটা জলে ভাসিয়া গিয়াছিল, সে দিকে খেয়াল ছিল না। মাতালের ভাগ্য ভাল, ডুবিয়া মরে নাই, জলে পড়িয়া নেশা ছুটিয়া গিয়াছে, তাই উঠিয়া আসিতে পারিয়াছে। কিন্তু রয়েড তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেও বিস্মিত হইলেন না; তিনি জানিতেন, মানুষ মানুষ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই এইরূপ ভুল ধারণা পোষণ করে, এবং তাহাতে তাহাদের আত্মপ্রসাদের অভাব হয় না। উহারা কৃপার পাত্র।

রয়েড মনে মনে বলিলেন, "হাঁ, কৃপার পাত্র, কিন্তু যদি উহারা প্রকৃত ঘটনার কথা জানিতে পারিত, যদি বুঝিত, একদল ভীষণ প্রকৃতি দুর্দ্দান্ত দস্যু আমাকে প্যাকিং বাক্সে পুরিয়া নদীতীরে লইয়া গিয়াছিল, এবং বাক্স হইতে বাহির করিয়া, চ্যাংদোলা করিয়া ঝুলাইয়া, হত্যা করিবার

উদ্দেশে নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা হইলে সে কথা অবিশ্বাস করিয়া ঐ ভাবেই উহারা আমার দিকে চাহিয়া থাকিত; কারণ, মাতাল হইয়া আমার জলে পড়িয়া নাকানি চুবানী খাওয়া যত সহজ, কোন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের নায়কের মত দস্যু দ্বারা প্যাকবন্দী হইয়া নদীগর্ভে বিসর্জ্জিত হওয়া তত সহজ নহে। তথাপি আমার এই বিপদের কাহিনী যদি ইহারা কখন পাঠ করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে ইহা সার্লক হোমসের কোন কল্পিত স্কেচ্ছা বলিয়াই মনে করিবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজধানী, সভ্যতাভিমানী, শস্ত্রপানি পুলিস-সুরক্ষিত লণ্ডনে দস্যুদলের এ প্রকার রাহাজানি উহাদের কল্পনায় কি স্থান পাইতেপারে?"

সহসা তাঁহার চক্ষু হর্ষে উজ্জ্বল হইল, এই প্রসঙ্গে তাঁহার মনে হইল, "আমার মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া মুলিঞ্জার নিশ্চিন্ত হইয়াছে, তাহার পুলিসের ভয় কাটিয়া গিয়াছে, সে আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া সতর্কতা পরিহার করিয়াছে। পরমেশ্বর করুণায় আমি এই সুযোগ লাভ করিলাম। তিনি যখন আমাদিগকে বিপদে নিক্ষেপ করেন, তখনও আমাদের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকে, এই ঘটনাই তাহার প্রমাণ। ঈশ্বর যাহা করেন, আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন—এই উক্তি কত সত্য, তাহা আমার এই বিপদ হইতেই বুঝিতে পারিতেছি। দয়াময় তিনি, এইভাবে তিনি আমাকে তাঁহার অনন্ত করুণায় নির্ভর করিবার শক্তি দান করিলেন। যদি একজন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণরক্ষার চেষ্টা না করিতাম, তাহা হইলে কি পরমেশ্বরের এই করুণার পরিচয় পাইতাম?"

অদূরে মোটর-কারের একটি গ্যারেজ দেখিয়া রয়েড সেখানে উপস্থিত হইলেন। গ্যারেজের মালিক সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিতে চাহিলেন, এবং তাহার সংশয় দূর করিবার

জন্য বলিলেন, "হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটায় আমার এই অবস্থা। নদীর ধার দিয়া চলিতে চলিতে পা ফস্‌কাইয়া জলে পড়িয়াছিলাম। আমার কথা যে সত্য, তোমাকে তাহার প্রমাণ দেখাইতেছি।"

তিনি তাঁহার নোটপূর্ণ ব্যাগটি পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহাকে এক তাড়া নোট দেখাইলেন। মানুষের কথায় নির্ভর করিবার ইহা অপেক্ষা অকাট্য প্রমাণ আর কি থাকিতে পারে? গ্যারেজের মালিক তৎক্ষণাৎ তাঁহার উক্তি সত্য বলিয়া জানিয়া লইল এবং প্রসন্ন-মুখে সোফেয়ারকে গাড়ী বাহির করিতে বলিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ী প্রস্তুত হইলে তিনি সিক্ত বস্ত্রে শীতকম্পিত-দেহে তাহাতে উঠিয়া বসিয়া শকট চালককে পট্‌নীতে পূর্ণবেগে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া রয়েড পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া সুস্থ হইলেন, কিন্তু বিশ্রাম না করিয়াই তাড়াতাড়ি এলবিয়ন হোটেলে টেলিফোন করিয়া ল্যাংটনের সন্ধান লইলেন।

হোটেলের কেরাণী সংবাদ দিল, মিঃ ল্যাংটন বাহিরে গিয়াছেন, রাত্রিতে হোটেলে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই।

রয়েড টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া মনে মনে বলিলেন, "ছোকরা হোটেলে নাই, গেল কোথায়? তাহার ভাবী পত্নীর বাড়ীতে গিয়া সেখানেই আড্ডা লইল না কি? তাহাই সম্ভব। কবি বলিয়াছেন, 'যৌবন বড় মধুময়, হেসে নাও দু'দিন বৈ ত নয়'! ছোকরাদের মন দিবারাত্রি প্রেয়সীর শ্রীচরণেই পড়িয়া থাকে। বুড়ো হইয়াছি, সে সকল কথা এখন স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়।"

তিনি গুণ গুণ স্বরে "যৌবন বড় মধুময়" গান করিতে করিতে টেলিফোনের বহিখানিতে ফরেষ্টের নাম খুঁজিলেন, কিন্তু তাহাতে দশ পনেরটা ফরেষ্ট থাকিলেও যে ফরেষ্টের প্রয়োজন, তাহার নাম

দেখিতে পাইলেন না। তিনি প্রায় পাঁচ মিনিট কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর উঠিয়া তাঁহার মোটরকারে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে কেনসিংটন পল্লীর সাউথ এভেনিউ নামক পথে ফরেষ্টের গৃহদ্বারে আসিয়া গাড়ী থামাইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলেন।

মুহূর্ত্ত পরে পরিচারিকা দ্বার খুলিয়া দিলে তিনি তাহাকে ল্যাংটনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাসী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তিনি ত এখানে আসেন নাই।"

রয়েড বলিলেন, "তাহার সঙ্গে যে দেখা না করিলেই নয়, ভারী জরুরী কথা আছে, হয়ত মিস্ ফরেষ্ট জানেন, সে কোথায় গিয়াছে। মিস্ ফরেষ্ট ঘরে আছেন ত?"

দাসী পুনর্ব্বার মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "না মহাশয়, আমার বোধ হয়, মিস্ মিঃ ল্যাংটনের হোটেলে গিয়াছেন, কে একজন কাপ্তেন গোছের দোস্ত আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে ব্রীজ খেলিবার কথা ছিল। সেই হোটেলের নামটা আমার জানা নাই, কিন্তু—"

রয়েড তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে মিসেস্ ফরেষ্টের সঙ্গেই দেখা করিয়া যাই। ল্যাংটন কি বার্ণেসে গিয়াছে? সেখানে তাহাকে টেলিফোন না করিয়া ভয়ঙ্কর ভুল করিয়াছি। সে সেখানে আছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু গতিক ভাল বোধ হইতেছে না। মুলিঞ্জারের গোঁ, তাহাকে বিশ্বাস নাই।" কথাগুলি তিনি নিম্নস্বরে আপন মনে বলিলেও দাসীটা তাহা শুনিতে পাইল; কিন্তু কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, কর্ত্রীকে সংবাদ দিতেছি!"

দাসী প্রস্থান করিল। মিনিট দুই পরে মিসেস্ ফরেষ্ট রয়েডের সম্মুখে আসিলে, রয়েড তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত করিবেন না স্থির করিয়া

সহজ ভাবে বলিলেন, "আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করিবেন না। আমার নাম রয়েড। মরিস ল্যাংটন আমার বন্ধুজন। আজ রাত্রিতে তাঁহার হোটেলে তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা করিবার কথা ছিল। কিন্তু সংবাদ লইয়া জানিলাম, তিনি সেখানে অনুপস্থিত; আমার অনুমান, তিনি—"

মিসেস্ ফরেষ্ট তাঁহার কথা শুনিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া চিন্তিত-ভাবে বলিলেন, "আপনার অনুমান যাহাই হউক, তিনি সেখানেই আছেন। হাঁ, নিশ্চিতই আছেন। এনিড প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে তাঁহার ও তাঁহার একজন আগন্তুক বন্ধুর সঙ্গে ব্রীজ খেলিবার নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহার গাড়ীতে সেখানে চলিয়া গিয়াছে।"

রয়েড বলিল, "ল্যাংটন কি এখানে আসিয়া আপনার মেয়েকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন ?"

মিসেস্ ফরেষ্ট ব্যাকুল দৃষ্টিতে রয়েডের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না মহাশয়, ল্যাংটন একখান চিঠি দিয়া তাঁহার একটি বন্ধুকে এখানে পাঠাইয়াছিলেন, সেই বন্ধুটির নাম কি ভাল—হাঁ, জোনস, জোনসই বটে। শুনিলাম, কে একজন মস্ত ধনী প্ল্যাণ্টারের সঙ্গে ল্যাংটনের আলাপ হইয়াছে। ল্যাংটন তাঁহাকে খুসী করিবার জন্য উৎসুক। আর আপনি বলিতেছেন, মরিস ল্যাংটন হোটেলে অনুপস্থিত। কথাটা ভারী গোলমেলে বলিয়া মনে হইতেছে। তাহা হইলে মিঃ জোনস্ এই রাত্রিকালে আমার বয়স্থা মেয়েকে—"

ব্যাপার ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু রয়েড মিসেস্ ফরেষ্টকে ঠাণ্ডা করিবার আশায় তাড়াতাড়ি বলিলেন, "সেজন্য কোন চিন্তা নাই, মিসেস্ ফরেষ্ট! আমার বিশ্বাস, মরিসের কোন বন্ধু চালাকি করিয়া আমাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে। এ সেই বদরসিক

হর্ণারটার নষ্টামী।” রয়েড মিস ফরেষ্টের দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য যে হর্ণারটিকে আবিষ্কার করিলেন, তাঁহার কল্পনালোক ভিন্ন নরলোকে তাহার অস্তিত্ব ছিল না।

রয়েড মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “মরিসের বন্ধু জোনসের চেহারা কি রকম বলুন ত শুনি?”

মিসেস্ ফরেষ্ট তাহার চেহারার যে বর্ণনা দিলেন, তাহাতে অনেক ত্রুটি থাকিলেও রয়েড অনুমান করিলেন, সে মুলিঙ্গারের অনুচর ভার্ণি ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

রয়েড অতিকষ্টে মুখে কাষ্ঠহাসি সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, “জোন্স সেই রাস্কেল হর্ণার ভিন্ন আর কেহ নহে, তার হাড়ে হাড়ে নষ্টামী! বলুন ত, এখানে আসিয়া নাম ভাঁড়াইবার তার কি দরকার ছিল? সে আপনার মেয়েকে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী আনিয়াছিল বলিলেন, কি রকম গাড়ী বলুন ত?”

মিসেস্ ফরেষ্ট ঘর হইতে পথের গাড়ী দেখিয়া ছিলেন, তাহার নিকটে গিয়া পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় নাই, এইজন্য তিনি শকট খানির খুঁটিনাটি পরিচয় দিতে পারিলেন না, বলিলেন, “কালো রঙ্গ, বড় গাড়ী। কিন্তু এ যে কি কাণ্ড, তাহার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এনিড অপরিচিত লোকের সঙ্গে এই রাত্রিকালে—”

রয়েড মুরুব্বীর ভঙ্গীতে বলিলেন, “আপনি যে দুশ্চিন্তায় কাহিল হইয়া পড়িলেন! চিন্তার কোন কারণ নাই, আপনার মেয়ে নিরাপদ আছে, খেলায় মাতিয়া বেশ আমোদ পাইতেছে, একথা স্থির জানিবেন। হর্ণার ভারী আমুদে লোক, লোকের সঙ্গে মজা করাই তাহার অভ্যাস, সে নাম ভাঁড়াইয়া আমাদের খুব মজা করিয়া গিয়াছে; এখন হয়ত সেই কথা বলিয়া খুব হাসিতেছে। আপনার মেয়ে ও মরিস সেই হাসিতে যোগ দিয়াছে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আমি এখনই

এলবিয়নে যাইতেছি। সেখানে পৌছিয়াই তাহাদের দেখা পাইব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।”

রয়েড এরূপ ভঙ্গীতে কথা বলিতেন যে, তাঁহার কোন কথা অবিশ্বাস করিবার উপায় ছিল না। তাঁহার কথায় মিসেস্ ফরেষ্ট আশ্বস্ত হইলেন, তাঁহার চক্ষুর উৎকণ্ঠিত ভাব অপসারিত হইল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার কন্যা ল্যাংটনের হোটেলে গিয়া খেলায় মাতিয়াছে, ব্রীজ খেলা শেষ হইলে বাড়ী ফিরিবে।

কিন্তু সেই কন্যাবৎসলা কোমলপ্রাণা নারীকে এইভাবে প্রতারিত করিয়া রয়েড আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। তিনি মিসেস্ ফরেষ্টের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন, এবং মনে মনে বলিলেন, “ওঃ, আমি কি নিরেট! কত বড় বেহুঁস বেকুব আমি! যদি আমি বার্ণেস হইতে ল্যাংটনকে ফোন করিতাম, তাহা হইলে তাহার ফল অন্য রকম হইত। মুলিঙ্গারের দলের সেই ডাকাতটা একটা মিথ্যা ছলে মেয়েটাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাকে কোথাও গুম করিয়া রাখিয়াছে ; কেবল তাহাকেই নহে,ল্যাংটনকেও তাহারা মুঠায় পুরিয়াছে! কি করিয়া তাহাকে হাতে পাইল? হয়ত মিস্ ফরেষ্টের দোহাই দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া আনিয়া ফাঁদে ফেলিয়াছে। না, আর আমার কোন সন্দেহ নাই।”

রয়েড তৎক্ষণাৎ মোটর চালাইয়া এলবিয়ন হোটেলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে হোটেলের কেরাণী বলিল, “না মহাশয়, মিঃ ল্যাংটন কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই। এইমাত্র জানি, কোথা হইতে তার পাইবার অল্পকাল পরে তিনি একটা ছোট ব্যাগ হাতে লইয়া হোটেল হইতে বাহির হইলেন। ইহার অধিক আর কোন সংবাদ জানি না।”

রয়েড কেরাণীকে আর কোন কথা না বলিয়া ফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া ইনস্পেক্টার হাওয়ার্ডকে ডাকিলেন।

হাওয়ার্ড সাড়া দিলে রয়েড বলিলেন, "দেখ হাওয়ার্ড, আমি ছুটির ভিতর একটা সখের কায লইয়াছি, কি করি, সময় ত কাটাইতে হইবে। না ভাই, ও সম্বন্ধে তুমি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। তোমাকে কি জন্য ডাকিয়াছি—শোন। এখানে আমার একটি বন্ধু আজ রাত্রিতে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছিলেন। সেই টেলিগ্রাম আমি এখানে সংগ্রহ করিতে পারি নাই, বন্ধুটি সেই টেলিগ্রাম পাইয়াই এই হোটেল হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। কিন্তু সেই টেলিগ্রামে কি কথা ছিল, তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন। কথাগুলি তোমাকে খুলিয়াই বলি শোন।"

ল্যাংটন প্রসঙ্গে যে কথাগুলি প্রকাশ করা সঙ্গত মনে হইল, তাহাই তিনি ইন্‌স্পেক্টার হাওয়ার্ডকে বলিয়া অবশেষে বলিলেন, "আমি তোমার একটু সাহায্য চাই, ভাই। আমার জন্য একটু কষ্ট তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। সরকারের কর্ম্মচারী হিসাবে তোমার যে অধিকার আছে, সেই অধিকারবলে তুমি টেলিগ্রামের এক্সচেঞ্জ অফিসে সেই টেলিগ্রামের কথাগুলি জানিয়া লইতে চাও। তাহা জানিতে পারিলে আমাকে টেলিফোনে খবর দিবে।"

তারের অন্যদিকে দাঁড়াইয়া হাওয়ার্ড গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "অত্যন্ত বে-আইনী আবদার!" পরমুহূর্ত্তে হাসিয়া বলিলেন, "তোমার এই তুচ্ছ অনুরোধটা আর রাখিব না? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, পুলিসের তাড়ায় নিত্য কত অসাধ্য সাধন হইতেছে, ও ত সামান্য কায। আমি আমার বিশাল শক্তির কণামাত্র প্রয়োগ করিয়া তোমার কায উদ্ধার করিয়া দিতেছি।"

ল্যাংটন যে টেলিগ্রাম পাইয়া বাহিরে গিয়াছিল, প্রায় কুড়ি মিনিট পরে রয়েড ইনস্পেক্টর হাওয়ার্ডের নিকট সেই টেলিগ্রামের নকল পাইলেন।

রয়েড উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কুকুরটা ফন্দী খাটাইয়া টেলি-

গ্রামে আমার নাম ব্যবহার করিয়াছিল। আমিই যেন ল্যাংটনকে টেলিগ্রামে ডাকিয়াছি। আর সেই বাঁদরটা তৎক্ষণাৎ বোকা পাঁঠার মত তাদের ফাঁদে ধরা দিল। ফ্রিন্ট মেয়ার! হুম! আমাকে অবিলম্বে রেড লায়নে হাজির হইতে হইবে। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে।”

রয়েড তাঁহার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন এবং সেই নিবিড় নৈশ অন্ধকারেই পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মন আশঙ্কায় ও উৎকণ্ঠায় বিচলিত হইয়া উঠিল।

তিনি মুলিঙ্গারের শয়তানীর পরিচয় যথেষ্টই পাইয়াছিলেন, সে ল্যাংটনকেকি উদ্দেশ্যে মুঠায় পূরিবার জন্য ব্যাগ্র হইয়াছিল,তাহাও তাঁহার সুবিদিত। সে ল্যাংটনকে হাতে পাইয়াছে, তাহার বাগদত্তা পত্নীকেও কৌশলে হস্তগত করিয়াছে। নরপশু মুলিঙ্গার স্বার্থসিদ্ধির আশায় তাহাদিগকে কঠোর যন্ত্রণা দিবে, ল্যাংটন তাহার আদেশ পালন না করিলে তাহাদিগকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না, এই সকল কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া রয়েড অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার মোটরকারের গতিবেগ বর্দ্ধিত করিলেন।

রয়েড চলিতে চলিতে মনে মনে বলিলেন, “এ সেক্সের কোন নিভৃত স্থানে মুলিঙ্গারের কোন গোপন আড্ডা আছে, সন্দেহ নাই। সে ল্যাংটনকে ও মিস করেষ্টকে সেই আড্ডায় নিশ্চিতই লইয়া গিয়াছে। ফ্রিন্ট মেয়ারে উপস্থিত হইয়া সেই আড্ডার সন্ধান পাইব—এরূপ আশা করিতে পারিতেছি না। মুলিঙ্গারের সেই আড্ডা কতদূরে, কে জানে? নিকটে হইতে পারে, আবার বিশ ত্রিশ মাইল দূরে হওয়াও বিচিত্র নয়। দেখিতেছি, বিচিলীর গাদা হইতে আমাকে ছুঁচ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কঠিন কায বটে। কিন্তু মুলিঙ্গার কি কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করিবে? ল্যাংটনকে ভয় দেখাইবে, তাহার শারীরিক নির্য্যাতন

করিবে? কিন্তু ল্যাংটন তাহাতে দমিবার পাত্র নয়। সকল নির্য্যাতন সে অম্লানবদনে সহ্য করিবে, তথাপি মুখ খুলিবে না, মুলিঙ্গারের আদেশও পালন করিবে না, আমি তাহার স্বভাব জানি ত। কিন্তু যদি মুলিঙ্গার তাহার চক্ষুর উপর তাহার প্রেয়সী নারীর প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ল্যাংটন কি নির্ব্বিকার থাকিতে পারিবে? মুলিঙ্গার পশু,—না, পশুরও অধম পিশাচ। নারী যে সম্মানের পাত্রী, নারীর অঙ্গস্পর্শ করা কাপুরুষের কার্য্য, এ জ্ঞান তাহার নাই। বিশেষতঃ সে জানে, ল্যাংটন যতই দৃঢ়চেতা ও কষ্টসহিষ্ণু হউক, সে মিস ফরেষ্টের নির্য্যাতন প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা উপেক্ষা করিতে পারিবে না। সমস্যা অত্যন্ত কঠিন বটে!"

রয়েড অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল। তাঁহার ললাটের শিরাগুলি দড়ার মত ফুলিয়া উঠিল। তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তর-পথে যথাসম্ভব দ্রুতগতি মোটর চালাইয়া গন্তব্যস্থান লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই সুদীর্ঘ পথের কোন স্থানে তাঁহার গতিরোধ হইল না। এসেক্স জেলার এই সুদীর্ঘ পথ প্রশস্ত এবং সমতল, এজন্য দ্রুতবেগে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে শকটখানি পূর্ণবেগে পরিচালিত করিতে তাঁহার কষ্ট হইল না, শরীরে ঝাঁকুনি লাগিল না। গভীর রাত্রি, পথ নির্জ্জন, এজন্য তিনি কোথাও কোন বাধা পাইলেন না। এইভাবে চলিয়া তিনি কোল্‌চেষ্টারে আসিয়া গাড়ীর মোড় ঘুরাইয়া দিলেন, এবং রাত্রি এগারটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে ফ্রিণ্টমেয়ারে উপস্থিত হইলেন।

রেড্‌লায়ন নামক পান্থনিবাস পথের ধারেই অবস্থিত। রেড-লায়নের সম্মুখে আসিয়া রয়েড সেই অট্টালিকার দোতলায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই একটি শয়ন-কক্ষের বাতায়ন-পথে দীপরশ্মি দেখিতে পাইলেন। রয়েড সেই অট্টালিকার সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া পথে নামিয়া পড়িলেন,

এবং পথ হইতে এক অঞ্জলি ধূলামাটী কুড়াইয়া লইয়া মুঠায় পূরিলেন, এবং বাহু আন্দোলিত করিয়া সেগুলি দোতলার সেই আলোকিত জানালা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই সঙ্গে তিনি উচ্চৈঃস্বরে রেড্‌ লায়নের মালিককে আহ্বান করিলেন।

নিক্ষিপ্ত মাটীর গোটাগুলি সশব্দে দোতলার রুদ্ধ বাতায়নের শার্শি স্পর্শ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে রেড্‌ লায়নের মালিক জানালা খুলিয়া মাথা বাড়াইয়া নিদ্রাজড়িত-নেত্রে পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া রয়েড একটিমাত্র উপায় স্থির করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যদি সেই পান্থনিবাসের মালিক মনে করিত, তিনি সাধারণ পথিক মাত্র, তাহা হইলে সে তাঁহার অনুরোধে কর্ণপাত করিতে অসম্মত হইয়া, তাঁহার মুখের উপর জানালা বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিত, তাহার পর তিনি শত চেষ্টাতেও সেই রাত্রিতে তাহার দেখা পাইতেন না। এইজন্য রয়েড স্থির করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমেই তাহাকে নিজের পরিচয় জানাইবেন, তাহাকে বলিবেন, তিনি লণ্ডনের ডিটেকটিভ, একটি ফেরারী আসামীর সন্ধানে তাঁহাকে সেখানে আসিতে হইয়াছে এবং সেই রাত্রিতেই আসামীটাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা না করিলেই নয়। রয়েড ভাবিলেন, যদি তিনি এই কথাগুলি তাড়াতাড়ি হোটেলওয়ালাকে না বলেন, তাহা হইলে সে জানালা বন্ধ করিয়া তাঁহার সকল পরিশ্রম বিফল করিবে, তাঁহার শত চীৎকারেও সে কর্ণপাত করিবে না।

তিনি হোটেলওয়ালার মুখের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে নিজের পরিচয় জানাইয়া অবিলম্বে তাহাকে নীচে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

হোটেলওয়ালা পুলিসের আদেশ অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিল না, কারণ, তাহার ঘাড়ে একটার অধিক মাথা ছিল না। সে দোতলার শয়নকক্ষ হইতে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। রয়েড তাঁহার অফিসকক্ষে প্রবেশ করিয়া লাংটনের গতিবিধি সম্বন্ধে তাহাকে দুই একটি প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইলেন, তাহা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, দস্যুরা কৌশলে তাহাকে ভুলাইয়া হনিসকল লেনে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই জেলার সাধারণ অধিবাসী ও ব্যবসায়ী-দের সম্বন্ধে তাঁহার কোন প্রকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না; এজন্য তিনি হোটেলওয়ালাকে সেই অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের বাড়ীঘর, তাহাদের বিভিন্ন 'ফারমের' নাম প্রভৃতি সম্বন্ধে দুই চারিটা প্রশ্ন করিলেন। সেই সকল লোকের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাঁহার পরিচিত বা পুলিসের সন্দেহ-ভাজন ছিল কি না, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল।

কিন্তু হোটেলওয়ালার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইয়া তিনি তাহাকে উঠাইয়া আনিয়াছিলেন, চক্ষু মেলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া কথা বলিতে তাহার কষ্ট হইতেছিল, এক একবার ঢুলিতে ঢুলিতে তাহার মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। একে ত সে তখন তন্দ্রাভিভূত, তাহার উপর সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট পরিমাণ অভিজ্ঞতা ছিল না। এদিকে রয়েডও সারাদিনের পরিশ্রমে ও নানা-ভাবে বিপন্ন হওয়ায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, দারুণ অবসাদে তাঁহার বলিষ্ঠ দেহও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তিনি অবসন্ন-দেহে চেয়ারে বসিয়া হোটেলওয়ালার সংক্ষিপ্ত উক্তি শুনিতে শুনিতে কয়েকবার হাই তুলিলেন। তখন তাঁহার মাথা ঘুরিতেছিল; তিনি অতিকষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া সেই অপরিচিত স্থানের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

রয়েডের মনও নানা চিন্তায় আন্দোলিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমি ল্যাংটনের গুপ্ত কথা গোপনে রাখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম; কিন্তু স্থানীয় পুলিসের সাহায্য গ্রহণের জন্য যদি আমাকে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে হয়, তবে তাহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে; বিশেষতঃ, উপায়ান্তর না দেখিয়া যদি আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করি, তাহা হইলেও এই রাত্রিকালে পুলিস আমাকে বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারিবে, এরূপ আশা করিতে পারিতেছি না। মুলিঙ্গারের শয়তানী আমারও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি তাহার কুকর্ম্মের বাধাদানের চেষ্টা করিলে, সেই চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? এখন মধ্যরাত্রি অতীতপ্রায়, এখন স্থানীয় পুলিসের সাহায্য পাইলেও বাকি রাত্রিটুকুতে কোনও চেষ্টা সফল হইবে না; এ অবস্থায় প্রভাত পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা যুক্তি সঙ্গত।"

অতঃপর ব্লেক সেই পান্থনিবাসে রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে হোটেল-ওয়ালাকে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, এবং তাহাকে জানাইয়া রাখিলেন যে, যেন প্রত্যুষে ছয়টার সময় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া উপবাস ভঙ্গের আয়োজন ঠিক করিয়া রাখে।

পরদিন প্রত্যুষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে হোটেলওয়ালা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলে, তিনি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া পথ সন্নিহিত একটি কক্ষে প্রাতরাশের সদ্ব্যবহার করিতে বসিলেন। সেই কক্ষটি কফি-পানের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তখন পূর্ব্বাকাশ নবোদিত অরুণের সুলোহিত রশ্মিরাজির সংস্পর্শে আরক্তিম হইয়াছিল, এবং সেই অপরিস্ফুট আলোকপ্রভায় সমগ্র প্রকৃতি লোহিত-বর্ণরাগে ভাস্বর হইয়া উঠিতেছিল। তিনি জানিতেন না যে, সেই মধুর প্রভাতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে তিনি মুলিঙ্গারের হৃদয়ে যে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা যেন তাহার হৃদয়ের স্পন্দন শক্তিকেও স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিল।

মুলিঙ্গার সেই রাত্রি নগরেই অতিবাহিত করিয়াছিল; কারণ,

সে যে নোংরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার শেষ রক্ষা করিবার জন্ত নগরে থাকিয়া সকল দিক সামলাইবার আয়োজন করিতে হইয়াছিল ; সে যখন লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছিল, তখনও অন্ধকার ছিল। সেই সময় সে 'থি্র অ্যাস্ ফার্ম' নামক নিভৃত আড্ডা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তাহার এই আড্ডাটি ফ্রিণ্টমেয়ারের উত্তরে অবস্থিত এবং এই নিভৃত আড্ডায় সে ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনী মিস এনিড ফরেষ্টকে ধরিয়া আনিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছিল।

মুলিঙ্গার অতি প্রত্যুষে ফ্রিণ্টমেয়ারে সেই একমাত্র পথ দিয়া গাড়ী চালাইয়া যাইতে যাইতে রেড্‌লায়নের কফিপানের কক্ষের বাতায়নের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল। সেই সময় রয়েড্ সেই কক্ষের পথ প্রান্তবর্ত্তী বাতায়ন সন্নিকটে বসিয়া চিন্তাকুল-চিত্তে কফি পান করিতেছিলেন, পথের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, সুতরাং শকটারোহী মুলিঙ্গারকে তিনি লক্ষ্য না করিলেও চলিতে চলিতে হঠাৎ তাঁহাকে সে দেখিতে পাইয়াছিল। সেই কক্ষের টেবলের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র তাহার যেন মোহের উপক্রম হইল। সে পুনর্ব্বার সেই দিকে চাহিল, দেখিল, সে পূর্ব্বদিন সায়ংকালে যাহাকে টেমস-গর্ভে বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, তিনিই সেই কক্ষে সশরীরে উপবিষ্ট, তাহা তাঁহার ছায়ামূর্ত্তি নহে, রক্তমাংস-সমন্বিত সজীব দেহ। তাঁহার দৃষ্টি অন্যদিকে সন্নিবিষ্ট, মুখ গম্ভীর, ভ্রূ কুঞ্চিত এবং গভীর চিন্তায় সুপ্রশস্ত ললাটের শিরাগুলি পরিস্ফুট। সে অনুচরদ্বয়ের সাহায্যে স্বয়ং-যাঁহার সংজ্ঞাহীন, উগ্র ক্লোরোফর্ম্মের প্রভাবে চেতনাবিরহিত, নিস্পন্দ দেহ টেমসের প্রখর স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিল,এবং যিনি জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, তিনি পরদিন প্রত্যুষে লণ্ডনের বহুদূরে একটি পান্থনিবাসের নিভৃত কক্ষে উপবিষ্ট এবং প্রাতরাশে রত !

মুলিঙ্গার নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার দৃষ্টি-শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে—ইহাই বা সে কি করিয়া বিশ্বাস করে? ইহা ইন্দ্রজাল অথবা সত্য ঘটনা, তাহা নির্ণয় করা তাহার অসাধ্য হইল! সে চক্ষু রগড়াইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু পূর্ব্বাপর সেই একই দৃশ্য! মুলিঙ্গারের মুখ বিবর্ণ হইল, অজ্ঞাত আতঙ্কে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তাহার বক্ষঃস্থলে কে যেন সজোরে হাতুড়ী ঠুকিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠভেদ করিয়া একটা আর্ত্তস্বর নিঃসারিত হইল। সে অনন্য-সাধারণ সংযমশক্তির প্রভাবে মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া রয়েডের দৃষ্টি-সীমা অতিক্রম করিল। ক্ষণকাল পরে রয়েড চক্ষু তুলিয়া গৃহপ্রান্তবর্ত্তী পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুলিঙ্গার তখন অদৃশ্য হইয়াছিল। তিনি যাহার অনুসরণে উদ্যত, সে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী পথ দিয়া চলিয়া গেল, ইহা তিনি জানিতে পারিলেন না।

কিন্তু রয়েডকে জীবিত দেখিয়া,এবং তিনি যে তাহারই সন্ধানে লণ্ডন হইতে এতদূরে আসিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া মুলিঙ্গারের মন গভীর নিরাশায় আচ্ছন্ন হইল। তাহার ধারণা হইল, রয়েড এরূপ অব্যর্থ কৌশল অবলম্বন করিবেন যে, তাহার সকল ষড়যন্ত্র বিফল হইবে এবং সে সদলে পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়া অপরাধের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইবে। এই সঙ্কটে সে তাহাদের প্রাণরক্ষার উপায় স্থির করিতে পারিল না!

প্রভাতের উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি মূহূর্ত্ত মধ্যে নির্ব্বাপিত হইয়া তাহার চিন্তাক্লিষ্ট, বেদনাবিহ্বল নয়ন-সমক্ষে অমানিশার নিবিড় অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইল, সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া মুলিঙ্গার মরীচিকার সন্ধানে শ্মশানচারী প্রেতের ন্যায় অন্ধ আবেগে তাহার আড্ডার অভিমুখে ধাবিত হইল।

৮

হাওড়ের হাড়গিলে

পথে চলিতে চলিতে পান্থনিবাসের নিভৃত কক্ষে রয়েডকে দেখিয়া মুলিঙ্গার বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইলেও, তাহার আতঙ্ক ও বুকের ধড়-ফড়ানি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। যথাসাধ্য চেষ্টায় মন স্থির করিয়া আলোড়িত মস্তিষ্ককে সে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে সমর্থ হইল। তাহার চক্ষুতে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পরিস্ফুট হইল। সে তাহার শকটের গতিবেগ বর্দ্ধিত করিয়া, জনবিরল প্রান্তরপথ অতিক্রম করিল এবং চারি মিনিটের মধ্যে তিন মাইল দূরবর্ত্তী আড্ডায় উপস্থিত হইল।

সেই অট্টালিকা পুরাতন বিবর্ণ ও শ্রীহীন; তাহার বহির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইত, উহা জনপ্রাণীর সংস্রবহীন পরিত্যক্ত ভবন। তাহার সম্মুখস্থ দেওয়াল ধূসর প্রস্তরে আবৃত এবং তাহা রাজপথ হইতে কিছুদূরে অবস্থিত। এই অট্টালিকার সম্মুখে যে সুদীর্ঘ বেড়া ছিল, তাহা কণ্টকতরু দ্বারা আচ্ছাদিত; তাহার সম্মুখভাগে লৌহনির্ম্মিত ফটক। সেই ফটক হইতে অট্টালিকার বারান্দা পর্য্যন্ত মোটর-কার পরিচালনের উপযোগী ইষ্টকবদ্ধ প্রশস্ত পথ প্রসারিত ছিল। অট্টালিকার অদূরে দুইখানি পুরাতন ও শ্রীহীন টীনের চালা-ঘর দেখিলে মনে হইত, এককালে তাহা মাল-গুদামরূপে ব্যবহৃত হইত, এবং সেই অট্টালিকা সে সময় কোনও সমৃদ্ধ বণিকের আড়ত-বাড়ী ছিল। অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে বহুদূর প্রসারিত সমতল প্রান্তর। সেই প্রান্তর সুদীর্ঘ তৃণ দ্বারা আবৃত। সেই সকল তৃণ প্রভাতের উদ্দাম বায়ু প্রবাহে আন্দোলিত হইত। আরও দূরে সমুদ্রের উপকূল, অশ্রান্ত-তরঙ্গাঘাতে বহু স্থানেই তাহার পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মধ্যে মধ্যে

পঙ্কিল-জলপূর্ণ নালা জোয়ারের জল প্রবেশ করিয়া তাহাদের উভয় কূল প্লাবিত করিত। স্থানীয় অধিবাসীরা এই সুপ্রশস্ত জলাভূমিকে 'হাওড়' বলিত। কিন্তু এই অট্টালিকার নিকটে অন্য কোন অট্টালিকার অস্তিত্ব ছিল না। সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর বৈচিত্র্যহীন: প্রাকৃতিক শোভা তাহার কোন দিকেই দৃষ্টি-গোচর হইত না।

মুলিঙ্গার ফটকের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র অদূরবর্ত্তী লরেল-কুঞ্জের অন্তরাল হইতে বোর-হাউণ্ড জাতীয় ভীষণ দর্শন একটা প্রকাণ্ড কুকুর বিকট শব্দে চীৎকার করিতে করিতে সবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষু আরক্তিম, সুতীক্ষ্ণ দন্ত-শ্রেণী উদ্‌ঘাটিত এবং তাহার নাসিকাদ্বয় ঘন ঘন আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছিল।

কুকুরটার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মুলিঙ্গারের অনুমান হইল, সে তাহাকে আক্রমণ করিবে; কিন্তু মুলিঙ্গারের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়া, কুকুর নীরব হইল। সে আর লম্ফ-ঝম্ফ না করিয়া ধীরে ধীরে লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে লাগিল। মুলিঙ্গার কোন দিন কুকুরের পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু কুকুরটা দিবারাত্রি বিশ্বস্ত প্রহরীর কায করিবে ভাবিয়া সে তাহাকে সেই বাড়ীতে আশ্রয়দান করিয়াছিল।

মুলিঙ্গার অট্টালিকার বারান্দায় উঠিলে, ভার্ণি তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সে উৎসাহ ভরে বলিল, "নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে; হইবে—সে ত জানা কথা। ফন্দীটা বাহির হইয়াছিল কাহার মাথা হইতে? পাকা মাথা। হী-হী।"

তাহার হাসির ঘটায় মুলিঙ্গার বিরক্তিভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কোথায় তাহারা?"

ভার্ণি দন্ত-শ্রেণী উদ্‌ঘাটিত করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "সে বিষয়ে হুঁসিয়ার আছি। দাড় দিয়া কষিয়া বাঁধিয়া নড়ন-চড়নের পথ বন্ধ

করিয়াছি! ছোঁড়াটাকে রাখিয়াছি দোতলার সম্মুখের ঘরে, আর ছুঁড়ী আছে তার পিছনের কামরায়।"

সেই সময় ক্যারো অন্য কক্ষ হইতে তাহাদের সম্মুখে আসিল। মুলিঞ্জার ক্যারোর মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "রেড্‌লায়নের পাশের পথ দিয়া আসিবার সময় পথের দিকের একটা কুঠরীতে আমাদের একটি পুরাতন বন্ধুর দর্শন লাভ করিয়াছি।

ক্যারো কৌতূহলভরে বলিল, "পুরাতন বন্ধু? এখানে পুরাতন বন্ধু হঠাৎ কোথা হইতে আসিল? কে সে? কাহার কথা বলিতেছ"?

মুলিঞ্জার গম্ভীর স্বরে বলিল, "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সেই কুকুরটা—রয়েড।"

মুলিঞ্জারের কথা শুনিয়া ভার্নি আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া পড়িল। ক্যারো মুখব্যাদন করিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিল। দুই মিনিট তাহাদের মুখে কথা ফুটিল না। অবশেষে ক্যারো ম্যালেরিয়া রোগীর মত ক্ষীণস্বরে বলিল, "রয়েড! এ যে ভারী অসম্ভব কথা! না, না, সে লোক রয়েড হইতেই পারে না। আমরা তাহাকে দুই হাতে—কি বলে—চ্যাং-দোলা করিয়া ঝুলাইয়া টেমসের বিশ হাত জলে 'ঝপাং' করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি। তাহাকে হাঙ্গরে খাইয়াছে। মরিয়া সে যমের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে তুমি দেখিয়া আসিলে—কি বলে—রেড লায়নে? যা নয় তাই! তোমার চক্ষুর দোষ ঘটিয়াছে—এক জোড়া ভাল চশমা—"

ভার্নি ক্যারোর অসমাপ্ত কথা তাহার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিল, "দেখিয়া শুনিয়া এখনই লওয়া ভাল। আহা, চক্ষুরত্ন মহাধন, তাহাকে উপেক্ষা করিতে নাই।"

মুলিঞ্জার উত্তেজিত স্বরে বলিল, "সে মরিয়াছে, না ঘণ্টা! সে ঠিক বাঁচিয়া আছে। একথা লইয়া তোমরা তর্ক করিও না বা

আমার কথায় সন্দেহ করিও না। আমি বলিতেছি—সে জীবিত আছে, তোমার আমার মতই জীবিত। সে মরিয়া ভূত হইলে আমি তাহাকে সেখানে জীবিত দেখিতাম না। কিরূপে সে নদীগর্ভ হইতে বাঁচিয়া উঠিল, তাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য। এ দুর্ভেদ্য রহস্য। অনুমানে নির্ভর করিয়া রহস্যভেদের চেষ্টা করা বৃথা। সে কথার আলোচনার সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই। এখন কথা এই যে, আমাকে কায করিতে হইবে, এবং সেজন্য আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করা চলিবে না।"

ভার্ণি মুরুব্বীয়ানার ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "খাটি কথা। আপনাদিগকে এখনই কাযে লাগিতে হইবে।"

ক্যারো বলিল, "ঠিক. কিন্তু সেই কাযটা কি, এবং কোথায়, তাহাই আগে জানা দরকার, না, কাযটা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলিয়া পরে তাহা জানিবার চেষ্টা করা যাইবে, সেইটাই ঠাহর করিতে পারিতেছি না।"

মুলিঙ্গার ক্যারোর মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বাকভাবে পশ্চাতের কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার পর একটা কাঠের সিন্দুক খুলিয়া ছদ্মবেশ ধারণোপযোগী কতকগুলি দ্রব্য বাছিয়া বাহির করিল। সে সেইগুলি অদূরবর্ত্তী টেবলের উপর সাজাইয়া রাখিয়া, তাহার সহকর্ম্মী দস্যুদ্বয়কে সেই কক্ষে আহ্বান করিল।

ভার্ণি তখনও মনে মনে রয়েডের কথারই আলোচনা করিতেছিল, সকল কথা শুনিবার জন্য তাহার কৌতূহল ও আগ্রহ অসংবরণীয় হইয়াছিল। সে মুলিঙ্গারের সম্মুখে আসিয়া মাথা চুলকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কথাটা শুনা হইল না যে আমরা এখানে আসিয়াছি, তাহা পুলিসের সেই কুত্তাটা জানিতে পারিয়াছে কি ?"

মুলিঙ্গার বিদ্রূপভরে বলিল, "হাঁ, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

"আমি তোমার আর দুটি নিরেট বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছি, তাহা জানিতে পারিয়াই কি তুমি এখানে আসিয়া জুটিয়াছ?—আমার কথা শুনিয়া সে বলিল, সে তাহা জানিতে পারাতেই এখানে আসিয়াছে। সে এক জোড়া শিং-বাঁধানো চশমা, আর প্যাকা দাড়ি-গোঁফ ও পরচুলা লইয়া ছদ্মবেশ ধারণের যোগাড় করিতেছিল।"

ভার্ণি বলিল, "তাইত! এ যে ভারী মুস্কিলের কথা! সে যখন জানিতে পারিয়াছে, আমরা এখানে—"

মুলিঞ্জার উগ্রস্বরে একটা ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিল, তাহার পর বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "গাধার মত চীৎকার করিও না, ভাল চাও ত মুখ বন্ধ করিয়া আমার কথাগুলা মন দিয়া শোনো। দোতলার ঘরে যাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের জন্য এখন তোমাদের মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। তাহারা যে ভাবে আছে, সেই ভাবেই থাকুক। আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, তাহাদের উপর জুলুম-জবরদস্তি করিও না। নিজের বুদ্ধিতে তোমাদের চলিবার শক্তি নাই, তা' আমি জানি; অথচ নিজের শক্তির উপর তোমাদের অগাধ বিশ্বাস! আহাম্মুকের লক্ষণই ঐ। আর এক কথা, আমার বাহিরে যাইবার পর যদি কোনও লোক এখানে আসিয়া তোমাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, বা কোন কথা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলে যেরূপে পার, তাহাকে হাঁকাইয়া দিবে; তাহার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিবে না। তোমারা যে রকম বুদ্ধিমান, সে জেরা করিয়া তোমাদের মুখ হইতে গুপ্তকথা অতি সহজেই বাহির করিয়া লইবে। সেইজন্য বলিতেছি, মুখ বুজিয়া থাকিবে, ভালমন্দ, সত্য-মিথ্যা কোনও কথা বলিবে না। আমার কথা সাম্‌ঝাইতে পারিয়াছ?"

ভার্ণি বলিল, "একটা যায়গায় একটু গোল বাধিতেছে। যদি একদম

মুখ বন্ধ করি, তাহা হইলে কিরূপে তাহাকে বিদায় করিব? কথা বলিব না, অথচ বিদায় করিয়া দিব, তাহা কি করিয়া হইবে?"

ক্যারো বলিল, "তা' আমি ঠিক বুঝিয়াছি। মুখ বুজিয়া তাহার গৰ্দ্দানে এক ধাক্কা দিব; না হয়, আঙ্গুল বাড়াইয়া বাহিরের পথ দেখাইয়া দিব। সে পরের কথা পরে হইবে। এখন তুমি কি করিবে, তাহাই জানিতে চাই।"

তাহার বানরের মত মুখ ভয়ে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

মুলিঙ্গার বলিল, "রয়েডের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে হইবে। আমাদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সংবাদ সে জানিতে পারিয়াছে কিনা, সর্ব্বাগ্রে তাহাই আমাকে জানিতে হইবে। তাহা জানিবার পূর্ব্বে হাতের কায শেষ করিতে পারিতেছি না"।

ভার্ণি সভয়ে বলিল, "খাসা কথা বলিলে! কিন্তু ও কথায় কি কিছু ভরসা পাওয়া যাইতেছে? মনে কর, যদি সে আমাদের এই শেষের চালাকীর খবর জানিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের হাতে দড়া পড়িতে কতক্ষণ? আমরা তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, সে কথা ত সে এত শীঘ্র ভুলিয়া যায় নাই। ল্যাংটন মরুক আর বাঁচুক—তাহার দিকে সে এখন ফিরিয়াও চাহিবে না। আমাদিগকে গারদে পূরিবার জন্যই সে সর্ব্বপ্রথমে—"

আতঙ্কে তাহার কণ্ঠরোধ হইল। অবশিষ্ট কথা সে ইঙ্গিতে শেষ করিবার জন্য, দুই হাতে হাতকড়ি আঁটিয়া দিলে হাতের অবস্থা যেরূপ হয়, সেইভাবে দুই-হাত একত্র সংযুক্ত করিয়া সে তাহা উর্দ্ধে তুলিল।

ভার্ণির আতঙ্কের পরিচয় পাইয়া মুলিঙ্গার কোন কথা না বলিয়া আরক্তিম নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টিতে ভার্ণির বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে দৃষ্টি দুর্দ্দান্ত কেউটে সাপের দৃষ্টির ন্যায় হিংস্র ও খলতা-পূর্ণ। সেই দৃষ্টির অর্থ সে জানিত।

মুলিঙ্গার ক্ষণকাল পরে দৃঢ়স্বরে বলিল, "তোমাদের কায—আমার আদেশ পালন করা। সে কথা স্মরণ রাখিও। তোমাদের প্রলাপ শুনিবার অবসর আমার নাই"।

ভার্ণি আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

মুলিঙ্গার মাথার পরচুলা বসাইয়া, নাকের নীচে গোঁফ আঁটিল, তাহার পর গালে মুখে রং লাগাইয়া স্বাভাবিক চেহারার পরিবর্ত্তন করিল এবং আয়নায় মুখ দেখিয়া যখন বুঝিতে পারিল, ছদ্মবেশে তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে না, তখন সে কোট পরিয়া ও টুইডের একটা টুপী মাথায় দিয়া ক্যারোকে একগাছা মোটা লাঠি আনিতে আদেশ করিল।

সে লাঠি হাতে লইয়া আর একবার টেবলস্থিত আয়নায় তাহার সর্ব্বশরীর দেখিয়া লইল, এবং খুসী হইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "সাজটা ভালই হইয়াছে! যে দেখিবে, তাহারই ধারণা হইবে, আমি কোন লেখক বা চিত্রকর, অবসর-যাপনের জন্য সপ্তাহের শেষে পল্লী অঞ্চলে বেড়াইতে আসিয়াছি। এই ছদ্মবেশেই কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিব"।

অনন্তর মুলিঙ্গার গৃহত্যাগ করিবার সময় তাহার সহযোগিদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমি বৈকালে এক সময় বাসায় ফিরিব"।

ক্যারো ও ভার্ণি কোন কথা বলিল না, তাহারা চঞ্চল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মুলিঙ্গার দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পূর্ব্বোক্ত কুকুরটা তাহাকে চিনিতে না পারিয়া, 'ঘেউ ঘেউ' শব্দে তাহাকে পূর্ব্ববৎ আক্রমণ করিতে আসিল। কিন্তু তাহার সম্মুখে আসিয়া, তাহার দেহের ঘ্রাণ পাইবামাত্র কুকুরটা চীৎকার বন্ধ করিল, এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে করিতে সরিয়া গেল।

মুলিঙ্গার সেই অট্টালিকার সম্মুখস্থ ময়দান পার হইয়া পথের ধারে

আসিয়া, সতর্কভাবে পথের এ-দিকে ও-দিকে চাহিয়া দেখিল ; কিন্তু কোন দিকে সে জনপ্রাণীও দেখিতে পাইল না। তখন সে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ফ্রিণ্টমেয়ার পল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইল। চলিতে চলিতে তাহার আশঙ্কা হইল—রয়েড হয়ত সেই পান্থনিবাস হইতে প্রস্থান করিয়াছে। তাহাকে সেখানে দেখিতে না পাইলে সকল শ্রম বিফল হইবে এবং যে ফন্দী করিয়া সে রয়েডের সন্ধানে চলিয়াছিল, তাহার সেই ফন্দী ও নিষ্ফল হইবে, মনে করিয়া মুলিঙ্গার পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে রেডলায়নের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

মুলিঙ্গার সঙ্কল্প করিয়াছিল, সে নগরবাসী 'টুরিষ্ট', অবসর-যাপনের জন্য ঘুরিতে ঘুরিতে সেই পল্লীতে আসিয়াছিল, পান্থনিবাস দেখিয়া সেখানে কিছু খাইয়া লইবে স্থির করিয়াই সেখানে উপস্থিত হইয়াছে ; —এই কথা বলিয়া হোটেলওয়ালার সঙ্গে গল্প জমাইয়া লইবে। তাহার পর রয়েড সেখানে থাকিলে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার ব্যবস্থা করিবে।

কিন্তু রেডলায়নের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, কি ভাবিয়া মুলিঙ্গার তাহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিল। সে রেডলায়নের সদর-দরজার কাচের দ্বার দিয়া ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিতেই রয়েডকে একখান চেয়ারে বসিয়া থাকিতে দেখিল। রয়েড তখন একখানি সংবাদপত্র সম্মুখস্থ টেবিলে প্রসারিত করিয়া, অবনত-নেত্রে তাহাই পাঠ করিতেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত সেই কাগজখানি সংবাদপত্র নহে ; তাহা সেই অঞ্চলের নক্সা। সেই নক্সায় তিনি স্থানীয় বিভিন্ন পল্লীর পথ-ঘাট, খামার-বাড়ী প্রভৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিলেন। তিনি রেডলায়নের মালিকের নিকট সেই নক্সাখানি চাহিয়া দেখিতে লইয়াছিলেন ! তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন সেই নক্সায় সেই অঞ্চলের যে সকল বাড়ীঘরের পরিচয় আছে, সেই

সকল বাড়ীঘরে সরকারের সন্দেহভাজন কোনও লোক লুকাইয়া আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য নক্সাখানি তাঁহার পরীক্ষার প্রয়োজন। তাঁহার যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ শুনিয়া হোটেলওয়ালা তাঁহাকে নক্সাখানি দেখিতে দিয়াছিল। বস্তুতঃ, এ বিষয়ে ব্লেক হোটেলওয়ালাকে প্রতারিত করেন নাই।

পান্থনিবাসের বিপরীত দিকে প্রশস্ত আঙ্গিনার এক প্রান্তে দুইখানি পৃথক কুটীর ছিল। কুটীরদ্বয়ের দ্বার-সংলগ্ন 'সাইন বোর্ডে' লেখা ছিল, "এখানে চা ও ভাড়ার জন্য কামরা পাওয়া যায়।"

মুলিঙ্গার রেডলায়নের সদর দরজার কপাটে দুই আঙ্গুলের টোকা দিতেই একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক দ্বার খুলিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে ছদ্মবেশী মুলিঙ্গারের মুখের দিকে চাহিল : মুলিঙ্গার তাহাকে জানাইল—সে এক-জন 'টুরিষ্ট', ভ্রমণোপলক্ষে সেই গ্রামে আসিয়াছিল। সেখানে দুই একদিন বাস করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হওয়ায় সেই পান্থ নিবাসে কোনও কামরা ভাড়া পাওয়া যাইবে কি না; তাহাই সে জানিতে আসিয়াছে।

'টুরিষ্টে'র অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া প্রৌঢ়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া কুটীর দ্বারে আসিয়া বিনীতভাবে তাহাকে জানাইল, কুটীরের সম্মুখের কামরাটি সুসজ্জিত এবং অত্যন্ত আরামজনক। একজন সম্ভ্রান্ত আমেরিকান 'টুরিষ্ট' কয়েকদিন পূর্ব্বে সেখানে আসিয়া, সেই কামরা ভাড়া লইয়াছিলেন। সেখানে তিনি খাসা আরামেই ছিলেন ; কার্য্যোপলক্ষে তিনি পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার পর কামরাটি খালি পড়িয়া আছে। ইচ্ছা করিলে তিনিও সেই কামরায় দুই একদিন বাস করিতে পারেন। নির্জ্জন কক্ষ। ধনাঢ্য ব্যক্তির বাসোপযোগী মূল্যবান আসবাব পত্রে কক্ষটি সুসজ্জিত। সেখানে বাস করিতে তাঁহাকে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না, ইত্যাদি।

মুলিঙ্গার বলিল, পরে সে সেই কামরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। তাহার পর সে হাসিয়া বলিল, "আমার ক্ষুধা বোধ হইয়াছে। আমার জন্য তোমাকে কষ্ট করিয়া কিছু খাবার প্রস্তুত করিতে হইবে। নিশ্চিতই তাহা আমার তৃপ্তিকর হইবে। কিন্তু তোমার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই; তুমি খাবার প্রস্তুত করিতে যাও, ততক্ষণ আমি ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করি। অনেকদূর ঘুরিয়া আমি পরিশ্রান্ত, কিছুকাল বিশ্রামের প্রয়োজন।"

প্রৌঢ়া অন্যদিকে প্রস্থান করিল। মুলিঙ্গার সেই কুটীরে প্রবেশ করিয়া, একখান চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল, এবং পর্দ্দার আড়াল হইতে সেই পর্দ্দার ফাঁক দিয়া হোটেলের উপর লক্ষ্য রাখিল। সে একটি মাত্র কার্য্য প্রণালী অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইয়া সেই হোটেলে আসিয়াছিল। তখন সে অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করিবে, সেরূপ সুযোগ ছিল না, এবং অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহাও সে স্থির করিতে পারিল না। সে ভাবিল, যদি রয়েড পূর্ব্বেই সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়া থাকেন, সে ও তাহার সহযোগিরা ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীকে বন্দী করিয়া 'থি্ অ্যাস্ কার্থের' আড্ডায় লইয়া আসিয়াছে, এবং তাহারা সদলে সেখানে লুকাইয়া আছে, তাহা হইলে তাহাদের সকল ফিকিরই বিফল হইবে, এবং তাহাদের বিপদেরও সীমা থাকিবে না।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মুলিঙ্গার মনে মনে বলিল, তাহা হইলে রয়েড কেবল যে আমাদের সন্ধান লইয়া চলিয়া যাইবে, এরূপ আশা করিতে পারি না। সে পুলিসের নিকট আমাদের গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া তাহাদের ডাকিয়া আনিবে, এবং তাহাদের সাহায্যে আমাদের সকলকে বাঁধিয়া ফেলিবে। কিন্তু রয়েড আমাদের সন্ধান জানিবার জন্য যদি একাকী আসিয়া থাকে, এবং

পুলিসের নিকট কোনও কথা প্রকাশ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে—হাঁ, সম্ভবতঃ সে এইরূপই করিয়াছে ; এ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি ?”

মুলিঙ্গার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। দুই এক মিনিট পরে তাহার চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইল। তাহার মনে হইল, অন্ধকারে সে আলোক দেখিতে পাইয়াছে।

সেই কুটীরের পশ্চাদ্বর্ত্তী কক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রৌঢ়া পাক করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাঁধা মাংসের মিষ্টগন্ধ বায়ু প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া মুলিঙ্গারের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। পাকশালায় বসিয়া প্রৌঢ়া যে সকল বাসন পরিষ্কৃত করিতেছিল, তাহাতে ঠুং-ঠাং শব্দও সে শুনিতে পাইল। সেই সময় সে হোটেলের বহির্দ্বারে দৃষ্টিপাত করিয়া রয়েডকে হোটেলের বাহিরে যাইতে দেখিল। সে দেখিল, রয়েড হোটেলের বাহিরে আসিয়া বামদিকের রাস্তায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মুলিঙ্গার আহারের চিন্তা ত্যাগ করিয়া সেই কুটীর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িল, এবং পথে আসিয়া রয়েডের প্রায় পঞ্চাশ গজ পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল।

রয়েড চলিতে চলিতে গ্রামের প্রান্ত-সীমায় আসিয়া একটি সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। মুলিঙ্গার জানিত, সেই গলি দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই রয়েডকে নির্জ্জন প্রান্তরে উপস্থিত হইতে হইবে। প্রান্তরের সেই অংশ বহুসংখ্যক সঙ্কীর্ণ খাদ পরিপূর্ণ ; সেখানে বিস্তর গর্ত্ত এবং ছোটখাট মৃত্তিকাস্তূপ ছিল। প্রকৃত-পক্ষে, সেই স্থান হইতেই দুর্গম হাওড়ের আরম্ভ। সেই অঞ্চলে কেবল একটিমাত্র পুরাতন ও জীর্ণ খামারবাড়ী ছিল, তাহার নাম লিংক্রুক্।

মুলিঙ্গার দূর হইতে রয়েডের অনুসরণ করিতে করিতে মনে মনে বলিল, “গোয়েন্দাটা লিংক্রুকই তদন্ত করিতে যাইতেছে। আমরা এই

অঞ্চলে আসিয়া সেই খামার বাড়ীতে আড্ডা লইয়াছি কি না, তাহার সন্ধান লইবার মতলবেই রয়েড ঐদিকে চলিয়াছে”।

রয়েড যে পথে চলিতেছিলেন, সেই প্রান্তর পথ কিছু দূরে একটা সঙ্কীর্ণ চৌরাস্তায় মিশিয়াছিল। রয়েড় সেই চৌরাস্তার একটি রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

মুলিঙ্গার সেই পথেও দূর হইতে তাঁহার অনুসরণ করিল। কিন্তু সে সেই রাস্তায় প্রবেশ করিয়াই পার্শ্বস্থিত একটা শুষ্ক নালার ভিতর নামিয়া পড়িল, এবং তাহার ভিতর দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। মুলিঙ্গার সেই অঞ্চলের পথ-ঘাট চিনিত, সে জানিত, সেই নালার ভিতর দিয়া চলিলে তাড়াতাড়ি ঘুরো পথের মাথায় উপস্থিত হইতে পারিবে; কিন্তু রয়েডকে সেই মোটো গলি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতে হইবে, সুতরাং তিনি অনেক বিলম্বে সেই গলির মাথায় উপস্থিত হইবেন।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মুলিঙ্গার যথাসাধ্য দ্রুতগতি সেই নালার ভিতর দিয়া চলিয়া, সেই মেটো পথের বাঁকের মাথায় উঠিয়া আসিল, এবং সেখানে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল। সে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া রয়েডকে দেখিতে পাইল না, কারণ, রয়েড বাঁক ঘুরিয়া আসিতে তখন সেই বাঁকের আড়ালে পড়িয়াছিলেন। মুলিঙ্গার বুঝিতে পারিল, আরও দশ মিনিটের পূর্ব্বে তিনি সেইখানে আসিতে পারিবেন না।

যদি ক্যারো অথবা ভার্ণি সেই সময় মুলিঙ্গারের নিকট উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে মুলিঙ্গারের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিলে তাহাদের ধারণা হইত, হঠাৎ কোনও কারণে তাহাদের সর্দ্দারের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে! মুলিঙ্গার সেই পথের মাথায় দাঁড়াইয়া কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিল, তাহার পর তাহার মাথার পরচুলা ও ঝুটা গোঁফ তাড়াতাড়ি খুলিয়া লইয়া কোটের পকেটে ফেলিল, এবং মুখে যে রঙ্ মাখাইয়া সে মুখ-ভাবের পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, রুমাল দিয়া মুখের বিভিন্ন অংশ ঘষিয়া

ঘষিয়া সেই রং সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিল। এইরূপে ছদ্মরূপ অপসারিত করিয়া সে রয়েডের সহিত সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এই দুঃসাহস প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হইতে তাহার কিছু সময় লাগিল। সে যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইল। রয়েড তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিলেই চিনিতে পারিবেন; তাঁহার মহাশত্রুকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে সম্মুখে দেখিলে রয়েডের মনের ভাব কিরূপ হইবে, তিনি তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন, এবং সে যে কৌশলে তাঁহাকে মৃত্যু-কবলে নিক্ষেপের সঙ্কল্প করিয়া এই নূতন পন্থা অবলম্বন করিল, তাহার সেই কৌশল সফল হইবে কি না, সেখানে দাঁড়াইয়া তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল।

মুলিঞ্জার মনে মনে কহিতে লাগিল, "গোয়েন্দাটা আমাকে দেখিবা-মাত্র চিনিতে পারিবে বটে, কিন্তু সে আমার বলের পরিচয় পাইয়াছে; একাকী আমাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না। সে গোয়েন্দা-গিরি করিতে আসিয়াছে, তাহাই করিবে, নিঃশব্দে আমার অনুসরণ করিবে। আমি এখানে আসিয়াই কোথায় আড্ডা লইয়াছি, তাহা জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছে, মাঠে বাহিরও হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে। সে আমার আড্ডা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে, তাহার পর আমাদের আড্ডার সন্ধান পাইলে, আমাদের ধরিবার জন্য জাল ফেলিবে। যদি আমি গোয়েন্দা হইতাম ও এই ভার গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমি ঠিক এই রকমই করিতাম।"

সে নিস্তব্ধভাবে আরও অনেক কথা চিন্তা করিল, তাহার ললাট হইতে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু ধারাকারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর তাহার গুপ্ত সংকল্প সিদ্ধির জন্য আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া সম্মুখে চলিতে আরম্ভ করিল। সে যে খেলা আরম্ভ করিল, তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু ঘটনাচক্রে কাং গ্যান্ধারের জন্য সঙ্কটপূর্ণ পথে অগ্রসর

হওয়া ভিন্ন তাহার উপায় ছিল না; সে রয়েডকে অদূরে দেখিতে পাইল।

প্রায় একশত গজ অতিক্রম করিয়া মুলিঞ্জার বুঝিতে পারিল, তাহার কৌশল বিফল হয় নাই; কাৎলা টোপ গিলিয়াছে! সে সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া যে সুবিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর দেখিতে পাইল, তাহা সমুদ্র-তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই প্রান্তরটি লবনাক্ত জলাভূমি। অতি ভীষণ হাওড়। কোন মনুষ্য বা পশু সেই প্রান্তরের উপর দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারিত না। কেবল সমুদ্র-বক্ষোবিহারী গল-পক্ষীগুলি কখন কখন ছোঁ মারিয়া কোনও সরীসৃপ বা সেই জাতীয় খাদ্য সংগ্রহের জন্য সেই দুর্গম ভয়াবহ প্রান্তরের ঊর্দ্ধে উড়িয়া বেড়াইত।

কিন্তু সেই প্রান্তরের ভিতর দিয়া একটি অতি সঙ্কীর্ণ অসমান মেটো পথ ছিল। মুলিঞ্জার পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা ফলে সেই পথটি চিনিত। সেই পথ অতি সতর্কভাবে পরীক্ষা করিলে, যাহারা সেই অঞ্চলে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, তাহারাই তাহা চিনিতে পারিত। সেই পথ যে সকল পথিকের অপরিচিত, তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টাতেও সেই পথের সন্ধান পাইত না। মুলিঞ্জার সেই দুর্গম পথে চলিবার সময় আশা করিয়াছিল, রয়েড সেই পথে তাহার অনুসরণ করিবে, পথের সন্ধান না পাইয়া বিপথে পদনিক্ষেপ করিবে, এবং সেই মুহূর্ত্তেই হাওড়ের গভীর পাঁকে পড়িবে; তাহার পর শত চেষ্টাতেও আর উঠিতে পারিবে না। সেই মহাপঙ্কে তাহাকে তলাইয়া যাইতে হইবে, তাহার গোয়েন্দাগিরি করিবার সাধ জীবনের মত মিটিয়া যাইবে। তাহা হইলে মুলিঞ্জারের সকল দুশ্চিন্তার অবসান হইবে। রয়েড পাঁকের ভিতর অদৃশ্য হইলে কাহার পরামর্শে পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে?

মুলিঞ্জার মনে মনে বলিল, "ক্যারো গোয়েন্দাটাকে এইরূপ অসহায় অবস্থায় দেখিতে পাইলে হয়ত গুলী করিত, এবং এই রকম নির্ব্বুদ্ধিতার

জন্য একদিন তাহাকে ফাঁসে ঝুলিতে হইত; কিন্তু আমি? অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া কি আমি কোন কাযে হাত বাড়াই? আমি চিরদিনই বুদ্ধিবলে শত্রুনাশ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছি, কৌশলে কতজনকে হত্যা করিয়াছি, কোন দিন আমার পদতলে একটিও কাঁটার খোঁচা লাগে নাই। কে বলে, অধর্ম্মের পথে চলিলে দুঃখ পাইতে হয়; কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়? একথা যে মিথ্যা, আমার জীবনেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। ধর্ম্ম! ও কেবল কতকগুলা ভণ্ডের বুজরুকি!"

তাহার কথা শুনিয়া ভাগ্যদেবতা অদৃশ্য থাকিয়া হাসিলেন কি না, কে বলিবে? কিন্তু মুলিঙ্গারের হৃদয় আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইল। সে অনেক নর-নারীকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হত্যা করিয়াছিল, কিন্তু হত্যাপরাধের সকল সূত্র সে সুকৌশলে অপসারিত করিয়াছিল। পুলিস কোনও দিন তাহাকে নরহন্তা বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে নাই। ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনই তাহার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছেন। তাহার বিশ্বাস ছিল, ভাগ্যকে সে চিরদিন স্বেচ্ছায় পরিচালিত করিয়া আসিয়াছে।

মুলিঙ্গার সেই হাওড়ের মধ্যস্থলে যখন উপস্থিত হইল, তখন মুক্ত সমুদ্র-প্রবাহিত সুতীব্র বায়ু হিল্লোল তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকের মত তাহার চোখে মুখে বিদ্ধ হইতে লাগিল। সেই হাওড়ের বিস্তার প্রায় তিনশত গজ। মুলিঙ্গারের অনুমান হইয়াছিল, সে হাওড়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে রয়েড হাওড়ে প্রবেশ করিয়া তাহার দশ বারো গজ পশ্চাৎ হইতে তাহার অনুসরণ করিবেন; সেই সময় অদৃশ্য পথের আশে পাশে হঠাৎ পা বাড়াইলেই তাঁহার পদদ্বয় হাওড়ের পাঁকের ভিতর প্রোথিত হইবে, তাহা হইলেই তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

তাহার এই অনুমান মিথ্যা হইল না। মুলিঙ্গার যে পথে

চলিতেছিল, সেই পথের ঠিক মধ্যস্থলে এক ঝাড় উইলো তরু চতুর্দ্দিকে শাখাবাহু প্রসারিত করিয়া বায়ু-প্রবাহে আন্দোলিত হইতেছিল। মুলিঞ্জার সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। সে দেখিল, রয়েড তাহার অনুসরণ করিতে করিতে তাহার দশ বারো গজ পশ্চাতে থাকিতে, ঠিক পথ চিনিতে না পারায় সত্যই হাওড়ের পাঁকে পড়িয়াছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পদদ্বয় হাওড়ের পাঁকের ভিতর হাঁটু পর্য্যন্ত প্রোথিত হইল। রয়েড এক পাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাতে পথের শক্ত মাটী ধরিয়া পাকের ভিতর হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। তিনি যতই ঊর্দ্ধে ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহার পদদ্বয় পাঁকের ভিতর ততই গভীরভাবে বসিয়া যাইতে লাগিল।

মুলিঞ্জার তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বৃথা চেষ্টা, রয়েড! আর তোমাকে ঐ পাঁকের ভিতর হইতে শক্ত মাটিতে উঠিয়া আসিতে হইবে না, আমার আড্ডা খুঁজিয়া বাহির করিবার আশায় বৃথা তুমি আমার অনুসরণ করিয়াছিলে। আজ ঐ পাঁকের নীচেই তুমি জীবিত অবস্থায় সমাহিত হইবে। একবার তুমি নদীগর্ভে ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়া গিয়াছ; কি কৌশলে তুমি মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলে, তাহা জানিতে পারি নাই, জানিবারও চেষ্টা করি নাই; কিন্তু এবার? এবার আর তোমার নিষ্কৃতি নাই। তুমি তোমার অনধিকার চর্চ্চার ফলভোগ কর। আমি—"

মুলিঞ্জারের মুখের কথা মুখেই থাকিল। সে রয়েডের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কথা বলিতে বলিতে সেই উইলোঝাড় পার হইবার জন্য অন্যমনস্কভাবে পথের এক পাশে পা বাড়াইতেই তাহারও পদদ্বয় হাওড়ের পাঁকের ভিতর বসিয়া গেল। মুলিঞ্জার হঠাৎ নির্ব্বাক হইয়া

সভয়ে উভয় বাহু প্রসারিত করিল, এবং দুই হাতে উইলো-শাখা ধরিয় পথে উঠিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহারও পদদ্বয় গভীর পাঁকে ততই ডুবিয়া যাইতে লাগিল। তাহার উদ্ধারের কোন উপায় রহিল না। হাওড়ের সেই দল্‌দলে আটাল পাঁক হাওড়ের হাড়গিলের মত ক্রমশঃ তাহার উভয় উরু পর্য্যন্ত গ্রাস করিল।

৯

যঃ পলায়তি স জীবতি

মুলিঙ্গার হাওড়ের পাঁকে পড়িয়া সেই পাঁক হইতে উঠিবার আশায় পথ প্রান্তবর্ত্তী উইলো শাখা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিবার জন্য বাহুদ্বয় প্রসারিত হইল বটে, কিন্তু সে পদস্খলিত হইয়া দূরে সরিয়া গিয়া পাঁকে প্রোথিত হওয়ায়, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বৃক্ষশাখা ধরিতে পারিল না। সুতরাং সে এবং রয়েড কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে থাকিলেও, হাওড়ের মহাপঙ্কে পড়িয়া উভয়কেই পঙ্কনিমগ্ন হস্তীর ন্যায় বিপন্ন হইতে হইল। রয়েড উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া কঠিন মৃত্তিকায় করতল স্থাপন করিলেন, এবং বাহু পেশীর সাহায্যে উর্দ্ধে উঠিবার জন্য যতই ঝাঁকুনি দিতে লাগিলেন, ততই গভীরভাবে পাঁকের ভিতর প্রোথিত হইতে লাগিলেন। উভয়েরই দেহের পাশ দিয়া রাশি রাশি পাঁক বজ-বজ্ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া তাঁহাদের জানু পর্য্যন্ত গ্রাস করিল।

মুলিঙ্গার প্রাণভয়ে মুখ বিকৃত করিল। তাহার ললাট-নিস্যন্ত ঘর্ম্মধারায় মুখমণ্ডল প্লাবিত হইল; কিন্তু বৃক্ষশাখা ধরিবার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। সে দুই হাত বাড়াইয়া আঁকু বাঁকু করিতে লাগিল; ইহাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার কোমর পর্য্যন্ত সেই মহাপঙ্কে প্রোথিত হইল। সে পথের দিকে ঝুঁকিয়া উভয় হস্ত প্রসারিত করিলেও উইলো বৃক্ষের শাখা তাহার প্রসারিত অঙ্গুলী হইতে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি দূরে রহিল। কিন্তু সে পাঁচ ইঞ্চির ব্যবধান সে এক মাইলের অপেক্ষা অল্প মনে করিতে পারিল না। কাহারও হস্তের মাংস পেশী ও শিরা উপশিরা তাহা অপেক্ষা অধিক দূর প্রসারিত হইতে পারিত না। উইলো শাখায় মুলিঙ্গারের অঙ্গুলী স্পর্শ হইল না।

অবশেষে রয়েডের কোমর পর্য্যন্ত সেই পাঁকের ভিতর বসিয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কোন চেষ্টাই সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু-সমূহ তাঁহার ললাট সিক্ত করিল; কিন্তু তাঁহার মুখের ভাবান্তর লক্ষিত না, তাঁহার নীলনেত্রে মানসিক চাঞ্চল্যও পরিস্ফুট হইল না।

রয়েড মুলিঙ্গারের দিকে চাহিয়া তাহারও সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "বৃথা চেষ্টা মুলিঙ্গার, আজ তোমারও শেষ!"

মুলিঙ্গার সক্রোধে বলিল, "তুমি গোল্লায় যাও। তুমি পাঁকের ভিতর তলাইয়া গিয়াছ দেখিলে আমার সকল চেষ্টা সফল হইবে।"

রয়েড বলিলেন, "গোল্লায় আগে আমি যাইব কি তুমি যাইবে, তাহা কে বলিবে? পাঁকের ভিতর হইতে উঠিতে পারিলে ত তোমার চেষ্টা সফল হইবে।"

"উঠিতে পারি কি না দেখ", বলিয়া মুলিঙ্গার দুই হাত বাড়াইয়া উইলো-শাখা ধরিবার জন্য পুনর্ব্বার চেষ্টা করিল; কিন্তু বৃক্ষশাখা তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে যতদূরে ছিল, তত দূরেই রহিয়া গেল।

তাহার চেষ্টা বিফল হইতে দেখিয়া রয়েড মৃদু হাসিলেন। তাঁহার মনে হইল, ভাগ্যদেবী সুবিচারের প্রতি সর্ব্বদা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না।

চেষ্টা পুনঃ পুনঃ বিফল হওয়ায় মুলিঙ্গার দুই তিন মিনিট নিশ্চেষ্ট-ভাবে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিল, সেই সময়ের মধ্যে পাঁক তাহার কোমরের আরও কিছু ঊর্দ্ধে উঠিল। মুলিঙ্গার কি ভাবিয়া তাহার কোটের কিয়দংশ ঘাড়ের নিকট হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; কিন্তু তাহার কোটের যে অংশ পঙ্কে প্রোথিত হইয়াছিল, তাহা টানিয়া পাঁকের ঊর্দ্ধে তুলিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা ছিল—সে তাহা

টানিয়া তুলিয়া পাঁকের উপর প্রসারিত করিবে; কিন্তু তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। অবশেষে সে যথাসাধ্য চেষ্টায় জ্যাকেটটা খুলিয়া লইয়া, তাহাই সম্মুখের পাঁকের উপর প্রসারিত করিল। মুলিঙ্গার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, সেই বস্ত্রখণ্ডের উপর বাঁ হাত রাখিয়া, ডান হাতখানি বৃক্ষশাখার দিকে প্রসারিত করিল। রয়েড তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। বাঁ হাত সেই কাপড়ের উপর থাকায় পূর্ব্ববৎ তাহা পাঁকে ডুবিবার আশঙ্কা ছিল না, এইজন্য মুলিঙ্গার আশা করিয়াছিল, বাঁ হাতে এইভাবে জোর পাইলে সে ডান হাতখানি গাছের দিকে আরো একটু অধিক দূর বাড়াইতে পারিবে, এবং এই উপায়ে বৃক্ষশাখা ধরিতে পারিবে।

এই সময় একটা উদ্দাম ঝটিকায় উইলো বৃক্ষের শাখাগুলি আন্দোলিত হওয়ায় একটি শাখা মুলিঙ্গারের হাতের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িতেই সে তাহা ধরিয়া ফেলিল। সে তাহা মুঠায় পুরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই শাখাটি অবলম্বন-দণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া, পাঁকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার এই চেষ্টার ফলে তাহার দেহের চতুর্দ্দিকস্থ পঙ্করাশি, যেন শিকার হাতছাড়া হইল ভাবিয়া, ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। উইলোর ক্ষীণ শাখাটি সবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল, এবং যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার ভাঙ্গিবার আশঙ্কা প্রবল লইল।

মুলিঙ্গার প্রথমে যে শাখাটি ধরিয়াছিল, তাহার সাহায্যে পাঁকের ভিতর হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়া প্রসারিত হস্তে একটি স্থূলতর শাখা ধরিয়া ফেলিল, ইহাতে সে অপেক্ষাকৃত অধিক বল পাইল এবং পাঁকের ভিতর হইতে দেহের নিম্নাংশ উর্দ্ধে তুলিয়া উভয় হস্তে সেই শাখা ধরিয়া শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। তাহার দেহের ভারে সেই শাখাটি আন্দোলিত হইতেছিল। যাহা হউক, মুলিঙ্গার সেই পঙ্করাশির

পার্শ্বস্থিত পথটি লক্ষ্য করিয়া, বৃক্ষশাখা ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে সেই পথের উপর লাফাইয়া পড়িল। দল্ দলে্ আঁঠাল পাঁকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হওয়ায়, তাহাকে বিকটাকার ভূতের মত দেখাইতে লাগিল। মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া, সে রণজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্ব দৃষ্টিতে অসহায়, বিপন্ন রয়েড়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিল।

সেই সময় রয়েডের সমগ্র দেহের নিম্নাংশ বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত পাঁকের ভিতর প্রোথিত হইয়াছিল। পঙ্করাশির নিষ্ঠুর আলিঙ্গন পাশ হইতে মুক্তিলাভের কোন উপায় না দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে মুলিঙ্গারের আত্মপ্রসাদে উল্লসিত মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার চক্ষুতে আতঙ্ক বা মানসিক চাঞ্চল্য প্রতিফলিত হইল না।

বিড়াল যেমন পলায়নে অসমর্থ নিরুপায় কোন ঠেসা ইঁদুরের দিকে চাহিয়া আস্ফালন করে, মুলিঙ্গার তাঁহার সঙ্কটজনক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ আস্ফালন করিতে লাগিল।

মুলিঙ্গার সগর্ব্বে বলিল, "তোমার অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে রয়েড! কাহাকে পাঁকে ডুবিতে হইবে, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছ কি? আমি ত বাঁচিয়া গিয়াছি, হাওড় হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি; তোমাকেই ডুবিয়া মরিতে হইবে; হাঁ, তোমার মৃত্যু সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। আর কয়েক মিনিট পরেই তুমি ডুবিয়া মরিবে, আমি নিশ্চিন্ত হইব। আমার আশা পূর্ণ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। হা, হা, কি মজা!"—তাহার বিকট হাস্যে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল।

রয়েড তাহার কথা শুনিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না; তাঁহার বলিবারও কথা ছিল না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া, তাঁহাকে অধিকতর মর্ম্মাহত করিবার জন্য মুলিঙ্গার হাসি বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "এখন শেষ বার তোমার রক্ষাকর্ত্তা ঈশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া লও।

শুনিয়াছি, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, অন্তর্য্যামী। তিনি তোমার মনের কষ্ট বোধ হয় জানিতে পারিতেছেন, কিন্তু তাঁহার বাপেরও সাধ্য নাই যে, ঈশ্বরের বাবা কেহ থাকিলে, সে তোমার প্রতি সদয় হইয়া মৃত্যুমুখ হইতে তোমাকে রক্ষা করিবে। না, এবার আর তোমার উদ্ধার নাই। কাহার সঙ্গে তুমি চালাকী করিতে আসিয়াছিলে, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। আর কয়েক মিনিট পরে পাঁকের ভিতর তোমার থুৎনি পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইবে, তাহার পর তোমার মুখ। তোমার নাকে মুখে পাঁক ঢুকিবে, তখন তোমার আর শ্বাস-প্রশ্বাসের শক্তি থাকিবে না, সে পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহার তুই চারি মিনিট পরে তোমার কাণে পাঁক ঢুকিয়া কাণের ফুটা বুজিয়া যাইবে। তুমি তখনও হয়ত পাঁকের উপর মাথাটা চাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু যাহার নাক, মুখ, কান পর্য্যন্ত পাঁকে ডুবিয়া যাইবে, সে মাথা চাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া কি ফল পাইবে? তাহা অপেক্ষা নিশ্চিন্ত মনে ওপারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়াই তোমার কর্ত্তব্য।”

তাহার পরিহাস-পূর্ণ কঠোর উক্তি শুনিয়াও ব্লেড বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না; কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি তাহার এই প্রকার অবজ্ঞার পরিচয় পাইয়া তাঁহার মন ক্ষোভে পূর্ণ হইল। তিনি স্থির করিলেন, মৃত্যু আসন্ন হইলেও তিনি ভয়ের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিবেন না, তাহা হইলে সেই নরপিশাচ পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন না। এই চিন্তায় তিনি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়া মুলিঞ্জারকে অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, “দেখ মুলিঞ্জার, আমি এখনও ত মরি নাই, তবে তোমার এত স্ফুর্ত্তির কারণ কি? হাঁ, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তোমার মত অবিশ্বাসী, ঈশ্বরবিদ্বেষী নরপিশাচ যাহা অসম্ভব, অসাধ্য মনে করে, তাঁহার ইচ্ছায় মুহূর্ত্তে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা তোমার ধারণা করিবার শক্তি নাই। মূঢ়! তুমি জয়লাভ করিয়া গর্ব্ব অনুভব

করিতেছ, কিন্তু এই গর্ব্ব স্থায়ী হইবে না। তুমি দীর্ঘকাল নিরাপদ থাকিতে পারিবে, এরূপ আশা করিও না। তোমার মত নরপিশাচের পরিণাম চিরদিনই শোচনীয় হইয়া থাকে, তোমাকেও ধরা পড়িয়া অবশেষে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।”

মুলিঞ্জার রয়েডের কথা শুনিয়া, যেন অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়াছে, এইভাবে হো হো করিয়া হাঁসিয়া বলিল, “আমাকে ধরা পড়িয়া শেষে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে—ইহাই তোমার ভবিষ্যদ্বাণী! তোমার এই বাণী সফল হউক না হউক, আমাকে শাস্তি দেওয়া ত তোমার সামর্থ্যে কুলাইবে না। তুমিত আর কয়েক মিনিটের মধ্যে শিঙ্গা ফুঁকিবে তবে আর আমি কাহার তোয়াক্কা রাখি? তোমার এই অন্তিম মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে বলিয়া যাইব, আমি ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িণীকে ধরিয়া আনিয়া কোথায় বাঁধিয়া রাখিয়াছি। পুলিসের কোনও কুকুর তাহাদের সন্ধান পাইবে না। তোমার মৃত্যুর পর যদি তোমার অভিশপ্ত আত্মা গোয়েন্দাগিরি করিয়া আমার কবল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।”

এই কথা বলিয়া মুলিঞ্জার করতালি দিয়া সেই পথের উপর নৃত্য করিতে লাগিল, আনন্দের বেগ সংবরণ করা যেন তাহার অসাধ্য হইয়াছিল

মুলিঞ্জার নৃত্য বন্ধ করিয়া বলিতে লাগিল, “হাঁ, কোথায় তাহাদের দুইজনকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি, তোমার এই অন্তিম মুহূর্ত্তে তাহা তোমার নিকট অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি। আমি জানি, এ জীবনে তুমি আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে পারিবে না। ক্রিণ্টমেয়ারের অদূরবর্ত্তী ফ্রি অ্যাস ফার্ম্মে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। আর একঘণ্টার মধ্যেই ল্যাংটনের প্রণয়িণীর পিঠে শপাশপ্ চাবুক পড়িতে আরম্ভ হইলেই ল্যাংটন—”

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মুলিঙ্গার হঠাৎ নীরব হইল। তাহার হাস্য-পরিহাস হঠাৎ ভীষণ ক্রোধে পরিণত হইল। সে কিছু দূরে কি একটা জিনিষ দেখিতে পাইয়া নির্ব্বাকভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

মুলিঙ্গারকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া দূরে চাহিতে দেখিয়া রয়েড সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সহসা যেন তাঁহার আড়ষ্ট দেহে তড়িৎ প্রবাহের সঞ্চার হইল, তাঁহার হৃৎপিণ্ড সবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই হাওড়ের প্রান্তভাগে মাঠের ভিতর একজন অশ্বারোহীকে দ্রুতবেগে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলেন। অশ্বারোহীকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, সে সাধারণ কৃষক। সে যেরূপ বেগে অশ্ব পরিচালিত করিতেছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইল, সে তাঁহার উদ্ধারের জন্যই সেই দিকে আসিতেছিল। রয়েড অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "জয় জগদীশ্বর, তোমার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়, ইহা আমি কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্যও অবিশ্বাস করিতে পারি নাই। যে অনাথ, নিরাশ্রয় তোমাকে ভুলিয়া থাকে, তোমার অনন্ত করুণায় যাহার নির্ভর করিবার শক্তি নাই, তাহাকেও তুমি ত্যাগ করিতে পার না, প্রভু।"

মুলিঙ্গার এই দৃশ্য দেখিয়া উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া যেন বায়ু আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর পকেটে হাত দিয়া কোন পকেটেই তাহার রিভলভার পাইল না। তখন সে বুঝিতে পারিল, যে সময় সে উইলো শাখা ধরিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় রিভলভারটা অজ্ঞাতসারে তাহার পকেট হইতে স্খলিত হইয়া, হাওড়ের পাঁকের ভিতর পড়িয়া তলাইয়া গিয়াছিল। সেই বৃক্ষশাখা ধরিবার জন্যই তখন তাহার প্রবল আগ্রহ; তাহার সকল চিন্তা তখন সেই দিকেই কেন্দ্রীভূত হওয়ায় রিভলবার কখন তাহার

পকেট হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। রিভলভারটি তাহার পকেটে থাকিলে সে রয়েডকে হত্যা না করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিত না। তাহার ইচ্ছা হইল, সে রয়েডের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে পাঁকের ভিতর প্রোথিত করিবে; কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, রয়েড তখন দূরে পাঁকের ভিতর দাপাদাপি করিতেছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কৃষক হাওড়ের প্রান্তে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল এবং যে ভাবে পঙ্করাশির অভ্যন্তরস্থ সঙ্কীর্ণ পথে আসিল, তাহা দেখিয়া, রয়েড বুঝিতে পারিলেন, সেই পথ তাহার সুপরিচিত। তাহাকে হাওড়ের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া মুলিঙ্গারের হৃদয় ক্রোধে ও আতঙ্কে পূর্ণ হইল। নিরস্ত্র মুলিঙ্গার বুঝিতে পারিয়াছিল, আগন্তুক সশস্ত্র। যদি সে মুলিঙ্গারকে গুলি করে, তাহা হইলে সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না, হয়ত গুলীর আঘাতে তাহাকে খোঁড়া হইয়া সেই স্থানেই পড়িয়া থাকিতে হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া মুলিঙ্গার হাওড়ের অপর প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণের জন্য বিপরীত দিকে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

কৃষক রয়েডের অদূরে উপস্থিত হইলে রয়েড তাহার হস্তে অশ্বের লাগাম দেখিতে পাইলেন। সে হাওড়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে লাগামটি অশ্বের মুখ হইতে খুলিয়া লইয়া তাহা দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল; সেই লাগাম লইয়া সে রয়েডের নিকটে আসিয়া লাগামের একপ্রান্ত রয়েডের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। রয়েডের গলা পর্য্যন্ত তখন পাঁকের ভিতর নিমগ্ন হইলেও তিনি হাত দুইখানি মাথার উপর তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে সেই লাগাম চাপিয়া ধরিলেন।

কৃষক তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিল "ভয় নাই কর্ত্তা,

আপনি জোর করিয়া লাগাম ধরিয়া থাকুন, উহা ছিঁড়িবার ভয় নাই। আমি দুই মিনিটের মধ্যেই আপনাকে টানিয়া তুলিব।

কৃষক বলবান। সে যাহা বলিল, তাহার সেই কথা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইল। সে সেই লাগামের অপর প্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া রয়েডকে পঙ্কের ভিতর হইতে টানিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পথের উপর তুলিয়া ফেলিল।

দশ মিনিট পরে রয়েড ফ্লিণ্টমেয়ারের পথে অগ্রসর হইলেন। স্থানীয় পুলিসের সাহায্য গ্রহণই তিনি তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন; কারণ অতঃপর কোন বিষয় পুলিসের নিকট গোপন রাখা সঙ্গত বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িণী মুলিঙ্গারের ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইয়াছে, সুতরাং যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাদের জীবন বিপন্ন হইতে পারে। এ অবস্থায় তাড়াতাড়ি পুলিসের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত তাঁহার নিজের চেষ্টায় তাহাদের উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা ছিল না।

রয়েড মনে মনে বলিলেন, "মুলিঙ্গার এইবার শেষ চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। আমার আর জীবনের আশা নাই মনে করিয়াই সে ফ্রি অ্যাসের খামার-বাড়ী সংক্রান্ত গুপ্ত কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু সে হাওড়ের পাঁক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া পলায়নের পূর্ব্বে জানিয়া গিয়াছে, আমি অবিলম্বেই নিরাপদ হইয়া তাহাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব; এই জন্য সে [illegible] শীঘ্র সম্ভব সঙ্কল্প সিদ্ধি করিয়া দূরে বহুদূরে পলায়নের চেষ্টা করিবে। তাহার এই দুরভিসন্ধি আমাকে বিফল করিতেই হইবে। পরমেশ্বর কি ভাবে হঠাৎ মানুষের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহার লীলা-খেলা কিরূপ বিচিত্র, মানব-কল্পনা তাহা ধারণা করিতে পারে না।

রয়েড ফ্লিণ্টমেয়ারে হোলিংহামের বিভাগীয় পুলিসের সহিত সাক্ষাৎ

করিলেন। তদন্তাধীন বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যুবক ইন্‌স্পেক্টর বেল চারিজন কনষ্টেবলসহ একখানি মোটর কারে রয়েডের নিকট উপস্থিত হইলেন।

রয়েড যে মোটর কারে মুলিঙ্গারের সন্ধানে আসিয়াছিলেন, সেই শকটখানি ক্ষুদ্র, তাহাতে দুই জনের মাত্র বসিবার স্থান ছিল। রয়েড সেই গাড়ীতে ইন্‌স্পেক্টর বেলকে তুলিয়া লইয়া কনষ্টেবল চারিজনকে অন্য গাড়ীতে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন, রয়েড ফ্রি অ্যাসের খামার-বাড়ী অভিমুখে তাঁহার শকট পরিচালিত করিলেন। তিনি ইন্‌স্পেক্টর বেলের নিকট ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িণীর বিপদ সংক্রান্ত সকল কথাই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছিলেন।

গাড়ীতে বসিয়া রয়েড ইন্‌স্পেক্টর বেলকে বলিলেন,"ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িণীর সঙ্কটজনক অবস্থার কথা আপনি জানিতে পারিয়াছেন। খামার-বাড়ীতে দস্যুদের আড্ডায় তাহাদের দলের কত লোক আছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; তবে মুলিঙ্গার তাহার দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য একাকী আসে নাই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। তাহাদের বিপদ অনিবার্য্য, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহারা হয়ত তাড়াতাড়ি আড্ডা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। আমি হাওড় হইতে উদ্ধার লাভ করিবার পূর্ব্বেই মুলিঙ্গার পাঁকের ভিতর হইতে উঠিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছিল সুতরাং সে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় আড্ডা ত্যাগের জন্য উৎসুক হইয়া থাকিলে তাহার সুযোগের অভাব হয় নাই। তবে যদি তাহারা এখনও সেখানে থাকে, এবং আমরা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাহারা যে বে-পরোয়া গুলী চালাইবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এইজন্য আমার মনে হয়, তাহাদের আড্ডার কিছুদূরে গাড়ী রাখিয়া, পদব্রজে তাহাদের আড্ডায় উপস্থিত হইয়া আমরা হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেই কাযটি সঙ্গত হইবে।

ইন্‌স্পেক্টর বেল অল্পদিন পূর্ব্বে পুলিসের চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলেন, রয়েড বহুদর্শী পুরাতন ডিটেক্‌টিভ, এজন্য ইন্‌স্পেক্টর বেল রয়েডের উপদেশে পরিচালিত হওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন, বিশেষতঃ মুলিঙ্গার সম্বন্ধে রয়েডের অভিজ্ঞতা অনেক অধিক ছিল।

রয়েডের মোটর-কার খামার বাড়ীর কিছু দূরে থাকিতেই ইন্‌স্পেক্টর বেল তাহার সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের দিকে চাহিয়া রয়েডকে বলিলেন, "আশা করি, দস্যুরা এতশীঘ্র পলায়ন করে নাই।"

কিন্তু তাঁহার এই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন হইল। মুলিঙ্গার হাওড় হইতে যেরূপ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা দেখিলে মনে হইত, তাহাকে ভূতে তাড়া করিয়াছিল। সে তাহার সহযোগী ভার্ণি ও ক্যারোকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে আড্ডায় প্রবেশ করিয়াছিল।

ভার্ণি ও ক্যারো ব্যগ্রভাবে মুলিঙ্গারের সম্মুখে আসিলে মুলিঙ্গার হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "গাড়ীতে শীঘ্র পেট্রল ভরিয়া লও, তাহার পর সেই ছোড়া-ছুঁড়িকে দোতলা হইতে নীচে টানিয়া আনিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠাও, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

ক্যারো তাহার বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইল, সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি আড্ডা হইতে যাইবার সময়—"

মুলিঙ্গার তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "চুপ কর আহাম্মক! শীঘ্র আমার আদেশ পালন কর, আর দশ মিনিট বিলম্ব হইলে, সেই কুকুরটা—গোয়েন্দা রয়েড এক পল্টন পুলিস সঙ্গে আনিয়া আমাদের সকলকে বাঁধিয়া ফেলিবে। তাহার পর যাহা হইবে, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছিস্ না গাধা?"

ক্যারো আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুতবেগে মুলিঙ্গারের আদেশ পালন করিতে চলিল।

ভার্ণি তখনও মুলিঞ্জারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। মুলিঞ্জারের মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে সে ঘামিয়া উঠিয়াছিল।

মুলিঞ্জার দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কর্কশস্বরে বলিল, "তুমি কি খোঁড়া হইয়াছ? না, তোমার পায়ে পক্ষাঘাত হইয়াছে? দলের অন্য সকলকে শীঘ্র এখানে পাঠাইয়া দাও। যাও, এই মুহূর্ত্তে আমার আদেশ পালন কর।"

ভার্ণি আতঙ্ক-বিহ্বল চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে মুলিঞ্জারের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিলে, মুলিঞ্জার তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুছাইয়া প্যাকবন্দী করিতে লাগিল। সেই সময় তাহার অন্য চারিজন অনুচর সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

মুলিঞ্জার অতি অল্প কথায় তাহাদিগকে তাহাদের বিপদের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলে, তাহাদেরও সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল। তাহাদের হৃৎকম্প হইল। তাহাদের একজন অস্ফুটস্বরে বলিল, "এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে, কর্ত্তা!"

মুলিঞ্জার বিকট মুখভঙ্গী করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "আমাদিগকে কি করিতে হইবে কর্ত্তা! এখানে বসিয়া হুইস্কির সঙ্গে চপ-কাট্‌লেট্‌ গিলিতে হইবে! গাধা, উল্লুক! যা, শীঘ্র এখান হইতে সরিয়া পড়। যদি জেলে ঢুকিবার ইচ্ছা না থাকে ত সকলে আলাদা আলাদা হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া চম্পট দে। দল বাঁধিয়া একসঙ্গে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিস, কি ধরা পড়িয়াছিস, পুলিস তোদের হাতে লোহার বালা পরাইয়া সকলকে গারদে পুরিবে। আলাদা আলাদা হইয়া সরিয়া পড়িলে তোদের ধরা পড়িবার ভয় থাকিবে না, কারণ, রয়েড তোদের কাহাকেও চেনে না; তোদের হঠাৎ দেখিতে পাইলেও মনে করিবে, তোরা এই গ্রামেরই লোক, সাংসারিক কাযে স্থানান্তরে যাইতেছিস। আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছিস? তাহার পর তোরা"—

মুলিঙ্গার হঠাৎ নীরব হইয়া কি ভাবিল, এবং একটি নূতন আড্ডার নাম করিয়া বলিল, "সেখানে আগামী বুধবার বেলা বারোটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করিস্। মনে থাকে যেন, আগামী বুধবার বেলা বারোটার সময়"।

তাহার কথা শুনিয়া তাহার এই সকল অনুচর—সেই ভাড়াটে গুণ্ডার দল কোন কথা না বলিয়া অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করিতে লাগিল, আতঙ্কে তাহাদের সকলেরই চক্ষু বিস্ফারিত। তাহারা পলাইতে পারিলেই বাঁচে, তখন তাহাদের এইরূপ ভাব।

মুলিঙ্গার তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "আমার কথাগুলা কাণে ঢুকিয়াছে কি? তোদের বাঁচিবার একটিমাত্র উপায় আছে, তাহা বলিয়াছি; এক কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে চাহি না। ইচ্ছা হয়, আমার উপদেশ পালন কর, না হয়, পুলিসের হাতে ধরা দিয়া, জেলে যা। আমার তাহাতে লাভ-লোকশান নাই।"

মুলিঙ্গার তাহার কাঠের সিন্দুক হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া লইয়াছিল, তাহা সে সেই কক্ষের দ্বারের দিকে প্রসারিত করিয়া স্থানীয় অনুচরগণকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিল।

ভার্ণি তখনও সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। মুলিঙ্গারের ইঙ্গিতে অন্যান্য দস্যু প্রস্থান করিলে, সে ভার্ণিকে বলিল, "যাও, তুমি ক্যারোর সাহায্যে বন্দীদের শীঘ্র এখানে হাজির কর। ক্যারো কেন এত বিলম্ব করিতেছে?"

ভার্ণি অদৃশ্য হইলে মুলিঙ্গার আরও কতকগুলি জিনিষ বাক্স হইতে বাহির করিয়া ব্যাগে পুরিল। সেই সময় সে সেই কক্ষের মুক্ত বাতায়ন পথে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া পুনঃ পুনঃ মাঠের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার ভ্রূকুটি-কুটিল চক্ষু ও মুখ ক্ষুধাতুর শ্বাপদ জন্তুর চোখ-মুখের মত অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন নানা প্রকার

দুশ্চিন্তায় বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহার আশঙ্কা হইল, নগরে তাহার যে আফিস ছিল, পুলিস হয়ত সেখানে হানা দিয়া খানা-তল্লাস আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল দস্যু তাহার আফিসের কর্ম্মচারী সাজিয়া সেখানে তাহার আদেশ-পালনে নিযুক্ত ছিল, তাহারা পলায়নের সুযোগ না পাওয়ায় সম্ভবতঃ পুলিসের হস্তে বন্দী হইয়াছে, এবং সে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সকল জালিয়াতি করিয়াছে, উৎপীড়নের ভয় দেখাইয়া অসংখ্য সম্ভ্রান্ত নরনারীর নিকট যে ভাবে উৎকোচ আদায় করিয়াছে, পুলিসের খানাতল্লাসীর ফলে তাহার সকল প্রমাণই হয়তঃ পুলিসের হস্তগত হইয়াছে, এবং তাহার ব্যবসায়-বাণিজ্যের অন্তরালে কি ভীষণ অপরাধ প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা জানিতে পারিয়া নগরের পুলিস চতুর্দ্দিকেই হয় ত তাহার সন্ধানে ফিরিতেছে। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত একটি বিষয়ে সে হতাশ হয় নাই। তাহার মনে হইল, যেথ্রো ল্যাংটনের ফটোর যে ফ্রেমখানি সে হস্তগত করিয়াছিল, সেই ফ্রেমের ফটো যদি সে কোন কৌশলে তাহার বন্দী ল্যাংটনের নিকট হইতে আদায় করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সকল চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম সফল হইবে; কিন্তু যদি সে অবিলম্বে তাহা সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি দেশান্তরে পলায়ন করিতে না পারে—”

ক্রোধে ক্ষোভে তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া পদাহত কেউটে-সাপের মত গজ-রাইতে লাগিল। তাহার পর সে খেঁকী কুকুরের মত দাঁত বাহির করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, “আমি নির্ব্বিঘ্নে সকল কায শেষ করিতে পারিতাম, কিন্তু পুলিসের ঐ কুকুর রয়েড—”

তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে ক্যারো তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে জানাইল, শকট প্রস্তুত। ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িণীকে দৃঢ়ভাবে রজ্জুবদ্ধ করিয়া এবং তাহারা চীৎকার করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের মুখ পয্যন্ত বাঁধিয়া তাহাদিগকে গাড়ীর

পশ্চাতে আসনে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের নড়িবারও শক্তি নাই, পলায়নের চেষ্টা ত দূরের কথা।

এই সংবাদে মুলিঙ্গারের ক্রোধ-প্রদীপ্ত মুখ সংযতভাব ধারণ করিল। সে ক্যারোকে স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "চল ক্যারো, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হবে না। তুমিই গাড়ী চালাইবে। ভার্ণি, তুমি ক্যারোর পাশে বসিবে"।

তাহারা তিন জনেই মুলিঙ্গারের শকটে আরোহণ করিতে চলিল।

মুলিঙ্গার ভার্ণিকে গাড়ী চালাইতে বলিল বটে, কিন্তু গাড়ী লইয়া কত দূরে কোথায় যাইতে হইবে, তাহা বলিল না; তাহার মন তখন এরূপ উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত যে, প্রধান কথাই সে বলিতে ভুলিয়া গেল!

ক্যারো তাহার ভীষণ মুখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমাকে ত গাড়ী চালাইবার ভার দিলে; কত দূরে কোথায় যাইতে হইবে, তাহা কি আমাকে গণিয়া স্থির করিতে হইবে? ও বিদ্যা আমি শিখিতে পারি নাই, পারিলে বোধ হয় এত দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না।

মুলিঙ্গার তীব্রস্বরে বলিল, "কাপুরুষরাই দুঃখে কষ্টে অভিভূত হইয়া জীবনের ভার দুর্ব্বহ মনে করে। বিনা কষ্টে কাহারও উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয় না। আমার দুর্ভাগ্য যে, তোমাদের মত ভীরুর দল আমার সহকারী। কিন্তু এখন তোমাদের তিরস্কার করা বৃথা। আমরা এখন ইসপ-উইচেকীলের আড্ডায় যাইব, তাহাই আমাদের লক্ষ্যস্থল। ইস্‌প-উইচে গাড়ী চালাও। সদর রাস্তা ছাড়িয়া গলিপথে চল।"

ক্যারো গুম হইয়া গাড়ীতে বসিয়া সেই সুসজ্জিত সুবৃহৎ শকট মুলিঙ্গারের ইঙ্গিত অনুসারে চালাইতে আরম্ভ করিল। মুলিঙ্গার ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িণীকে দুই পাশে রাখিয়া মধ্যস্থলে বসিয়াছিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে পর্য্যায়ক্রমে সে উভয়েরই মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার নির্নিমেষ নেত্রের দৃষ্টি সর্পের দৃষ্টির ন্যায় খলতাপূর্ণ। তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য প্রণয়ী-যুগলকে সেই স্থানে হত্যা করিতে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু সে জানিত, তাহাদিগকে হত্যা করিলে তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। এইজন্য শকটের ভিতর তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে তাহার আগ্রহ হইল না।

ওলিভার কীল মুলিঙ্গারের অন্যতম এজেণ্ট। সে মুলিঙ্গারের ন্যায় সাধু ব্যবসায়ী। অরওয়েল নদীতীরে তাহার একটি উদ্যানভবন সংস্থাপিত ছিল, তাহার একদিকে ইস্‌প-উইচ, অন্য দিকে সমুদ্রতট। এই নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে মুলিঙ্গারের প্রেরিত জাল। নোটগুলি দেশের সেই অংশে প্রচারিত করিত।

মুলিঙ্গার রয়েডের ভয়ে ক্রি-অ্যাসের খামার-বাড়ীর আড্ডা হইতে পলায়ন করিবার পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল, বন্দীযুগলকে সঙ্গে লইয়া সে তাহার পরম বন্ধু কীলের উদ্যান ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এবং সেই স্থানে তাহার বন্দিনীর প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে ল্যাংটন প্রণয়িনীর নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া ফটোখানি তাহাকে প্রদানের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবে। তারপর সে সেই যুবক-যুবতীকে সেই উদ্যান ভবনে—

এই কথা চিন্তা করিতে করিতে মুলিঙ্গার মাথা ঘুরাইয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সেই সময় মুলিঙ্গারের 'বেঁজলেট' শকট একটা গলি হইতে বাহির হইয়া, সুপ্রশস্ত রাজপথের সহিত সমকোণে (**at right angles**) অবস্থিত আর একটি গলির ভিতর সবেগে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল।

মুলিঙ্গারের শকট গলি অতিক্রম করিয়া রাজপথে প্রবেশ করিতেই মুলিঙ্গার বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই পথের অন্যদিক হইতে দুইজন

আরোহীসহ একখানি ক্ষুদ্র মোটর-কার তাহার শকটের অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে দেখিল।

মুলিঞ্জার সেই শকটের আরোহী-দ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়াই ভয়ে মুহূর্ত্তের জন্য আড়ষ্ট হইল; কিন্তু সে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্যারোকে ক্ষীণস্বরে বলিল, "পূর্ণবেগে গাড়ী চালাও। যাহা ভয় করিতেছিলাম, তাহাই ঘটিল! তাড়াতাড়ি এই পথটা পার হইতে পারিলে না মূর্খ!—এই গাড়ীর দুইজন আরোহীর একজন রয়েড, আর একজনকে চিনি না; সে বোধ হয় পুলিস 'কর্ম্মচারী। আমরাই উহাদের লক্ষ্য।"

মুলিঞ্জারের অনুমান মিথ্যা নহে; রয়েডের পার্শ্বে সে যাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিয়াছিল, তিনি ইন্স্পেক্টর বেল। রয়েড মুলিঞ্জারকে তাহার গাড়ীতে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন।

১০

পিশাচের কৌশল

মুলিঙ্গারের মোটর-কার বেঁজলেটের অস্ফুট ভস্ ভস্ ধ্বনি সহসা সুগম্ভীর গর্জ্জনে পরিণত হইল। তাহার পর তাহা তীরবেগে ধাবিত হইল। রয়েডের ক্ষুদ্র শকট উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ধূলিপুঞ্জ ভেদ করিয়া তাহার অনুসরণ করিল; কিন্তু পুলিসের ক্ষুদ্র শকটের শক্তি অল্প, মুলিঙ্গারের শকটের সহিত সমানবেগে চলিতে না পারিয়া উহা পিছাইয়া পড়িল। রয়েডের আশা পূর্ণ হইল না।

রয়েড তাঁহার শকট নিউল্যাণ্ডের পরিচালন-চক্রে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া ইন্‌স্পেক্টর বেলকে বলিলেন, "বেঁজলেটের পশ্চাতের আসনে মুলিঙ্গারকে দেখিতে পাইলাম। সে ল্যাংটন ও এনিড ফরেষ্টকে ঐ গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া পলাইতেছে। আমি উহাদের বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছি। মুলিঙ্গার উহাদিগকে কোন গোপনীয় আড্ডায় লইয়া গিয়া উহাদের যেরূপ নির্য্যাতন করিবে, সেরূপ কঠোর নির্য্যাতন-প্রণালী কেবল চীনাম্যানদেরই সুবিদিত। তাহার ভীষণতা কল্পনা করিতেও বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠে; সেরূপ নিষ্ঠুরতার তুলনা কোন সভ্যদেশে মিলিবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল উত্তেজিতভাবে ভগ্নস্বরে বলিলেন, "কিন্তু উপায় কি? এরূপ বেগে গাড়ী চালাইয়া দীর্ঘকাল উহাদের অনুসরণ করিবার আশা নাই। উহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে!"

রয়েড মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আশা নাই? বটে! কিন্তু হতাশ হইবার কারণ কি, বলুন ত। এসেক্সের অধিকাংশ স্থানই সমতল। আমি বাজী রাখিয়া বলিতে পারি, মুলিঙ্গার প্রকাণ্ড পথে

গাড়ী না চালাইয়া, বিভিন্ন গলির ভিতর দিয়া তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবে। তাহার গাড়ীর দিকে নজর রাখিয়া তাহার অনুসরণ করা কি সত্যই আমাদের অসাধ্য হইবে ?”

ইন্‌স্পেক্টর বেল রয়েডের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। মুলিঞ্জারের বেঁজলেট পথের ধূলা উড়াইয়া বায়ুবেগে ধাবিত হইয়াছিল। পথের যে সকল স্থানে ধূলা অল্প, সেই সকল স্থানের ধূলায় তাঁহাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ না হওয়ায়, মধ্যে মধ্যে অগ্রগামী বেঁজলেটের পশ্চাদ্ভাগ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টর বেল বলিলেন, “আমরা পূর্ণবেগে গাড়ী চালাইয়াও উভয় গাড়ীর ব্যবধানের দূরত্ব হ্রাস করিতে পারিলাম না। তবে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পিছাইয়া পড়ি নাই, এ কথাও সত্য। এ অবস্থায় এভাবে চলিয়া কিরূপে উহাদিগকে ধরিতে পারিব ?”

রয়েড ইন্‌স্পেক্টরের এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সমানবেগে গাড়ী চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার গাড়ী পূর্ণবেগে চলিতে চলিতে হঠাৎ কোন বাধা না পায়, সেই দিকেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। একে ত অগ্রগামী শকটের চক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলার অন্ধকারে সম্মুখের পথ দেখিয়া গাড়ী চালাইবার অসুবিধা হইতেছিল, তাহার উপর পথের দুই দিকে বেড়া, তাহার গুল্মরাশির শাখা-পল্লব পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, গাড়ী চলিতে চলিতে সেই সকল গুল্মশাখায় বাধা পাওয়ায়, গাড়ী চালাইতে আরও অধিক অসুবিধা হইতে লাগিল ; কিন্তু রয়েড তাহাতে নিরুৎসাহ হইলেন না।

হঠাৎ নিউল্যাণ্ডের সম্মুখে একখানি চাকার নীচে খর-র করিয়া একটি শব্দ হইল, তাহা এঞ্জিনের ‘ঘস্‌ঘস্‌’ শব্দ ছাড়াইয়া উঠিল। রয়েড বুঝিতে পারিলেন, একখণ্ড ঝামা-ইটের সহিত সেই চাকার সংঘর্ষণে ঐরূপ শব্দ হইয়াছে।

গাড়ী সাধারণ বেগে চলিলে ঐ বাধা সহজেই তিনি অতিক্রম করিতে পারিতেন, এবং তাহাতে বিপদেরও আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু ঐরূপ প্রচণ্ডবেগে চলিতে চলিতে বৃহৎ ঝামার সহিত চাকার সংঘর্ষণ হওয়ায় টায়ার ফাঁসিতে পারে ভাবিয়া রয়েড গাড়ী থামাইয়া চাকা পরীক্ষা করিলেন, এবং তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই বুঝিয়া পুনর্ব্বার গন্তব্য পথে ধাবিত হইলেন।

রয়েড চলিতে চলিতে ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, "এই অঞ্চলের সকল অংশই আপনার সুপরিচিত। সম্মুখে কোন গ্রাম কি নগর আছে? অর্থাৎ এ রকম কোন স্থান আছে কি যেখানে প্রবেশ করিয়া কোন রকম বাধা পাইবার আশঙ্কায় মুলিঙ্গার শকটের বেগ সংযত করিতে বাধ্য হইবে?"

ইন্‌স্পেক্টর বেল বলিলেন, "কিছুদূরে দুইখানি গ্রাম আছে। একখানির নাম ক্রামলে অন্যখানি সেহার্ষ্ট। কিন্তু সে বাধা পাইবার আশঙ্কায় এই দুইখানি গ্রামে প্রবেশ না করিয়াও তাহাদের প্রান্তসীমা দিয়াই গাড়ী চালাইতে পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল নীরব হইয়া দুই এক মিনিট কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর উৎসাহভরে বলিলেন, "হাঁ, আর একটা কথা মনে পড়িয়াছে। এই পথে চলিতে হইলে কয়েক মাইল দূরে রেলের একটা লাইন পার হইতেই হইবে। সেই লাইন পার না হইয়া, এই পথে লাইনের অন্য ধারে যাইবার উপায় নাই। এই পথের মাথায়, লাইনের ধারে গেট আছে। যদি সেই গেট খোলা থাকে, তাহা হইলেই সে গাড়ী লইয়া নির্ব্বিঘ্নে রেল-লাইন অতিক্রম করিতে পারিবে; নতুবা তাহাকে থামিতেই হইবে।"

রয়েড বলিলেন, "কোনও দিক হইতে ট্রেণ আসিবার সম্ভাবনা থাকিলেই গেট বন্ধ থাকিবে; কিন্তু গেট বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই সে

যদি লাইন পার হইয়া যায়, এবং আমরা সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ট্রেণ আসিবার সম্ভাবনায় গেট বন্ধ হয়, তাহা হইলে আমাদেরই গতিরোধ হইবে। তাহার পর ট্রেণ সেই স্থান অতিক্রম করিলে, আমরা গেট খোলা পাইব বটে, কিন্তু সেই সুযোগে মুলিঙ্গার বহুদূরে প্রস্থান করিবে, এ অবস্থায় সম্মুখের পথে রেলের লাইন আছে বলিয়া আমরা তাহাকে ধরিবার সুযোগ পাইব, এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, হয় ত আমাদিগকে অধিকতর অসুবিধায় পড়িতে হইবে।”

কিছুকাল পরে ইন্‌স্পেক্টর বেল উড্ডীয়মান ধূলিরাশির ভিতর দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া রয়েডকে বলিলেন, “ঐ দেখুন, রেলের লাইন দেখা যাইতেছে। সমতল ক্ষেত্রের উপর রেলের লাইন প্রসারিত আছে। এই পথের মাথায় ঐ লাইন প্রসারিত আছে। এই পথের মাথায় ঐ লাইন দুই দিকে বিস্তৃত হইয়া পথটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে, ঐদিকে চাহিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।”

নিউল্যাণ্ড রেল-লাইন অভিমুখে ধাবিত হইল। আরও কিছুদূরে অগ্রসর হইয়া রয়েড মসীচিহ্নের ন্যায় যে পদার্থ দেখিতে পাইলেন, তাহাই মুলিঙ্গারের বেঁজলেট্। তাহা দেখিয়া রয়েডের সুনীল চক্ষু আগ্রহে উৎসাহে যেন জ্বলিয়া উঠিল।

রয়েড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুলিঙ্গারের গাড়ীর দিকে চাহিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—“আমার মনে হইতেছে, মুলিঙ্গার সম্মুখে রেলের লাইন দেখিয়া তাহার গাড়ীর গতিবেগ হ্রাস করিয়াছে। যদি এ সময় ‘লেভেল ক্রসিং’এর গেট বন্ধ থাকে, তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা সফল হইতে পারে। পরমেশ্বর জানেন, ঐ স্থানে নরপশুটার গতিরোধ হইবে কি না।

ইন্‌স্পেক্টর বেল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুদূর-প্রসারিত রেলের লাইনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“হ্যাঁ, লেভেল ক্রসিংএর গেট বন্ধ আছে। গেট বন্ধ

করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি দূরে ট্রেণের এঞ্জিনের কালো ধোঁয়া দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু ট্রেণখানি এখনও আমার দৃষ্টিসীমার বাহিরে আছে, উহা শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে।”

উড্ডীয়মান ধূলিরাশি সম্মুখ হইতে অপসারিত হইলে, রয়েড পূরোবর্ত্তী বেঁজলেট্ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। রুদ্ধ গেটের সম্মুখে তাহার গতিরোধ হওয়ায় তাহা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর বেল মুলিঙ্গারের গাড়ীর দিকে বিস্ফারিত নেত্রের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া উৎসাহভরে সোজা হইয়া বসিলেন, এবং পিস্তলটি পকেট হইতে বাহির করিয়া, মুলিঙ্গারের শকট লক্ষ্য করিয়া তাহা উদ্যত করিলেন। নিউল্যাণ্ড পূর্ণবেগে অগ্রসর হইয়া মুলিঙ্গারের শকটের পশ্চাতে উপস্থিত হইল। নিউল্যাণ্ডের এঞ্জিন হইতে তখনও ‘ঘস্ ঘস্’ শব্দ নিঃসারিত হইতেছিল। মুলিঙ্গার তাহার শকটের পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অদূরে রয়েডের গাড়ী দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলিয়া, উচ্চ কণ্ঠস্বরে রয়েডের শকটের এঞ্জিনের শব্দ ডুবাইয়া, রয়েডকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—“থামো, রয়েড, থামো। যদি তোমার গাড়ী এ দিকে আর এক ইঞ্চি অগ্রসর হয়, তাহা হইলে, আমার পাশে যে দুইজনকে দেখিতেছ, আমার পিস্তলের গুলীতে তাহাদের কপাল ফুটা হইবে। যদি তাহাদিগকে জীবিত দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে যেখানে আছ, ঠিক ঐখানেই থাক। ইহাদের প্রাণ আমার হাতে।

রয়েড অগত্যা তৎক্ষণাৎ ‘ব্রেক’ করিয়া গাড়ী থামাইলেন। তাঁহার শকট আর এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইল না। তখন তাঁহার নিউ-ল্যাণ্ডের মাথা ও মুলিঙ্গারের বেঁজলেটের পশ্চাৎস্থিত ‘লগেজ ক্যারিয়ার’ এই উভয়ের ব্যবধান এক গজেরও কম ছিল। তথাপি রয়েড

নিরুপায়! তিনি ও ইন্‌স্পেক্টর বেল মুলিঙ্গারের সেলুন গাড়ীর পশ্চাদ্বর্ত্তী গবাক্ষ-পথে তাহার গাড়ীর ভিতরের দৃশ্য সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। সেই দৃশ্য সন্দর্শনে রয়েডের বক্ষঃস্থল সবেগে স্পন্দিত হইল।

রয়েড সেই গাড়ীর ভিতর ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীকে রজ্জু দ্বারা সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ দেখিলেন। তাহাদের উভয়কে দুই পাশে বসাইয়া মুলিঙ্গার মধ্যে বসিয়া তাহাদের পাহারা দিতেছিল, এবং তাহার হাতের পিস্তল ল্যাংটনের ললাটের সম্মুখে উদ্যত, এবং তাহার স্থিরদৃষ্টি ল্যাংটনের মুখের উপর সন্নিবিষ্ট। সেই দৃষ্টিতে পৈশাচিকতা পরিস্ফুট।

ইন্‌স্পেক্টর বেলের হাতের রিভলভার এক ইঞ্চি উর্দ্ধে উঠিল। মুলিঙ্গার তাহার গাড়ীর পশ্চাদ্বর্ত্তী বাতায়ন দিয়া তাহা দেখিবামাত্র তাহার হাতের পিস্তলের নল ল্যাংটনের ললাটে চাপিয়া ধরিয়া ইন্‌স্পেক্টর বেলকে কর্কশ স্বরে বলিল, 'শীঘ্র তোমার হাতের রিভলভার নামাও, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেই ল্যাংটনের মৃতদেহ আমার পায়ের কাছে লুটাইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল নিস্ফল ক্রোধে চোখ-মুখ লাল করিয়া রিভলভার নামাইয়া রাখিলেন, এবং বিচলিত স্বরে রয়েডকে বলিলেন, "এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছি না। ইচ্ছা হইতেছে, গুলী করিয়া উহার মাথার খুলী উড়াইয়া দিই, তাহাতে যাহা হইবার হইবে।"

রয়েড মুলিঙ্গারের চোখ-মুখের দিকে চাহিয়া তাহাতে তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা পরিস্ফুট দেখিলেন। তিনি ইন্‌স্পেক্টর বেলকে সংযত স্বরে বলিলেন, "না, আমাদের এখন কিছুই করিবার নাই, ইন্‌স্পেক্টর! আমরা নিরুপায়, সম্পূর্ণ নিরুপায়! ঐ পশুটার চোখ-মুখের ভঙ্গী দেখিতেছেন না? উহার কথার ব্যতিক্রম হইবে না। আমাদের কেহ উহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিলেই উহার পিস্তলের গুলী ল্যাংটনের

ললাট বিদীর্ণ করিবে। হাঁ, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আহা, ঐ মেয়েটির জন্যই আমার বেশী দুঃখ হইতেছে।”

মুলিঙ্গার রয়েডের কথা শুনিতে না পাইলেও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। সে হাসিয়া বিদ্রূপভরে বলিল, “বড়ই আপশোসের বিষয়, রয়েড! এত নিকটে আসিয়াও তোমাদিগকে এত দূরে থাকিতে হইয়াছে যে, তোমাদের রিভলভারের গুলীও আমার নাগাল পাইতেছে না! তোমাদের ভাগ্যেরই দোষ!”

রুদ্ধ গেটের নিকট দুইখানি গাড়ীই নিষ্ক্রিয়ভাবে পর পর দাঁড়াইয়া রহিল। সেই পথে সে সময় জনমানবের সমাগম ছিল না, এ জন্য অন্য কেহই ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীর দুর্দ্দশা দেখিতে পাইল না। যাঁহারা অন্য সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে-ছিলেন, মুলিঙ্গারের চাতুর্য্য-কৌশলে তাঁহারাও নিরুপায়! গাড়ীর ভিতর উভয়েই সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহাদের বামদিকে ‘গুরু গম্, গুরু গম্’ শব্দ উত্থিত হইল, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে সেই সকল শব্দ সুস্পষ্টতর হইতে লাগিল। তাহার পর একখানি সুদীর্ঘ ট্রেণ বিশাল দেহ ভুজঙ্গের ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুতবেগে রেলের লাইনের উপর দিয়া অগ্রসর হইল। তাহার কৃষ্ণবর্ণ দেহ বহুদূর হইতে তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, আর দুই এক মিনিটের মধ্যেই তাহা লেভেল ক্রসিংএর রুদ্ধ গেট দ্রুতবেগে অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য হইবে। তাহার পর গেটের রক্ষী রুদ্ধ লৌহদ্বার উদ্ঘাটিত করিলেই মুলিঙ্গার তাঁহাদের চক্ষুর উপর হইতে নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিবে। তাহার গতিরোধের কোন উপায় নাই। সেই বেগবান শকটের অনুসরণ করা নিষ্ফল।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ইন্‌স্পেক্টর বেল বলিলেন, “উহার চক্ষু

লক্ষ্য করিয়া গুলী করিব? তাহার কি ফল হয় দেখা যাউক, কি বলেন? আর কোন উপায় নাই, সুতরাং—”

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই য়য়েড মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না। মুলিঙ্গার কিরূপ ক্ষিপ্রহস্ত, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। আপনি আগে গুলী করিয়া উহার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিতে পারিবেন, সে আশা ত্যাগ করুন। তদ্ভিন্ন, উহার এক পাশে ল্যাংটন ও অন্য পাশে তাহার প্রণয়িনী রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় বসিয়া আছে। মুলিঙ্গার তাহাদের উভয়েরই গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছে। আপনার গুলী হঠাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া উহাদেরই কাহারও দেহে বিদ্ধ হইতে পারে। এ অবস্থায় আপনার নিশ্চেষ্ট থাকাই বাঞ্ছনীয়। জানি না, বিধাতার কি অভিপ্রায়!”

ট্রেণ তখনও কিছু দূরে ছিল। তাহা শীঘ্রই গেটের নিকট আসিয়া পড়িবে বুঝিয়া মুলিঙ্গার তাহার অন্যতর সহযোগী, শকট-চালক ক্যারোকে বলিল, “ক্যারো, সকল রকম মোটর-গাড়ীরই নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা আছে। নিউল্যাণ্ডের প্রত্যেক অংশের বিশেষত্ব সম্বন্ধেও তুমি অজ্ঞ নহ। তুমি এক কায কর। উহাদের অদৃশ্য থাকিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া, বুকে ভর দিয়া উহাদের গাড়ীর তলায় যাও, এবং উহার পেট্রল-ট্যাঙ্কের নীচে যে ছিপি আঁটা আছে, সেই ছিপির স্ক্রুর প্যাঁচটা আল্‌গা করিয়া রাখিয়া এসো। যদি পার, তাহা হইলে উহারা আর আমাদের অনুসরণ করিতে পারিবে না। উহাদিগকে এইখানেই খোঁড়া হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। কাযটা একটু শক্ত, পারিবে কি?”

ক্যারো মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, “আমি না পারি কি? আমার ঘাড়ে কত দিন কত কঠিন কাযের ভার পড়িয়াছে; পারিব না বলিয়া কি কোন দিন কোনও ভার এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছি? এ কাযও আমি চক্ষুর নিমেষে শেষ করিয়া আসিতেছি। উহারা কিছুই জানিতে পারিবে না। আঃ, কি মজাই হইবে!”

ক্যারো মুলিঙ্গারের গাড়ীর সেই অংশের দ্বার খুলিয়া, গুঁড়ি মারিয়া নিঃশব্দে গলিয়া পড়িল, এবং পথে উপুড় হইয়া পড়িয়া, সরীসৃপের মত এ ভাবে রয়েডের গাড়ীর সম্মুখে অগ্রসর হইল যে, রয়েড বা ইন্‌স্পেক্টর বেল গাড়ীতে বসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। রয়েড ও ইন্‌স্পেক্টর বেল তখন নির্নিমেষ-নেত্রে মুলিঙ্গারের দিকে চাহিয়া, তাহার ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; এবং মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিলেই গুলী করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ক্যারো যে মুলিঙ্গারের আদেশে তাহার গাড়ী হইতে নামিয়া, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য বুকে ভর দিয়া তাঁহাদের গাড়ীর নীচে প্রবেশ করিতেছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। মুলিঙ্গার তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য ঐরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে পারে, ইহা তাঁহাদের কল্পনাতেও স্থান পায় নাই।

ক্যারো অদ্ভুত তৎপরতার সহিত রয়েডের নিউল্যাণ্ডের সম্মুখস্থ দুই চাকার ব্যবধানস্থিত ফাঁকের ভিতর দিয়া, রয়েড ও ইন্‌স্পেক্টর বেলের অজ্ঞাতসারে নিউল্যাণ্ডের তলায় উপস্থিত হইল।

ট্রেণখানি তখন পূর্ব্বোক্ত গেটের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল; তাহার সুগম্ভীর 'গুম্ গুম্ ঝম্ ঝম্' শব্দে অন্য সকল শব্দ ডুবিয়া গেল। এ জন্য ক্যারো পেট্রল-ট্যাঙ্কের নীচে কাত হইয়া পড়িয়া, তাহার ছিপির প্যাচ ঘুরাইয়া আলগা করিবার সময় যৎকিঞ্চিৎ শব্দ করিতে বাধ্য হইলেও সেই শব্দ রয়েড বা তাঁহার সঙ্গীর কর্ণগোচর হইল না। সে ক্ষিপ্রহস্তে প্যাচের স্ক্রু আল্‌গা করিয়া যখন দেখিল, ট্যাঙ্ক-সঞ্চিত পেট্রল ছিপির চারি পাশ দিয়া ধারাকারে নিঃসারিত হইতেছিল, তখন সে যে ভাবে সেখানে আসিয়াছিল, হৃষ্টচিত্তে অতি সন্তর্পণে সেই ভাবেই তাহাদের গাড়ীর নিকট ফিরিয়া গেল। রয়েড

বা ইন্‌স্পেক্টর বেল তখনও এই বিপদের কথা জানিতে পারিলেন না।

ক্যারো তাড়াতাড়ি মুলিঞ্জারের গাড়ীতে উঠিয়া তাহার আসন অধিকার করিল। কার্য্যসিদ্ধির সংবাদ পাইয়া মুলিঞ্জার পৈশাচিক আনন্দে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বক্রদৃষ্টিতে রয়েডের মুখের দিকে চাহিল।

ট্রেণখানি গর্জ্জন করিতে করিতে প্রচণ্ড গতিবেগে রুদ্ধ গেট কম্পিত করিয়া গন্তব্য পথে ধাবিত হইল। মুহূর্ত্ত পরে সুদীর্ঘ ট্রেণের শৃঙ্খলিত লাঙ্গুল আবর্ত্তিত চক্রসহ রুদ্ধ গেট অতিক্রম করিল।

ইন্‌স্পেক্টর বেল রয়েডকে বলিলেন, "গেটের প্রহরী ত এখনই গেট খুলিয়া দিবে।"

রয়েড বলিলেন, "হাঁ, আমরাও প্রস্তুত আছি। আমি—" সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'ষ্টার্ট' দিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিল। নিউ-ল্যাণ্ডের এঞ্জিন 'ভস্' করিয়া একটা ফাঁকা শব্দ করিয়াই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অচল এঞ্জিনের নিস্ফল আর্ত্তনাদ যেন তাহার অন্তিম শ্বাস! সেই মুহূর্ত্তে লাইনের উভয় পার্শ্বের গেটের সম্মুখের সুদীর্ঘ লোহার রেলিংএর আগড় অপসারিত হইবামাত্র মুলিঞ্জারের বেঁজলেট মুক্তপথে বিদ্যুদ্বেগে রেলের লাইন অতিক্রম করিল। সেই সময় মুলিঞ্জার রয়েডের মুখের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপভরে হী-হী শব্দে হাসিয়া উঠিল; যেন বিনা মেঘে অশনিসম্পাত!

রয়েড অচল গাড়ী হইতে পথে লাফাইয়া পড়িলেন, পথের দিকে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু স্থির! তিনি দেখিলেন, ট্যাঙ্কের সমস্ত পেট্রল পথের উপর ঝরিয়া পড়িয়া পথের ধূলিরাশি কর্দ্দমে পরিণত করিয়াছে, এবং তাহা অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়া গিয়াছে। ট্যাঙ্কের তলা পরীক্ষা করিয়া তিনি ধূলিরাশির উপর ক্যারোর প্রসারিত দেহের চিহ্নও দেখিতে পাইলেন। সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব

হইল না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর বেলের মুখের দিকে চাহিলেন। ক্রোধে ক্ষোভে ইন্‌স্পেক্টরের মুখ বিবর্ণ হইয়াছিল। গভীর উত্তেজনায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

রয়েড শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! মুলিঙ্গার অদ্ভুত চাতুর্য্যবলে আমাদিগকে খোঁড়া করিয়া গিয়াছে। পেট্রল ট্যাঙ্কে এক বিন্দু পেট্রল নাই। কি কৌশলে এই কাম করিয়া গিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন। তাহার এই শয়তানী প্রশংসার যোগ্য, ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। সে এই ভাবে আমাদের গতিরোধ করিবে, ইহা আমি কল্পনা করিতে পারি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল বলিলেন, "উহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে একটু বেগ পাইতে হইবে। চালাকীর সাহায্যে দস্যুরা কত দিন নিরাপদ থাকিতে পারে? যাহা হউক, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, বলুন।"

রয়েড হতাশভাবে বলিলেন, "এখন এই খোঁড়া গাড়ী লইয়া আমাদের এক ফুটও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আপাততঃ এখানেই বিশ্রাম, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, কোন না কোন ট্যাক্সি বা বাস্ এই পথে আসিবেই। তাহার মালিকের সম্মতি লইয়াই হউক, আর অসম্মতিতেই হউক. তাহার পেট্রল-ট্যাঙ্ক খালি করিয়া আমাদের ট্যাঙ্ক পূর্ণ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আমাদের নড়িবার অন্য কোন উপায় নাই, কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিলেও আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না। মুলিঙ্গার যেরূপ বেগে গাড়ী চালাইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, যদি আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেও তাহার অনুসরণ করিবার সুযোগ পাই, তাহা হইলেও তাহাকে ধরিতে পারিব না। এই সুযোগে সে বাতাসে মিশিয়া যাইবে। সুতরাং তাহার অনুসরণের চেষ্টা করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিয়া কোন ফল নাই। আমরা নিকটে কোন লোকালয় দেখিতে পাইলেই টেলিফোনের সাহায্য গ্রহণ করিব,

এবং এই অঞ্চলের যেখানে যেখানে পুলিসের ঘাঁটি আছে, প্রত্যেক ঘাঁটির পুলিশকে উহার গাড়ী আটক করিতে আদেশ করিব। উহার গাড়ীর পরিচয় শুনিলে তাহারা সহজেই তাহা সনাক্ত করিতে পারিবে। আপনাকেই এই ভার গ্রহণ করিতে হইবে। মুলিঙ্গারের গাড়ী যেন কোন পুলিস প্রহরীর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে না পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল রয়েডের কথা শুনিয়া হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ও যুক্তিতে কোন কায হইবে না। যাহাকে হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিতে হইল, যে আমাদের বেকুব বানাইয়া আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পলায়ন করিল, সে ঘাঁটির প্রহরীদের প্রতারিত করিবার জন্য নূতন কোন উপায় অবলম্বন করিবে না, ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? প্রহরীরা যদি তাহার গাড়ীর সন্ধান না পায়?"

রয়েড বলিলেন, "সে জন্য আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। এখনও আপনার হাতে বিস্তর কায, সেই সকল কাযে আপনাকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। মুলিঙ্গার আমাদিগকে কৌশলে পরাজিত করিয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু সে যেখানেই যাউক, নিশ্চিন্তমনে সঙ্কল্পসিদ্ধি করিতে পারিবে না, হয় ত আবার তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে, এই ভয়ে সে কোন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইবে; সুতরাং এই বাধায় ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীর বিপদের আশঙ্কা হ্রাস হইবে। সে কোন নিরাপদ আড্ডায় আশ্রয় লইয়া, তা সেই আড্ডা যেখানেই হউক, ল্যাংটনের নিকট হইতে ফটোখানি আদায় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ইহাই এখন তাহার প্রধান সঙ্কল্প। তাহার বিশ্বাস, সে ফটোখানি সংগ্রহ করিতে পারিলেই বিপুল গুপ্তধনের অধিকারী হইবে এবং সেই অর্থ হস্তগত করিয়া অবশিষ্ট জীবন নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিতে পারিবে। জীবনে তাহার অর্থাভাব হইবে না। এই আশাতেই সে ল্যাংটনের সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।"

বেল বলিলেন, "ল্যাংটনের নিকট হইতে সে ফটোখানি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে, এ বিষয়ে আমারও সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্যেই সে ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িণীকে বাঁধিয়া, তাহার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে—তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু তাহার পর?"

রয়েড বলিলেন, "তাহার পর সে কি করিবে, তাহাও আমি কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছি। হাঁ, স্বার্থসিদ্ধির জন্ত সে কায তাহাকে করিতেই হইবে। সেই সময় আমরা আর একবার সুযোগ পাইব। সেই শেষ সুযোগে তাহার হাতে দড়ি দিতে চাই, ইন্‌স্পেক্টর!"

তাঁহারা ভবিষ্যৎ সুযোগের আশায় সেই অচল গাড়ীতে বসিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুশ্চিন্তা হ্রাস হইল না।

মুলিগ্গার যদিও বুঝিতে পারিল, রয়েড আর তাহার অনুসরণ করিতে পারিবে না, তথাপি ক্যারো তাহার আদেশে পূর্ণ-বেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে বহু দূরে প্রস্থান করিল; কিন্তু ক্যারো তাহার উপদেশে কোনও গ্রামে বা নগরে প্রবেশ না করিয়া, গ্রাম নগর পাশে ফেলিয়া, নির্জ্জন প্রান্তর ভেদ করিয়া, কখন বা পরিত্যক্ত মেঠো পথ ধরিয়া, তাহার গন্তব্য স্থানে ধাবিত হইল। মুলিগ্গার রেলের লাইন পার হইয়া কয়েক মাইল অতিক্রম করিবার পর গাড়ী থামাইয়া, গাড়ীর পশ্চাৎস্থিত নম্বরের 'প্লেট'খানি পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, এবং অন্য নম্বরের একখানি 'প্লেট' আঁটিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, রয়েড সর্ব্বপ্রথমেই টেলিফোনে পুলিশের বিভিন্ন আড্ডায় তাহার গাড়ীর নম্বর বলিয়া দিবে, এবং পুলিশ যে কোন গাড়ী দেখিতে পাইলেই সেই গাড়ীর নম্বর পরীক্ষা করিবে। নম্বর না মিলিলে তাহার বিপন্ন হইবার আশঙ্কা হ্রাস হইবে। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্ত শকটের বেগ

হ্রাস করিল না, ক্যারো পূর্ণবেগে গাড়ী চালাইয়া ইস্‌পউইচের সীমাপ্রান্তে উপস্থিত হইল।

অতঃপর কতকগুলি গলি অতিক্রম করিয়া তাহারা কীলের উদ্যান-ভবনের নিকট উপস্থিত হইল। নানা জাতীয় বৃক্ষপূর্ণ সুবৃহৎ বাগানের ভিতর সেই অট্টালিকা অবস্থিত, সেই অট্টালিকার সম্মুখে অরওয়েল নদীর তরঙ্গবিস্তার, এবং তাহার দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে সুপ্রশস্ত উদ্যান। সেই নিভৃত উদ্যানের নিকট কোন গৃহস্থের ঘর-বাড়ী ছিল না।

ক্যারো মুলিঙ্গারের মোটর-কার লইয়া কীলের উদ্যান মধ্যস্থিত অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, মুলিঙ্গার গাড়ী হইতে নামিয়া গৃহস্বামী কীলকে বারান্দার নীচে দণ্ডায়মান দেখিল। তাহার প্রশস্ত আঙ্গিনায় মুলিঙ্গারের মোটর গাড়ীর ঘস্‌ঘসানি শুনিয়া কীল কৌতূহল-ভরে বাহিরে আসিয়াছিল।

মুলিঙ্গার কীলকে সাদর-সম্ভাষণ না জানাইয়া বা বিন্দুমাত্র শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়া, নীরস স্বরে বলিল, "এখন তোমার ঘরে কি কেহ কোন কাযকর্ম্ম করিতেছে?"

কীল বলিল, "একটা ছোকরা চাকর ঘরের ধূলা ঝাড়িতেছে।"

মুলিঙ্গার বলিল, "সে যেন আমার গাড়ী দেখিতে না পায়, তাহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখ। গাড়ী সামলাইয়া রাখিবার পর তাহাকে ছুটি দাও, আজ যেন সে এখানে না আসে। বাহিরের কোনও লোক আজ তোমার বাড়ী আসিতে পাইবে না।"

কীল দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাহার বালক ভৃত্যকে ঘরে পূরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া মুলিঙ্গারের নিকট ফিরিয়া আসিল। মুলিঙ্গার গাড়ীখানা সেই অট্টালিকার একপাশে লইয়া গিয়া একটা গুদামে লুকাইয়া রাখিল। অনন্তর তাহার ইঙ্গিতে কীলের বালক ভৃত্য ছুটি পাইয়া হৃষ্টচিত্তে সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিল। ছুটী না চাহিতেই ছুটী! সে পূর্ব্বে

কোনও দিন মনিবের এই প্রকার দয়ার পরিচয় পায় নাই। রাত্রিতেও আর তাহাকে কাযে আসিতে হইবে না। কি মজা!

অট্টালিকাখানি দোতলা, সে-কেলে বাড়ী। পশ্চাতের অধিকাংশ কক্ষ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। সম্মুখের বারান্দার অধিকাংশ ঘন পল্লবিত আইভি লতার নিবিড় পত্রে আচ্ছাদিত। পত্রাবরণ ভেদ করিয়া ইট-কাঠ দৃষ্টিগোচর হয় না।

ল্যাংটন ও এনিড্‌কে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় গাড়ীর ভিতর হইতে বারান্দার নিকট টানিয়া আনা হইলে, গৃহস্বামী কীল বক্র দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া মুলিঙ্গারকে শুষ্কস্বরে বলিল, "ব্যাপার কি, ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছি না। আমি কি কিছুই জানিতে পারিব না? বাড়ী আমার কি না, এজন্য এ সকল ব্যাপারের এক-আধটু বিবরণ জানিয়া রাখা দরকার মনে করিতেছি। এ সকল কাযে ফ্যাসাদ ঘটিতে কতক্ষণ?"

মুলিঙ্গার হাসিবার ভঙ্গীতে খেঁকী কুকুরের মত দন্ত বিকাশ করিয়া বলিল, "হাঁ, তোমার জানা দরকার বৈ কি, বিশেষতঃ আমরা যখন তুর্দ্দিনে তোমার অতিথি। সকল কথাই তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি, শোন।"

মুলিঙ্গার সংক্ষেপে আদ্যোপান্ত সকল ঘটনার বিবরণ কীলের নিকট প্রকাশ করিল। কীল তাহার সাধু ব্যবসায়ের এজেণ্ট; তাহার বিশ্বাসের পাত্র। কীলের নিকট মুলিঙ্গারের কোন গুপ্ত কথা গোপন রাখিবার প্রয়োজন ছিল না, এবং গোপন করিলে কারবার চলিত না।

আদ্যোপান্ত সকল বিবরণ শুনিয়া কীল সভয়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! পুলিস তোমার সদর অফিস খানাতল্লাস করিয়াছে? তোমার খাতা-পত্রে আমার নাম আছে, ব্যবসায়ের হিসাব আছে। আমার হাতে দড়ি না দিয়া ছাড়িবে না দেখিতেছি। পুলিস যে আমাকে গ্রেপ্তার

করে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য ! কিন্তু এবার আর আমার নিষ্কৃতি নাই, নিজেও মরিবে, আমাকেও মজাইবে। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, তুমি তাঁতি নয় বটে, কিন্তু বেশী লোভ করিতে গিয়াই সব নষ্ট করিবে। শেষে জেলে পচিবে।”

মুলিঙ্গার নীরস স্বরে বলিল, “মরিবার আগেই যে ভয়ে মরিলে ! তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; যদি সে আশঙ্কা থাকিত, তাহা হইলে আজ তোমাকে এখানে দেখিতে পাইতাম না। খাতা পত্রে এরূপ কিছু নাই, যাহা দেখিয়া পুলিস তোমার সন্ধানে এখানে আসিবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি কয়েক ঘণ্টার জন্য তোমার ঘর দুই একটি মাত্র—ব্যবহার করিব। কয়েক ঘণ্টার জন্য মাত্র। তাহাতে তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। যাহারা আমার নিজের লোক, আমার বৈষয়িক কার্য্যের সহযোগী, তাহাদিগকে কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা আমি জানি। সুতরাং জেলে পচিবার ভয় ত্যাগ করিতে পার।”

কীল বলিল, “তা বটে, কিন্তু যদি কোন গোয়েন্দা—”

মুলিঙ্গার তাহার কথায় বাধা দিয়া, মুখ বাঁকা করিয়া তীব্র স্বরে বলিল, “দেখ কীল, তুমি কি বলিবে, তাহা তুমি হাঁ করিতেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার যে সকল সহকর্ম্মী আমার সরলতা ও সাধুতায় নির্ভর করিয়া আমার প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন করে, আমি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও তাহাদিগকে রক্ষা করি। আমার সঙ্গে এতকাল কারবার করিয়াও যদি তোমার ততটুকু অভিজ্ঞতা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও মনুষ্যচরিত্রজ্ঞতায় তুমি একটি প্রথম শ্রেণীর পুচ্ছহীন দ্বিপদ গর্দ্দভ। বহুদিন পূর্ব্বেই তোমার নামের পশ্চাতে একটি সুদীর্ঘ লাঙ্গুল সংযোজিত হওয়া উচিত ছিল। আমি স্পষ্টভাষায় তোমাকে

এই উপদেশ খয়রাত করিতেছি যে, যদি তুমি আত্মরক্ষার জন্য আমাকে কোন অসুবিধায় নিক্ষেপ কর, বা আমার বিপদের সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে তোমারও বিপদ অনিবার্য্য হইবে। যদি আমাকে কোন কারণে ধরা পড়িতে হয়, তাহা হইলে আমাকে আত্মরক্ষার জন্য অপরাধ স্বীকার করিয়া, এপ্রুভার হইতে হইবে, তখন আমার সহকর্ম্মীদের ধরাইয়া দেওয়া ভিন্ন আমার আর কি গত্যন্তর থাকিতে পারে?—অবশ্য, আমার গলায় দড়ি উঠিবার সম্ভাবনা না ঘটিলে আমি সেই কুকার্য্য করিব না; কিন্তু স্বার্থানুরোধে যদি আমার সহধর্ম্মীদের সাহায্য না পাই, এবং সেজন্য বিপন্ন হই, তাহা হইলে সেই বিপদ আমার একার নহে। এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা প্রকাশ্য পথে বসিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে পথ নোংরা করে; কিন্তু তাহারা যে বেহায়াপনা করিতেছে, একথা তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিলে, তাহারা লাঠি লইয়া তাড়া করে; কোন কোন বেহায়া 'ডিফামেশনের'ও ভয় দেখায়। তুমি ও সেই দলভুক্ত, একথা বলিতেছি না; কিন্তু বিপন্ন হইয়া যদি তোমার কোনও সাহায্য না পাই, তাহা হইলে পুলিস তোমার হাতে দড়ি দিলে, আমাকে সরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, তুমি আমাকে বিশ্বাস-ঘাতক মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইও না। আমি বিশ্বাসঘাতকদের ঘৃণা করি। আশা করি, তুমি আমার বিশ্বাস নষ্ট করিবে না।"

এই বক্তৃতার পর কীল তাহার প্রস্তাবে আপত্তি করিতে পারিল না। সে বুঝিতে পারিল, মুলিঙ্গার অতি সহজে তাহাকে জেলে পুরিবার ব্যবস্থা করিয়া কৌশলে আত্মরক্ষা করিবে। স্বয়ং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকেই বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং কীল তাহার মনোরঞ্জনের জন্য কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, "কি যে বল! তোমার বাড়ী আর আমার বাড়ী—এ উভয়ে কোনও প্রভেদ আছে কি? আমি বলিতেছিলাম্—কোন গোয়েন্দা তোমার

সন্ধানে আসিলে, আমি কি কৌশলে তাহার চক্ষুতে লঙ্কা-মরিচের গুঁড়া নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং অশ্রুবর্ষণ করিব, তাহার হদিশ বলিয়া দাও।"

"আমি তাহার ব্যবস্থা করিব" বলিয়া মুলিঙ্গার তাহার গাড়ীর আসনের তলা হইতে একগাছা চাবুক বাহির করিয়া আনিল। সেই চাবুকের চামড়ার ফালির ডগায় গেরো দেওয়া। চাবুক দ্বারা কাহারও অঙ্গে আঘাতের সময় সেই গেরো দেহের যে স্থানে প্রতিহত হইত, সেই স্থানের ত্বক বিদীর্ণ হইয়া একদলা মাংস তাহাতে বাধিয়া উঠিত। মুলিঙ্গার একবার লণ্ডনের 'লাইম হাউস' নামক চীনা পল্লীতে আং-শি-কাং নামক প্রসিদ্ধ চীনা বোম্বেটের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই অপূর্ব্ব আয়ুধ উপহার পাইয়াছিল।

মুলিঙ্গার এই চাবুক মাথার উপর তুলিয়া শূন্যে একবার আস্ফালন করিল। এনিড সেই চাবুকের দিকে চাহিয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইল।

ক্যারো ও ভার্ণি মুলিঙ্গারের ইঙ্গিতে ল্যাংটন ও এনিডের হাত ধরিয়া তাহাদিগকে কীলের ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া চলিল।

মুলিঙ্গার অসহায়, নিরস্ত্র, রজ্জুবদ্ধ বন্দিদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কয়েক মিনিটের মধ্যে মন্ত্রণাসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপিত, সমর্থিত ও গৃহীত হইবে; সেই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবে—আমার হাতের এই চর্ম্মদণ্ড। ইহার উপদেশ যেমন সুযুক্তিপূর্ণ, সেইরূপ অকাট্য।"

ল্যাংটন ও এনিড সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া যে কক্ষে নীত হইল, সেই কক্ষের সম্মুখেই অরওয়েল নদী খরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। ভার্ণি মুলিঙ্গারের ইঙ্গিতে ল্যাংটনকে সেই কক্ষস্থিত একখানি চেয়ারে সবলে বসাইয়া দিয়া, চেয়ারের কাঁধার সঙ্গে তাহার বুক-পিঠ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল; তাহার পর এনিডের ঘাড় ধরিয়া

ল্যাংটনের মুখের দিকে তাহার মুখ ফিরাইয়া ল্যাংটনের চেয়ার হইতে দুই গজ দূরে তাহাকে দাঁড় করিয়া রাখিল। এনিড অন্য দিকে মুখ ফিরাইতে না পারে, এজন্য সে তাহার কাঁধের উপর হইতে হাত নামাইল না। রজ্জুবদ্ধ ল্যাংটন যদি মুলিঙ্গারের আদেশপালনে অসম্মত হইয়া, চেয়ার হইতে জোর করিয়া ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে বন্ধনসংখ্যা বর্দ্ধিত করিবে—এই উদ্দেশ্যে কারো ল্যাংটনের চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, রজ্জুহস্তে সতর্কভাবে পাহারা দিতে লাগিল।

ল্যাংটন ও এনিড চীৎকার করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের মুখও রুমাল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহারা চক্ষুর ইঙ্গিতে পরস্পরকে মনের ভাব জানাইতে পারিবে, ভাবিয়া মুলিঙ্গার তাহাদের চক্ষু অনাবৃত রাখিয়াছিল।

মুলিঙ্গার চাবুক হাতে লইয়া এনিডের পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, চাবুকের চামড়ার গাঁটগুলি পরীক্ষা করিল; তাহার পর এনিডের পিঠ লক্ষ্য করিয়া তাহা বাগাইয়া ধরিয়া ল্যাংটনকে কর্কশ স্বরে বলিল, "শোন ছোক্‌রা! তোমার কাছে একখানা ফটোগ্রাফ আছে, তাহা আমি হাতাইতে চাই। কিন্তু তাহা হাত-ছাড়া করিতে তোমার ইচ্ছা নাই। আমাকে প্রতারিত করিবার জন্য তুমি নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া আসিতেছ। আমার চেষ্টা বিফল করিবার জন্য তুমি একটা মুরুব্বী খাড়া করিয়াছিলে। আমি তাহাকে সায়েস্তা করিয়াছি, সে আর আমার সঙ্গে গোস্তাকি করিতে আসিবে না। আমার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তোমাদের দুইজনকে মুঠায় পুরিব, আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে। এখন এইবার অবশিষ্ট কায শেষ করিব। সেই ফটোগ্রাফ অবিলম্বে আমাকে দাও, যদি সহজে না দাও, তাহা হইলে আমাকে অগত্যা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায় কি, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি।"

এই কথা বলিয়া মুলিঙ্গার তাহার হাতের চাবুক উর্দ্ধে তুলিয়া এনিডের পিঠের উপর এ ভাবে আন্দোলিত করিল যে, তাহার গ্রন্থি-বিশিষ্ট অগ্রভাগ এনিডের পিঠ স্পর্শ করিল। সেই স্পর্শে এনিডের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। এনিডের চক্ষুতে কাতরতার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল।

প্রণয়িণীর অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া নিস্ফল ক্রোধে ল্যাংটনের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতে লাগিল। দেবাদিদেব শঙ্করের ললাট নেত্রের সন্ধুক্ষিত বহ্নিতে রতিপতি ভস্মীভূত হইয়াছিলেন; ক্ষুদ্র মনুষ্যের নয়নানলের যদি সে শক্তি থাকিত, তাহা হইলে মুলিঙ্গার সেই মুহূর্ত্তেই ভস্মে পরিণত হইত, কিন্তু ল্যাংটনের ক্রোধে সে সম্পূর্ণ অবিচলিত রহিল।

ল্যাংটন হতাশভাবে তাহার প্রণয়িণীর চক্ষুর দিকে চাহিল, তাহার অন্তর্ব্বেদনা তাহার চক্ষুতে প্রতিফলিত হইল। তাহার মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারিয়া, এনিড মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিল। আতঙ্ক এবং কাতরতা অন্তর্হিত হইয়া, তাহার চক্ষুতে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রতিফলিত হইল, তাহার নীরব নেত্র ইঙ্গিতে ল্যাংটনকে জানাইল, "আমার যন্ত্রণার ভয়ে তুমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিও না, এই পিশাচের নিকট পরাজয় স্বীকার করিও না; উহার আদেশ গ্রাহ্য করিওনা। তোমার হৃদয়ভরা প্রেম দুর্ভেদ্য কবচের ন্যায় আমাকে রক্ষা করিবে। আমি তোমার মুখের দিকে চাহিয়া বীর-নারীর ন্যায় সকল নির্য্যাতন, সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব। প্রেমের দেবতা আমার হৃদয়ে সাহস ও বলদান করিবেন। অকম্পিত-হৃদয়ে কঠোর নিগ্রহ ভোগ করিব।"

মুলিঙ্গার ল্যাংটনের চক্ষুতে মানসিক চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠার ছায়া প্রতিফলিত দেখিয়া বলিল, "কি স্থির করিলে? তুমি চক্ষুর ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পার, আমি তাহা বুঝিতে পারিব।"

এনিড ল্যাংটনের মনের ভাব বুঝিতে পারিল, সে তাহার প্রণয়িণীর বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে মুলিঙ্গারের প্রস্তাবে ত জ্ঞাপন করিতে নিষেধ করিল। মুহূর্ত্তে তাহার সুনীল নেত্রে সঙ্কোচ, কুণ্ঠা-বিহীন দৃঢ়তা, ধূমসংস্পর্শরহিত উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া মুলিঙ্গার আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না। আকস্মিক উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুহূর্ত্তে কাঁপিয়া উঠিল, পৈশাচিক হুঙ্কার দিয়া সে হাতের চাবুক উর্দ্ধে তুলিল, এবং আন্দোলিত করিয়া এনিডের পৃষ্ঠে আঘাত করিল, এনিড সেই আঘাতে ঘুরিয়া পড়ে দেখিয়া, ভার্ণি দুই হাতে তাহার কাঁধ ধরিয়া তাহার পতনের বেগ নিবারণ করিল। এনিডের দুই চক্ষু হইতে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িল; তথাপি সে সেই কঠোর আঘাত-যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার মলিন-নেত্রে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিল। উদ্গত অশ্রুর অন্তরালে করুণা-ভরা কোমল হাসি।

হায় নারী, বুক-ফাটা বেদানায় যখন তোমার বুকের রক্ত জল হইয়া যায়, তখনও তুমি তোমার প্রাণাধিক প্রিয়তমের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা ও দুঃখ নিবারণের জন্য, ফুলের মত হাসি দিয়া তোমার সেই বুকের আগুন ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, স্বর্গের দেবীর যদি স্বার্থপঙ্কিল মর্ত্তে আবির্ভাব সম্ভব হয়, তবে সে তুমি!

ল্যাংটন আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না। সুদৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য একবার সে প্রাণপণ চেষ্টা করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ সতেজে দুলিয়া উঠিয়া, প্রচণ্ড ভূমিকম্পের পর বসুন্ধরা স্থির হইলেও, সরসীর নির্ম্মল, নিস্তরঙ্গ জলরাশি, বৃক্ষশাখার পল্লবগুচ্ছ যে ভাবে আন্দোলিত হইয়া থাকে, তাহার বেদনাপ্লুত, আবেগ-বিহ্বল হৃদয় সেই ভাবেই আন্দোলিত আলোড়িত হইতে লাগিল। এনিড যন্ত্রণা-

মথিত হৃদয়ের সহিত কি ভাবে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহা অনুভব করিয়া সে পিশাচের নিষ্ঠুরতার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। সে কাতর নেত্রের ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। একটা আকুল আর্ত্তনাদ তাহার ব্যথিত পঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া ওষ্ঠের নিকট আসিয়া, মুখের সুদৃঢ় বন্ধন অতিক্রম করিতে না পারিয়া তাহার অন্তরালে রুদ্ধ আবেগে গুঞ্জরিয়া উঠিল।

মুলিঙ্গার ল্যাংটনের চক্ষুর দিকে চাহিয়া তাহার দুই বিপরীত মনোবৃত্তির সংগ্রামের বাহ্য অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার সুদৃঢ় সঙ্কল্প বিচলিত হইয়াছে বুঝিয়া সে উল্লাসভরে বলিল, "এতক্ষণ পরে তোমার সুবুদ্ধির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম। তোমার দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই? ভার্ণি, উহার মুখের বন্ধন খুলিয়া দাও। ইচ্ছা হয় ও প্রাণ ভরিয়া চিৎকার করুক, তাহার প্রতিধ্বনি শূন্যে মিলাইবে, কিন্তু কেহ শুনিতে পাইবে না। নিকটে লোকালয় নাই।"

ভার্ণি তৎক্ষণাৎ ল্যাংটনের মাথার কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার মুখের বন্ধন অপসারিত করিল। ল্যাংটন, দুই মিনিট ধরিয়া হাঁপাইল। তাহার পর মুলিঙ্গারের মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "ওরে নরপশু, নারীনির্য্যাতক রাক্ষস! তুই—"

মুলিঙ্গার মুখ বিকৃত করিয়া তাহার হাতের চাবুক উর্দ্ধে তুলিল। তাহা পুনর্ব্বার এনিডের পৃষ্ঠে পতনোন্মুখ দেখিয়া ল্যাংটনের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

মুলিঙ্গার চাবুক আস্ফালন করিয়া বলিল, "তোমার প্রলাপ শুনিবার জন্য তোমার মুখের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হয় নাই। আমার সময় অল্প, কাযের কথা বল। সেই ফটো কোথায়? যদি চরম দুর্গতি এড়াইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সত্য কথা বল। আমি সত্য কথা শুনিতে ভালবাসি।"

ল্যাংটন বলিল, "আমার ব্যাঙ্কের ধনাগারের সিন্দুকে আবদ্ধ আছে।"

মুলিঙ্গার বলিল "কোন্ ব্যাঙ্ক ?"

ল্যাংটন মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া হতাশভাবে বলিল, "মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কের ফ্লীট্ ষ্ট্রীটের শাখা।"

মুলিঙ্গার গম্ভীর স্বরে বলিল, "উত্তম। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে চিঠি লিখিয়া দাও—সে পত্র-বাহকের হাতে ফটো ফেরৎ পাঠাইবে। ভার্ণি, উহার ডান হাতের বাঁধন আল্‌গা করিয়া দাও।"

ভার্ণি তৎক্ষণাৎ তাহার আদেশ পালন করিল।

মুলিঙ্গার পকেট হইতে একটি ফাউণ্টেন পেন এবং এক ফর্দ্দ কাগজ বাহির করিয়া ল্যাংটনের সম্মুখে আসিল।

ক্যারো মুলিঙ্গারের আদেশে একখানি ছোট টেবল আনিয়া ল্যাংটনের সম্মুখে স্থাপিত করিল, এবং তাহার উপর দুইটি মোমবাতি জ্বালিয়া দিল।

মুলিঙ্গার ফাউণ্টেন পেন ও সাদা কাগজখানি টেবলের উপর রাখিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "যেরূপ আদেশ করিলাম, মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কের ফ্লীট্ ষ্ট্রীটের শাখার ম্যানেজারকে সেইরূপ পত্র লিখিয়া দাও। বিলম্ব করিও না, আমার সময় মূল্যবান্।"

মুলিঙ্গার এনিডের পশ্চাতে সরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার চাবুক ধরিল।

ল্যাংটন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে পত্রখানি লিখিয়া, তাহা মুলিঙ্গারের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। সে কি লিখিল, তাহা পাঠ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। পশুবলের নিকট এই পরাজয়ে তাহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অন্তর্নিহিত ক্রোধে সে দগ্ধ হইতে লাগিল।

মুলিঙ্গার পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া মনে মনে পাঠ করিল।

পৈশাচিক আনন্দে তাহার লুব্ধ চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া পত্রখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া ভার্ণিকে বলিল, "ভার্ণি, উহার ডান হাত চেয়ারের সঙ্গে আবার বাঁধিয়া রাখ। যদি জানিতে পারি, উহার কথা মিথ্যা, আমাকে প্রতারিত করিবার জন্য চালবাজি মাত্র, তাহা হইলে এই প্রতারণার প্রতিফল কিরূপ ভয়াবহ হইবে, তাহা উহাদের ধারণা করিবার শক্তি নাই। দরজা বন্ধ করিয়া চাবি লাগাও। উহারা এই কক্ষে বন্দী।"

১১

বাঘের ঘরে ঘোগ

ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনী মিস এনিড ফরেষ্ট যে কক্ষে নীত হইয়াছিল, ভার্ণি ও ক্যারো দলপতি মুলিঙ্গারের আদেশে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বারান্দায় আসিল। মুলিঙ্গার বারান্দার রেলিংএ ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সহকর্ম্মিদ্বয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল, ভার্ণি ও ক্যারো মুলিঙ্গারের ইঙ্গিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে মুলিঙ্গার বলিল, "দেখ, এখন আর উহাদের পীড়ন করিও না, আমরা এই সুযোগে উহাদিগকে হত্যা করিয়া যদি এক জোড়া বস্তায় পুরিয়া, এবং পাথর বাঁধিয়া ও পাশের বারান্দা হইতে নীচে নদীর ভিতর ফেলিয়া দিতাম, তাহা হইলে উহাদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ কেহই জানিতে পারিত না, উহারা চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হইত। এ অল্প সুবিধার কথা নয়। বিশেষতঃ পূর্ব্বে সুযোগ পাইয়াও যে উদ্দেশ্যে উহাদিগকে হত্যা করি নাই, ল্যাংটনের নিকট হইতে কৌশলে পত্রখানি আদায় করায় আমাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং উহাদিগকে জীবিত রাখিবার আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমার একটু সন্দেহ হইয়াছে; মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কে সন্ধান লইয়া যদি জানিতে পারি, ল্যাংটন ফটোখানি গচ্ছিত রাখে নাই, সে আমার সঙ্গে চালবাজি করিয়াছে, তাহা হইলে আমার সকল আশাই বিফল হইবে। ফটোখানি পাওয়ার পর উহাদিগকে সাবাড় করা কঠিন হইবে না। আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ ?"

ক্যারো ও ভার্ণি শঙ্কাকুল-নেত্রে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। পুলিশ তাহাদিগকে সন্দেহ করিয়াছে, তাহাদের সন্ধানে ঘুরিতেছে।

এ অবস্থায় প্রণয়ি-যুগলকে হত্যা করা হইলে পুলিস যদি সেজন্ত তাহাদিগকে দায়ী করে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া নরহত্যার অভিযোগে দায়রা সোপরদ্দ করে, তাহা হইলে বিচারে তাহাদের অতি কঠোর দণ্ড হইতেও পারে; এই কথা চিন্তা করিয়া তাহারা উভয়েই আতঙ্কাভিভূত হইয়াছিল।

মুলিঙ্গার তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিল। সে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য মাথা নাড়িয়া বলিল, "না। এখন উহাদের কোন অনিষ্ট করিব না, তোমরাও কিছু করিও না। আগে আমি উহার পত্রের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসি। ল্যাংটন যদি আমার সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে ফটোখানি হস্তগত হইলেই আজ রাত্রিতে উহাদিগকে হত্যা করিয়া মৃতদেহ এভাবে সরাইয়া ফেলিব যে, কেহই আমাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে না; সুতরাং তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি তাড়াতাড়িতে থ্রি-অ্যাসে ক্লোরোফর্ম্মের শিশিটা ফেলিয়া আসিয়াছি। রয়েড আমাকে যে রকম তাড়া করিয়াছিল, তাহাতে আমাকে বাপের নাম পর্য্যন্ত ভুলিতে হইয়াছিল, ক্লোরোফর্ম্মের শিশিটা আনিতে ভুল হওয়া ত সামান্য কথা! তবে শিশিটা আনিতে পারিলে কায অনেক সহজ হইত। উহাদিগকে অজ্ঞান করিয়া বস্তায় পুরিয়া নদীতে ফেলিয়া দিলেই চলিত। উহারা নির্ব্বিঘ্নে ডুবিয়া মরিত; অস্ত্রের সাহায্যে খোঁচাখুঁচি করিবার কোন প্রয়োজন হইত না।"

ক্যারো সাহস সঞ্চয় করিয়া তাহার কোমর বন্ধস্থিত ছোরার খাপ হইতে ছোরা বাহির করিল, এবং তাহা মুলিঙ্গারকে দেখাইয়া বলিল, "ক্লোরোফর্ম্মের শিশি আনিতে তোমার ভুল হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি ত এই হাতিয়ার ফেলিয়া আসি নাই; ইহার আঘাতে উহাদিগকে সাবাড় করিতেও অধিক সময়ের দরকার হইবে না, উহাদের মুখ বাঁধা আছে,

চীৎকার করিতে পারিবে না ; আর মৃত্যু-যন্ত্রণায় উহারা চীৎকার করিলেই বা তাহা শুনিবে কে ?”

মুলিঙ্গার মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, তোমার হাতিয়ার রাখ। এক এক গুলীতে উহাদিগকে সাবাড় করাই ভাল। তাহার পর যাহা বলিয়াছি, বস্তাবন্দী করিয়া লাস ছুটো অরওয়েলে ফেলিয়া দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চম্পট দান করিব। তখন রাত্রির ট্রেণ ধরিবার সময় থাকিবে। কিন্তু আমার আর বিলম্ব করা হইবে না ; ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই সেখানে গিয়া ফটোখানি আদায় করিতে হইবে।”

মুলিঙ্গার আর কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি নীচের ঘরে আসিল এবং ব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে নূতন ছদ্মবেশের কতকগুলি সরঞ্জাম বাহির করিল। সে চেয়ারে বসিয়া আয়নার সাহায্যে ছদ্মবেশে সজ্জিত হইল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার মুখাকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। তাহার মুখে পাকা দাড়ি-গোঁফ, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। ললাটের মাংস শিথিল। তাহাকে তখন দেখিলে মনে হইত, সে ষাট বৎসর বয়সের পক্ককেশ সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ। মুখে সদাশয়তার চিহ্ন পরিস্ফুট।

মুলিঙ্গার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেই সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে ভার্ণিও ক্যারোকে অপেক্ষা করিতে দেখিল। তাহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্তব্ধভাবে তাহার ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছিল ; কিন্তু তাহারা উভয়েই অত্যন্ত গম্ভীর এবং তাহাদের চোখে মুখে বিদ্রোহের ভাব সুস্পষ্ট। তাহাদের চক্ষুতে গভীর অবিশ্বাস ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

মুলিঙ্গার তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। সে তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, বুকের পকেটে হাত পূরিয়া রিভলভারটা দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর গোখ্‌রো সাপের মত অচঞ্চল হিংস্র দৃষ্টিতে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল,

"আবার কি খবর ? আমি কি বলি নাই, এখানে আমার আর বিলম্ব করা চলিবে না ?"

তাহার কথা শুনিয়া ভার্ণি তাহার দিকে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, "হাঁ, সে কথা আমাদের স্মরণ আছে ; কিন্তু আমাদের ও তাড়াতাড়ি দুই একটি কথা বলিবার আছে। আমি ক্যারোর সঙ্গে সেই কথারই আলোচনা করিতেছিলাম। কথা এই যে, তুমি ত ল্যাংটনের ব্যাঙ্কের চিঠি লইয়া সরিয়া পড়িতেছ, তুমি ফটোখানি হাতে পাইয়া আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না—ইহা আমরা কিরূপে জানিব ? আর, তোমাকে ত আমরা চিনি ; আমাদের ফাঁকি দেওয়া তোমার উদ্দেশ্য নয়, ইহার প্রমাণ কোথায় ?"

মুলিঙ্গার আহত সর্পের মত ফোঁস করিয়া উঠিল ; তাহার পর বিকৃতস্বরে বলিল, "সত্য না কি ? আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতারণা করিব কি না, তাহার প্রমাণ চাও ? সত্যই কি আমাকে প্রমাণ দিতে হইবে ?"

ভার্ণি বলিল, "কি অন্যায় কথা বলা হইয়াছে ? তুমি আমাদিগকে ফাঁকি দিলে কে তোমাকে—"

"কে আমাকে আটকাইবে ? এই কথা তোমরা বলিতে চাও ? হী হী !" মুলিঙ্গার এই কথা বলিয়া এভাবে হাসিয়া উঠিল যে, সেই হাসি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের গর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ। সেই বিকট হাস্যধ্বনি শুনিয়া ভার্ণি ও ক্যারো উভয়েই সভয়ে দ্বারপ্রান্তে সরিয়া গেল। তাহাদের মুখ শুকাইল। ভার্ণির স্পর্দ্ধিত ভাব মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। তাহারা যেন পলাইতে পারিলে বাঁচে !

মুলিঙ্গার তাহার পকেটের রিভলভারটা বাহির করিয়া তাহা পরীক্ষা করিল; তাহার পর তাহা পুনর্ব্বার পকেটে রাখিয়া অবজ্ঞাভরে নীরসস্বরে বলিল, "তোমরা একান্ত গাধা ! যদি আমাকে বিশ্বাস করিতে তোমাদের

প্রবৃত্তি না হয়, সে জন্য দায়ী কি আমি? তোমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসের জন্য আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে? আমাদের একজনকে সেই ব্যাঙ্কে গিয়া ফটোখান আনিতে হইবে ত? আমি জানি, তোমরা সেই ভার লইবার উপযুক্ত নও; তোমরা কি বলিতে গিয়া কি বলিবে। তাহাদের জেরায় ঘাবড়াইয়া যাইবে; সকল কায নষ্ট করিবে। এ কাযে বুদ্ধি চাই, সে বুদ্ধি তোমাদের নাই, আমার আছে; এই জন্যই আমাকে ব্যাঙ্কে যাইতে হইতেছে। চিঠিখান আমিই কৌশল খাটাইয়া সংগ্রহ করিয়াছি; ফটোখানাও আমাকেই সংগ্রহ করিতে হইবে। সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইয়াছি; এখন কি তুমি আমাকে বাধা দিতে চাও, ভার্ণি?"

ভার্ণি নিরুত্তর; তাহার মুখে কথা ফুটিল না।

মুলিঙ্গার হাসিয়া বলিল, "আমার কথা মন দিয়া শোন। আমি একটা জরুরী কাযে বাহির হইয়াছি; আমার সময় নষ্ট করিও না। আমি কায শেষ করিয়া আজ রাত্রিতেই ফিরিয়া আসিব। আমার এ কথা তোমরা বিশ্বাস করিতে পার। আমি ফিরিয়া আসিয়া আমাদের পথের কাঁটা দুটোকে সরাইয়া ফেলিব। কিরূপে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার পর, এস্থান ত্যাগ করিয়া ফটোর সাহায্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিব। আশা করি, তাহাতে আমাদের সকল অভাব দূর হইবে। তখন আমরা নির্ব্বিঘ্নে এদেশ ত্যাগ করিতে পারিব। বুঝিয়াছ?"

মুলিঙ্গার মুখে একথা বলিল বটে, কিন্তু মনে মনে বলিল, "ল্যাংটন ও ছুঁড়ীটাকে আগে ত সাবাড় করি; তাহার পর ভার্ণি ও ক্যারোকে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না। আমার হাতে কায শেষ হইলে উহাদের আর সাহায্য লইবার প্রয়োজন হইবে না। তখন ছেঁড়া জুতার মত উহাদিগকে ত্যাগ করিব।"

অতঃপর একটি সৌম্য মুর্ত্তি বৃদ্ধ সেই উদ্যান ভবনের বাহিরে আসিল। সে পথে আসিয়া রেলষ্টেশনগামী বাস পাইল। সেই বাসে চাপিয়া সে যখন ইপস্ উইচের ষ্টেশনে আসিল, তখন ট্রেণ আসিবার কয়েক মিনিট বিলম্ব ছিল। ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইলে ছদ্মবেশী মুলিঙ্গার একটি প্রথম শ্রেণীর কামড়ায় প্রবেশ করিল। সেই দিন অপরাহ্নে ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার অল্পকাল পূর্ব্বে ছদ্মবেশী মুলিঙ্গারকে মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কের ফ্লীট ষ্ট্রীটের শাখায় নিশ্চিন্ত চিত্তে প্রবেশ করিতে দেখা গেল।

সেই শাখা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বৃদ্ধের নিকট ল্যাংটনের পত্রখানি পাইয়া তাহা পাঠ করিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পত্র-নিদ্দিষ্ট ফটো-খানি মুলিঙ্গারের হস্তগত হইল।

মুলিঙ্গার যথাসাধ্য চেষ্টায় আনন্দের উচ্ছ্বাস দমন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ধন্যবাদ ম্যানেজার! নমস্কার"। সাফল্যগর্ব্বে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল।

সেই সময় দুইজন ভদ্রলোক ম্যানেজারের আসনের কয়েক গজ দূরে বসিয়া বৈষয়িক কায করিতেছিলেন। একজন তাঁহার হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতেছিলেন, আর একজন কি একখান কাগজ দেখিতে-ছিলেন। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে 'বৈদেশিক বিনিময়' কথাটি মোটা মোটা অক্ষরে লিখিত ছিল, যদি মুলিঙ্গার তাঁহাদের নিখুঁত ছদ্মবেশের অন্তরালে তাঁহাদের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তাহার আনন্দ ও সাফল্যগর্ব্ব মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইত।

মুলিঙ্গার ফটো লইয়া প্রস্থান করিলে পূর্ব্বোক্ত উভয় ভদ্রলোক ফ্লীট ষ্ট্রীটে তাহার অনুসরণ করিলেন। মুলিঙ্গার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। তাঁহারাও অন্য ট্যাক্সিতে চাপিয়া, অগ্রগামী ট্যাক্সি তাঁহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে-

না পারে, ট্যাক্সি-চালককে সেই ভাবে চলিতে আদেশ করিলেন। মুলিঞ্জার লিভারপুল ষ্ট্রীট ষ্টেশনে ট্যাক্সি হইতে নামিলে ছদ্মবেশী রয়েড ও ইনস্পেক্টর বেল ট্যাক্সি ত্যাগ করিয়া মুলিঞ্জারের অলক্ষিত ভাবে তাহার অনুসরণ করিলেন। মুলিঞ্জার ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত হইয়া ট্রেণের একটি কামরায় প্রবেশ করিলে, তাঁহারা উভয়েই অন্যদিক হইতে প্লাটফর্ম্মে আসিয়া, মুলিঞ্জার ট্রেণের যে কামরায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই কামরার পার্শ্বস্থিত একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

ট্রেণখানি চলিতে আরম্ভ করিয়া ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিল। সেই সময় ছদ্মবেশী রয়েড ইন্‌স্পেক্টর বেলকে বলিলেন, "এইবার আমাদের অভিনয় শেষ হইবে, ইনস্পেক্টর! আমরা ব্যাঙ্কে মুলিঞ্জারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিতাম বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, ইহা অধিকতর সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই উপায়ে আমরা উহার গোপনীয় আড্ডার সন্ধান পাইব এবং উহার দলের অন্যান্য দস্যুদেরও গ্রেপ্তার করিতে পারিব। এতদ্ভিন্ন, ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িণী জীবিত থাকিলে, দস্যুকবল হইতে তাহাদিগকেও উদ্ধার করিতে পারিব, আশা করি, তাহারা জীবিত আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল রয়েডকে বলিলেন, "মেট্রোপলিটান শাখা ব্যাঙ্কে মুলিঞ্জারকে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আপনার এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই; আপনার অনুমানের বাহাদুরী আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ ট্রেণ ত প্রথমেই পরবর্ত্তী ষ্টেশন কলচেষ্টারে আসিবে। মুলিঞ্জার কোথায় নামিবে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি?"

রয়েড বলিলেন, "তাহা অনুমান করিতে পারি নাই; তবে আমার বিশ্বাস, ইপস্‌উইচই উহার লক্ষ্য, হতভাগাটা হয়ত আরও দূরে যাইতে

পারে। এই অনুমানে নির্ভর করিয়া তর্ক-বিতর্কে কোন লাভ নাই। আমরা উহার গোপনীয় আড্ডা পর্য্যন্ত উহার অনুসরণ করিব। আমি উহার আড্ডার বাহিরে লুকাইয়া থাকিয়া উহার গতিবিধি লক্ষ্য করিব; আপনি সেই সুযোগে স্থানীয় থানায় গিয়া একদল পুলিস-প্রহরী সংগ্রহ করিয়া, যত শীঘ্র পারেন, আমার নিকট উপস্থিত হইবেন। আমরা উহার আড্ডায় হঠাৎ হানা দিয়া খানাতল্লাস আরম্ভ করিব। যদি সে বুঝিতে পারে, তাহার আর কোনও আশা নাই, এবং এক মিনিটেরও সুযোগ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে এই নরপিশাচ ল্যাংটন ও তাহার প্রনয়িণীকে সেই সুযোগে হত্যা করিয়া আমাদের সকল চেষ্টা বিফল করিবে। হাঁ, যদি ল্যাংটন ও মিস ফরেষ্টকে সে ইতিপূর্ব্বে হত্যা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই নিষ্ঠুর কায সে করিবেই, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ!" তাঁহার কণ্ঠস্বর অচঞ্চল, কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর।

ট্রেণখানি যখন ইপ্‌সউইচ ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল। মুলিঙ্গার সেই ষ্টেশনে নামিয়া পড়িল। রয়েড ও ইন্‌স্পেক্টর বেল প্লাটফর্ম্মে নামিয়া একটু দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। মুলিঙ্গার ষ্টেশনের বাহিরে বাসগুলির আড্ডার অদূরে দাঁড়াইল, তাহার অনুসরণকারিদ্বয় একটি দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে মুলিঙ্গার একখানি বাসে প্রবেশ করিলে রয়েড ও ইন্‌স্পেক্টর বেল সেই বাসের বাহিরের সিঁড়ি দিয়া তাহার ছাদে উঠিলেন, এবং দুইটি আসন অধিকার করিলেন। বাস তাঁহাদের তিনজনকে ও অন্যান্য আরোহিগণকে লইয়া গন্তব্য পথে ধাবিত হইল।

বাস পূর্ব্বোক্ত বাগান বাড়ীর অদূরবর্ত্তী পথে উপস্থিত হইলে মুলিঙ্গার বাস থামাইয়া তাহা হইতে নামিয়া পড়িল। তাহাকে সেখানে

নামিতে দেখিয়া রয়েড ইন্‌স্পেক্টর বেল সহ সেই স্থানে অবতরণ করিলেন। মুলিঙ্গার সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানবাড়ীর সন্নিহিত গলির ভিতর প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহার বৃদ্ধের ছদ্মবেশ থাকায় তখনও সে বৃদ্ধের মতই ঈষৎ অবনত দেহে ধীরে ধীরে পদক্ষেপণ করিয়া চলিতে লাগিল।

গলির প্রান্তবর্ত্তী তৃণরাশির উপর দিয়া লঘু-পদ বিক্ষেপে মুলিঙ্গারের অনুসরণ করিতে করিতে রয়েড ইন্‌স্পেক্টর বেলকে বলিলেন, "হতভাগা কি রকম সতর্ক, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? অন্ধকারে একাকী চলিয়াছে, কিন্তু এখানেও বৃদ্ধের গমন-ভঙ্গী ত্যাগ করে নাই, পাকা খেলোয়াড় বটে!"

মুলিঙ্গার বাগানবাড়ীর দেউড়ী খুলিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। সেই উদ্যানের অভ্যন্তরস্থিত অট্টালিকার একটি কক্ষ হইতে মৃদু দীপরশ্মি উদ্যানের নিবিড় অন্ধকার বিদীর্ণ করিতেছিল। সেই ক্ষীণ দীপালোকে ছায়াচ্ছন্ন অট্টালিকা অস্ফুটভাবে দৃষ্টিগোচর হইল।

রয়েড বৃক্ষছায়ায় প্রচ্ছন্ন অট্টালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইনস্পেক্টর বেলকে বলিলেন, "ঐ অট্টালিকাই উহাদের বর্ত্তমান আড্ডা, উহা সম্ভবতঃ উহারই দলের কোন দস্যুর আবাস-গৃহ। যাহাই হউক, আপনি এখানে আর বিলম্ব করিবেন না। যতশীঘ্র সম্ভব, একদল পুলিস প্রহরী লইয়া ফিরিয়া আসিবেন। আমি ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িণীর অনিষ্ট আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে সেই অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন। রয়েড সতর্কভাবে বাগানবাড়ীর দেউড়ী খুলিয়া, কঙ্করাবৃত পথের পাশ ঘেঁসিয়া গুঁড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইলেন।

তিনি অট্টালিকার অদূরে উপস্থিত হইলে একটি দ্বার খুলিবার

শব্দ শুনিতে পাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরও তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

রয়েড ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন তিনি আর কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না, তখন পুনর্ব্বার অধিকতর সতর্কতার সহিত চলিতে লাগিলেন। তিনি সেই অট্টালিকার যে কক্ষের বাতায়ন হইতে দীপালোক-রশ্মি দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই বাতায়নটি অরওয়েল নদীর অভিমুখে সংস্থাপিত ছিল। রয়েড সেই কক্ষ হইতে একাধিক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন, সেই কক্ষে মুলিঞ্জারও কথা বলিতে ছিল। তাহার কণ্ঠস্বর তাহার সঙ্গীদের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চ, এবং তাহাতে উত্তেজনা ও অধীরতার আভাস সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

রয়েড এবার মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রসারিত উভয় হস্তে ও জানুতে ভর দিয়া টিকটিকির মত গতি-ভঙ্গীতে সেই আলোকিত বাতায়নের নীচে অগ্রসর হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "হে পরমেশ্বর, ইনস্পেক্টর বেল যেন অবিলম্বে সদলে এখানে আসিতে পারেন।"

যে কক্ষের বাতায়ন-পথে দীপরশ্মি নির্গত হইতেছিল, সেই কক্ষে ল্যাংটন ও এনিড ফরেষ্ট প্রতিমুহূর্ত্তে তখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুলিঞ্জারের রিভলভারের অব্যর্থ গুলিতে যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহাদের মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইবে, এ বিষয়ে সেই রজ্জুবদ্ধ অসহায় প্রণয়ি-যুগলের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

তাহাদের হস্তপদ তখনও দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ, এবং সুদীর্ঘ রুমাল দ্বারা মুখও আবদ্ধ ছিল; সেই অবস্থায় তাহাদের উভয়কে গৃহ-প্রাচীরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। মুলিঞ্জার রিভলভার উদ্যত করিয়া তাহাদের সম্মুখে যমদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান।

তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল—সেই দুর্ব্বৃত্তের কবল হইতে তাহাদের

পরিত্রাণের আশা নাই; তথাপি তাহারা অসঙ্কোচে অপরিহার্য্য মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই মুলিঙ্গারের হস্তস্থিত উদ্যত পিস্তলের দিকে অকম্পিতহৃদয়ে চাহিয়া রহিল। তাহাদের নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ভয়ের আভাসমাত্র ছিল না; তাহাদের ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না, এনিড তখন মনে মনে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছিল, মুলিঙ্গারের রিভলভারের গুলীতে তাহাদের ললাট বিদীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যেন তাহাদের চেতনা বিলুপ্ত হয়; মৃত্যু যন্ত্রনা যেন তাহাদিগকে বিচলিত করিতে না পারে।

মুলিঙ্গার ল্যাংটনকে লক্ষ্য করিয়া নীরসস্বরে বলিল, "তুমি সত্যবাদী, ল্যাংটন! আমার সন্দেহ হইয়াছিল, তুমি মিথ্যা কথায় আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে। আমি তোমার পত্র পাইয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিলে, সে হয়ত ফটোর কথা অস্বীকার করিবে; বলিবে, তুমি তাহাদের ব্যাঙ্কে ফটো দাও নাই। কিন্তু ম্যানেজারের নিকট ফটো পাইয়াছি, এজন্য তুমি আমার ধন্যবাদের পাত্র। তুমি সত্যবাদী।"

মুলিঙ্গার তাহাদিগকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে এইরূপ বক্তৃতায় অনর্থক সময় ক্ষেপণ করায় তাহার কথাগুলা কাটাঘায়ে নূনের ছিটার মত ল্যাংটনের অসহ্য বোধ হইল। যে তাহার ধন্যবাদের পাত্র, তাহাকে হত্যা করিয়া সে চূড়ান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। কথাটা বলিতে তাহার বিন্দুমাত্র লজ্জা হইল না। কিন্তু মুলিঙ্গার কিরূপ নির্লজ্জ, ল্যাংটন তাহা অবগত ছিল না।

ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িণীকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ক্যারো বিরক্তিভরে বলিল, "যে কায করিতে আসিয়াছ, তাহা চট্‌পট্ শেষ কর। গুলি করিবার জন্য রিভলভার উঠাইয়া অত বক্তৃতা করিবার কি প্রয়োজন?"

মুলিঙ্গার বলিল, "ক্যারো, তুমি কি আশা করিয়াছ, আমি তোমার উপদেশে চলিব? ল্যাংটনের শেষ মুহূর্ত্তে আমার দুই চারিটি কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, ইহা তুমি কিরূপে বুঝিলে? তাড়াতাড়ি গুলী করিবারই বা প্রয়োজন কি? গুলী করিলেই ত সব শেষ হইয়া যাইবে। হত্যা করিবার পূর্ব্বে উহাদিগকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিতে চাই। উহাদিগকে এই মুহূর্ত্তে হত্যা করিলে সেই আনন্দ লাভ করিতে পারিব কি? এই আনন্দের গভীরতা তোমরা কি বুঝিবে, মূর্খ? ইহার পর আর এ সুযোগ পাইব কি?"

মুলিঙ্গার যে আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, ভার্ণিকে তাহার অংশ দানের জন্য মুলিঙ্গারের আগ্রহ হইল। ভার্ণি সেইখানে উপস্থিত না থাকায় মুলিঙ্গার তাহাকে আহ্বান করিল; কিন্তু নরহত্যা দেখিতে তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ হইল না, নারীহত্যা দর্শনে তাহার স্পৃহা না থাকায়, সে মুলিঙ্গারের আদেশ পালন করিল না। সে অন্য কক্ষ হইতে তাহার সম্মুখে আসিল না। ভার্ণি স্থির করিল, হত্যা-কাণ্ডের পর সে মুলিঙ্গারের সম্মুখীন হইবে, বলিবে, সে ছেঁড়া থলি সেলাই করিতেছিল—সেই অট্টালিকায় নূতন বস্তা পাওয়া যায় নাই।

মুলিঙ্গার এনিডের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিল; তাহা দেখিয়া ল্যাংটন মুখ বাঁধা থাকায় কথা বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু দুটি যেন নীরব ভাষায় তাহাকে অনুরোধ করিল, "আগে আমাকে, আগে আমাকে হত্যা করিয়া। আমি জীবিত থাকিতে আমার চক্ষুর উপর আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে হত্যা করিও না।" ল্যাংটন বুঝিতে পারিল, অঙ্গুলীর যৎ সামান্য চাপে মুহূর্ত্ত মধ্যে রিভলভারের গুলী এনিডের বক্ষঃ-ভেদ করিবে।

ল্যাংটনের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সেই নর পিশাচ হাসিয়া বলিল, "আমার অঙ্গুলির মৃদু চাপে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ সুন্দরী তরুণীর

ইহলীলার অবসান হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ত? আমার দয়ার শরীর, আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ, এই জন্য তোমাকে অগ্রে হত্যা করিব না, তোমাকে আরও এক মিনিট জীবিত রাখিব। আমি আমি ঘড়ি ধরিয়া সময় দেখিতেছি। এক মিনিট পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তোমাকে গুলী করিব না। এই এক মিনিট তুমি জীবনের মাধুর্য্য উপভোগ কর। হাঁ, তোমার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার অনুরোধে তোমার ঐ সুন্দরী প্রণয়িণীর পরমায়ুও আর এক মিনিট বাড়াইয়া দিলাম। কিন্তু এক মিনিট মাত্র; এক মিনিট শেষ হইবা-মাত্র 'দুড়ম' শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। স্বর্গের পরীর দল তোমাদের পারলৌকিক মিলন-দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিবে।"

মুলিঙ্গার পিস্তলটা ডেস্কের উপর রাখিল, এবং করতলে সংরক্ষিত ঘড়ির দিকে চাহিয়া, এক, দুই, তিন, চার—সেকেণ্ডগুলি অস্ফুটস্বরে গণিতে লাগিল। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "সময় যেন উড়িয়া যাইতেছে। তথাপি মনে হইতেছে, এক মিনিট কি দীর্ঘকাল! এই মূল্যবান মুহূর্ত্তগুলি দয়ার অনুরোধে বৃথা নষ্ট করিতেছি। ঐটুকুই আমার দুর্ব্বলতা।" সে পুনর্ব্বার অনুচ্চস্বরে আরম্ভ করিল "একুশ, বাইশ, তেইশ।" সে রুদ্ধশ্বাসে নিনিমেষ-নেত্রে ঘড়ির দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্যারো তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে যতই নিষ্ঠুর হউক, সেই যুবক-যুবতীর অবস্থা দেখিয়া মুলিঙ্গারের পৈশাচিকতায় তাহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

মুলিঙ্গার অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "পঞ্চান্ন, ছাপান্ন, সাতান্ন।"

সে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাক হইয়া রিভলভারটা হস্তগত করিবার জন্য ডেস্কের দিকে হাত বাড়াইল।

সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষের ডেস্কের উপর সংরক্ষিত বাতি দুইটির শিখা কম্পিত হইল; ইহার কারণ জানিবার জন্য মুলিঙ্গার সম্মুখস্থিত বাতায়নের

দিকে চাহিয়া দেখিল, কোনও অদৃশ্য হস্তের আকর্ষণে বাতায়ন উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সে দৃষ্টি ফিরাইবার পূর্ব্বেই কে তাহাকে দৃঢ়স্বরে বলিল, "দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া ধর শীঘ্র"।

মুলিঙ্গার উদ্ঘাটিত বাতায়নের ধারীর উপর একজন আগন্তুককে উপবিষ্ট দেখিল, তাঁহার রিভলভার তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া উদ্যত।

রয়েড হতবুদ্ধি, স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলদেহ ক্যারোকে লক্ষ্য করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ক্যারো, দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া ধর, এক কথা আমার দুইবার বলিবার অভ্যাস নাই।"

ক্যারোর মনে হইল, সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল; কিন্তু তাহাকে তৎক্ষণাৎ এই আদেশ পালন করিতে হইল।

রয়েড চক্ষুর নিমিষে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া উদ্যত রিভলভারের সাহায্যে উভয় দস্যুকে নিষ্ক্রিয় করিলেন। মুলিঙ্গার ও ক্যারো উর্দ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার উপর হইতে হাত নামাইতে তাহাদের সাহস হইল না। উভয়েই বুঝিতে পারিল, রয়েডের হাতের সেই ক্ষুদ্র অথচ সাংঘাতিক রিভলভার মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের উভয়েরই ললাট বিদীর্ণ করিতে পারে।

মুলিঙ্গার আর কখনও এরূপ হতবুদ্ধি হয় নাই। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া জড়িতস্বরে বলিল, "তু—তুমি কি উপায়ে এখানে আসিলে?"

রয়েড হাসিয়া বলিলেন, "বাহিরের ড্রেনের পাইপের সাহায্যে। মনে হইতেছে, আমি ঠিক সময়ে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্বে আমার সকল শ্রম বিফল হইত। দু'জনে দেওয়াল ঘেঁসিয়া পাশাপাশি দাঁড়াও। আমার এই ছয়ঘরা রিভলভার প্রায় একই সময় অনেকগুলি মাথা ফুটা করিতে পারে। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ। ডেক্সের উপর রক্ষিত রিভলভারের দিকে চাহিয়া কোনও

লাভ নাই। উহা তোমাদের দুই হাত দূরে থাকা, আর দুই মাইল দূরে থাকা এখন সমান। মাথার উপর হইতে হাত নামিবার পূর্ব্বেই তোমাদের মৃতদেহ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িবে। কিন্তু আশা করি, তাহার প্রয়োজন হইবে না। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমাদিগকে বাঁধিয়া পুলিসবাহিনীর হস্তে অর্পণ করিতে পারিব। তাহারা এই বাগান-বাড়ীতে হানা দিয়া, খানাতল্লাসীর জন্য প্রস্তুত। আমি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়াছি।

১২

শিয়াল-ফাঁকি

মুলিঙ্গার নির্ব্বাক্‌ভাবে ক্রোধারুণ-নেত্রে ডিটেক্‌টিভ রয়েডের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু রয়েডের হাতের অটোমেটিক রিভলভার তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া উদ্যত, সেই কঠোর হৃদয় বিদারক একবারমাত্র গর্জ্জন করিয়া যে অমোঘ রায় প্রকাশ করিবে, তাহার আপীল নাই,—ইহা বুঝিতে পারিয়া সে ঊর্দ্ধবাহু সাধুর ন্যায় উভয় হস্ত মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া, অদূরবর্ত্তী ডেস্কের উপর সংরক্ষিত পিস্তলটির দিকে দুই একবার দৃষ্টিপাত করিল। তাহার ইচ্ছা হইল, বিদ্যুৎবেগে হাত বাড়াইয়া তাহা তুলিয়া লয়; কিন্তু তাহা স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই রয়েডের অব্যর্থ গুলীতে তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইতে পারে। সুতরাং সে পিস্তলের আশা ত্যাগ করিয়া অন্য কোন্‌ উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

কিন্তু সেই অপরিচিত স্থানে, শত্রুপুরীতে হঠাৎ অতর্কিতভাবে কোন্‌ দিক হইতে কি বিপদ আসিবে, তাহা বুঝিতে না পারায় রয়েডের মনও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়াছিল; তিনিও আর অনাবশ্যক তর্ক-বিতর্কে অধিক সময় নষ্ট করা অসঙ্গত মনে করিয়া তাঁহার হাতের রিভলভার পূর্ব্ববৎ উদ্যত রাখিয়াই বাম হস্তে পকেট হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরি বাহির করিলেন এবং তাহার সাহায্যে চক্ষুর নিমেষে ল্যাংটনের উভয় হস্তের বন্ধন রজ্জু খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, তাহার হাতের বন্ধন মোচন করিলেন, পরে ছুরিখান ল্যাংটনের হাতে দিয়া তাহাকে বলিলেন, "প্রথমে তুমি তোমার পায়ের বাঁধন কাটিয়া ফেল, তাহার পর মিস্‌ ফরেষ্টের হাতের ও পায়ের বাঁধন কাটিয়া দাও। এই কাযের ভার তোমাকেই লইতে হইতেছে;

আমার এই বন্ধুযুগলের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্য কোন কাযে হাত দিব, আমার সেরূপ অবসর নাই।"

ল্যাংটন তাহার ও তাহার প্রণয়িণীর জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল। সেখানে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে রয়েডের আবির্ভাব দৈবানুগ্রহ বলিয়াই তাহার মনে হইল; কিন্তু জীবনের সেই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে এইভাবে মৃত্যু-কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াও সে হতবুদ্ধি হইল না, সে ক্ষিপ্র হস্তে রয়েডের আদেশ পালন করিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় রয়েড তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বারের দিকে পরিচ্ছদ আন্দোলনের শব্দের মত খস্‌খস্ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি মুলিঞ্জার ও ক্যারোর মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করা সঙ্গত মনে করিলেন না; কিন্তু সে জন্য তাঁহার অসুবিধা হইল না। তাঁহার সম্মুখে অদূরবর্ত্তী দেওয়ালে একখান আয়না ঝুলিতেছিল; সেই আয়নায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বার প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই দ্বারটি অতি ধীরে এক এক ইঞ্চি করিয়া উদ্‌ঘাটিত হইতেছিল। দ্বারটি এইভাবে অর্দ্ধোন্মুক্ত হইলে ভার্ণির অন্যান্য অবয়বের প্রতিবিম্বও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ভার্ণির হাতের পিস্তলটিও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না!

রয়েড ভার্ণির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার রিভলভারের ঘোড়ায় অঙ্গুলী স্পর্শ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "প্রথমেই মুলিঞ্জারের পালা!"

তাঁহার কথা শুনিয়া মুলিঞ্জার ঘামিয়া উঠিল এবং তাহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পড়িতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল, ভার্ণি দ্বার অতিক্রম করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র রয়েডের রিভলভারের গুলি তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিবে, ভার্ণি তাহাকে সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে পঞ্চত্ব লাভ করিতে হইবে; কারণ, ভার্ণি

তখনও রয়েডকে লক্ষ্য করিয়া তাহার পিস্তল উদ্যত করে নাই।

সেই কক্ষের দ্বার রয়েডের পশ্চাতে থাকিলেও এক চক্ষুতে তিনি মুলিঙ্গার ও ক্যারোর ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং অন্য চক্ষু আয়নায় স্থাপিত করিয়া ভার্ণির গতিবিধি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, ভার্ণি দ্বারপ্রান্তে শিকারী বিড়ালের মত গুড়ি মারিয়া বসিয়া যেন কি একটা সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া রয়েড বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে; দীর্ঘকাল এভাবে কাটিতে পারে না। জয়-পরাজয় যাহাই ঘটুক, মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহা শেষ হইবে, এবং দুশ্চিন্তা অসহ্য হওয়ায় তাহাই তিনি প্রার্থনীয় মনে করিলেন। ল্যাংটন বা তাহার প্রণয়িনীর কথা চিন্তা করিবার তখন তাঁহার অবসর ছিল না।

রয়েড ভার্ণির উজ্জ্বল চক্ষুর দিকে চাহিয়া দর্পণে তাহার মানসিক ব্যাকুলতা প্রতিফলিত দেখিলেন; কিন্তু সে কি উদ্দেশ্যে গুলীবর্ষণে বিলম্ব করিতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না! কিন্তু মুলিঙ্গারের বিপদে সে কাতর হইয়া তাহার প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, ইহাও তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তখন সকলেই স্তব্ধভাবে যেন কি একটা ভীষণ কাণ্ডের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই কক্ষে তখন এরূপ প্রগাঢ় স্তব্ধতা বিরাজিত যে, সকলেই স্ব স্ব শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইতেছিল। রয়েড মুলিঙ্গারের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং আয়নার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ভার্ণি সম্মুখে ঝুঁকিয়া অবনত-দেহে অতি ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার হাতের পিস্তলটা সে তখন ঈষৎ উর্দ্ধে তুলিয়াছিল।

তাহার পর যেন বিদ্যুদ্বেগে কি একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল! রয়েডের

ধারণা হইল, ক্যারো মুহূর্তের জন্য চক্ষু সঙ্কুচিত করিয়া ভার্ণিকে কি একটা ইঙ্গিত করিল। সেই ইঙ্গিতে ভার্ণি ক্যারোর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিল এবং ক্যারো সেই মুহূর্ত্তেই রয়েডের দিকে লাফাইয়া পড়িল।

কিন্তু রয়েড সতর্ক ছিলেন; ভার্ণি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি-বর্ষণ করিবামাত্র তিনি একপাশে কাত হইয়া পড়িয়া সেই কক্ষের মেঝের উপর দেহ প্রসারিত করিলেন। ভার্ণির পিস্তলের গুলী লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখস্থ দেওয়ালে বিদ্ধ হইল। ক্যারো রয়েডের দেহের উপর পড়িবে, এইরূপ তাক করিয়াই লাফ দিয়াছিল; কিন্তু রয়েড ক্যারো কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই মেঝের উপর দেহভার প্রসারিত করায়, ক্যারো তাঁহার দেহে বাধিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল এবং রয়েডের হাতের রিভলভারটা পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর সে মাতালের মত টলিতে টলিতে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া উভয় হস্ত ডেস্কের দিকে প্রসারিত করিল।

মোমবাতি দুইটি ডেস্কের উপর পাশাপাশি স্থাপিত ছিল। সেই দুইটি বাতি ভিন্ন সেই কক্ষে অন্য কোন আলো ছিল না। ক্যারো চক্ষুর নিমিষে বাতি দুইটি তুলিয়া লইয়া ফুৎকারে তাহা নির্ব্বাপিত করিল; তাহার পর সেই কক্ষ হইতে পলায়নের অভিপ্রায়ে সিঁড়ির দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। রয়েড তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছিলেন, পুলিসবাহিনী সেই অট্টালিকা পরিবেষ্টিত করিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন; এ কথা তাহারা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিল এবং সেই অট্টালিকা হইতে তাড়াতাড়ি পলায়নের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। এই জন্য ক্যারো দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া নিবিড় নৈশ অন্ধকারে যে মুহূর্ত্তে

সিঁড়িতে পদার্পণ করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভার্ণিও সিঁড়িতে লাফাইয়া পড়িল; কিন্তু সে অন্ধকারে সিঁড়ির ধাপের উপর না পড়িয়া সবেগে ক্যারোর দেহের উপর পড়িল। সেই ধাক্কায় ক্যারো উর্দ্ধপদে ও অধোমুখে সিঁড়িতে আছাড় খাইল। ক্যারো ঐ ভাবে নিপতিত হওয়ায় ভার্ণিও বেগ সামলাইতে না পারিয়া তাহার দেহের উপর গড়াইতে লাগিল! দুই জনেই তখন সিঁড়িতে লটর-পটর!

রয়েড অন্ধকারে তখনও সেই কক্ষের মেঝের উপর পড়িয়াছিলেন। তাঁহার হস্তস্খলিত রিভলভারটা ক্যারোর পদাঘাতে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে নিরস্ত্র হইতে হইয়াছিল। তিনি রিভলভারটা সংগ্রহ করিবার আশায় অন্ধকারে দুই হাত বাড়াইয়া তাহা হাতড়াইতে লাগিলেন। সেই সময় অদূরে একটা পিস্তল গম্ভীর শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল; তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাথার কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়া একটা গুলী সবেগে উড়িয়া গেল। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, মুলিঞ্জার সুযোগ বুঝিয়া ডেস্কের উপর হাত বাড়াইয়া তাহার পিস্তলটি সংগ্রহ করিয়াছিল এবং অন্ধকারে তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও তাঁহার পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করিয়াছিল।

রয়েড মেঝের উপর উঠিয়া বসিয়া, উভয় হস্তে তাঁহার পিস্তলটি খুঁজিতেছিলেন, মুলিঞ্জার-নিক্ষিপ্ত গুলী তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল, তিনি তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর দীর্ঘ দেহ প্রসারিত করিলেন।

সেই সময় ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িণীর কথা স্মরণ হওয়ায় তাহাদের বিপদের আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল হইলেন। তিনি প্রাণের ভয় তুচ্ছ করিয়া প্রণয়িযুগলের প্রাণরক্ষার আশায় সেই বিপৎসঙ্কুল অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টায় মানুষের যাহা সাধ্য, তাহা তিনি করিয়াছিলেন; কিন্তু মুলিঞ্জার আকস্মিক বিপদে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া যে ভাবে গুলীবর্ষণ করিতেছিল, তাহাতে তাঁহার ন্যায় তাহাদেরও

আহত হইবার আশঙ্কা ছিল। এই জন্য তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন :—

"ল্যাংটন !"

তাঁহার সাড়া পাইয়া, তিনি কোন্ স্থান হইতে ল্যাংটনকে আহ্বান করিলেন, মুলিঙ্গার তাহা বুঝিতে পারিল এবং সঙ্গে সঙ্গে উপর্য্যুপরি দুইবার গুলীবর্ষণ করিল। সেই দুইটি গুলীও তাঁহার শায়িত দেহের কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়া চলিয়া গেল। তিনি মেঝের উপর সেই ভাবে উপুড় হইয়া পড়িয়া না থাকিলে সেই উভয় গুলীতেই তাঁহাকে আহত হইতে হইত, ইহা তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন ; কারণ, দুই গুলীই উপর্য্যুপরি তাঁহার মাথার উপর দিয়া যাইবার সময় তিনি তাহাদের উত্তাপ অনুভব করিয়াছিলেন।

এই ভাবে আহত হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও তিনি ল্যাংটনকে সতর্ক করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি দৃঢ়স্বরে পুনর্ব্বার ল্যাংটনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ল্যাংটন, তোমার প্রণয়িণীকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র এই কক্ষ ত্যাগ কর। যেরূপে পার, বাগানের বাহিরে পলায়ন কর। এখানে থাকিলে তোমাদের প্রাণরক্ষার আশা নাই।"

তিনি মুখে এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুলিঙ্গার পুনর্ব্বার তাঁহার উদ্দেশে গুলী বর্ষণ করিবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তিনি উভয় পদের গোড়ালী দ্বারা মেঝের উপর সবেগে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই শব্দে নিস্তব্ধ কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি যেখানে পদশব্দ করিলেন, মুহূর্ত্ত পরে ঠিক সেই স্থান দিয়া আর একটা গুলী চলিয়া গেল। কিন্তু তিনি অদূরে পরিচ্ছদের খস্-খস্ শব্দ এবং লঘু পদধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, ল্যাংটন তাঁহার উপদেশে তখন সেই কক্ষ ত্যাগ করিতেছিল।

ল্যাংটন তাহার প্রণয়িণীর হাত ধরিয়া লঘুপদবিক্ষেপে সেই কক্ষের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

সেই মুহূর্ত্তে মুলিঙ্গারের পিস্তল পুনর্ব্বার গর্জ্জিয়া উঠিল ; তাহার নলের মুখ হইতে যে ধূমানল শিখা নিঃসারিত হইল, মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী সেই অস্ফুট আলোকে রয়েড ল্যাংটনকে দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, ল্যাংটন উভয় হস্তে তাহার প্রণয়িণীকে জড়াইয়া ধরিয়া সতর্কভাবে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সেই আলোকে তিনি মুলিঙ্গারকেও দেখিতে পাইলেন। সে তখন ডেস্কের নিকট দাঁড়াইয়াছিল। তাহার বাঁ হাত ডেস্কের উপর সংরক্ষিত, এবং তাহার ডান হাতে ধূমায়মান পিস্তল।

সেই আলোকে মুলিঙ্গারও রয়েডকে দেখিতে পাইয়াছিল। মুলিঙ্গার তাঁহাকে দেখিবামাত্র, তিনি গড়াইয়া কয়েক ফুট দূরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু মুলিঙ্গারের পিস্তল পুনর্ব্বার গর্জ্জিয়া উঠিল এবং মুলিঙ্গার মুহূর্ত্তের জন্য যে স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার পিস্তলের গুলী ঠিক সেই স্থানে বর্ষিত হইল।

পিস্তল-নিঃসারিত ক্ষীণ আলোকপ্রভা অন্তর্হিত হইলে, সেই কক্ষের অন্ধকার গভীরতর হইল। রয়েড সেই স্থানে পড়িয়া থাকিয়াই মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তিনি উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া ব্যাকুলভাবে রিভলভারটি খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা যে পুনর্ব্বার সংগ্রহ করিতে পারিবেন, এ আশা তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

রয়েড তখন নিরস্ত্র, কিন্তু মুলিঙ্গারের হাতে পিস্তল ছিল ; এজন্য সেই অন্ধকারেও তিনি আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না। তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মুলিঙ্গারের পিস্তলটি তাহার ডেস্কের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন এবং তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ছয়-ঘরা পিস্তল ; তাহাতে ছয়টি টোটা ভরিয়া রাখা হইয়াছিল। মুলিঙ্গার তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে পাঁচবার ফায়ার করিয়াছিল, তাহাও তাঁহার স্মরণ ছিল। এই জন্য রয়েড ভাবিলেন, তাহাতে আর একটিমাত্র টোটা অবশিষ্ট ছিল, মুলিঙ্গার যদি

এই শেষ টোটাটি খরচ করে, তাহা হইলে তাহার হাতে পিস্তল থাকা না থাকা সমান হইবে। তাঁহাদের উভয়েরই অবস্থা তখন সমান হইবে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, রয়েড যে স্থানে প্রসারিত দেহে পড়িয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে তাঁহার পদদ্বয় কিছু দূরে অপসারিত করিয়া তদ্দ্বারা সেই কক্ষের মেঝের উপর দুপ্ দাপ্ শব্দ করিতে লাগিলেন।

মুলিঙ্গার সেই শব্দ শুনিয়া কোন রকম সাড়া দিল না।

রয়েড দুই তিন মিনিট নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকিয়া পা দুইখানি ঘুরাইয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার সেইরূপ শব্দ করিলেন। মুলিঙ্গারের ধারণা হইল, তিনি অন্ধকারে ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিলেন। এজন্য সে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া পিস্তলের শেষ টোটাটি ব্যবহার করিল। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল আওয়াজ করিল।

রয়েড তাহার পূর্ব্বেই সেই স্থান হইতে পদদ্বয় অপসারিত করিয়াছিলেন ; পিস্তলের গুলী নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিদ্ধ হইবামাত্র রয়েড যেন সেই গুলীতে আহত হইয়াছেন, এই ভাবে আর্ত্তনাদ করিলেন ! সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া মুলিঙ্গার বুঝিতে পারিল, এবার তাহার গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। আনন্দে ও উৎসাহে সে সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া রয়েডকে ধরিবার জন্য উৎফুল্ল হৃদয়ে অগ্রসর হইল। তাহার আশা হইল, আহত রয়েডকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিবে, এবং শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে। তাহার পর পুলিস-বাহিনীকে শিয়ালফাঁকি দিয়া পলায়ন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না।

সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে সে সতর্কভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটি মনুষ্যদেহে তাহার হাত ঠেকিল ; তাহা যে রয়েডের দেহ, এ বিষয়ে মুলিঙ্গারের সন্দেহ রহিল না। সে তাড়াতাড়ি হাত দুইখানি টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহার উভয় হস্তই যেন কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে

আবদ্ধ হইল! রয়েড মুহূর্ত্তমধ্যে মুলিঙ্গারের হাত ধরিয়া এরূপ বেগে একটা ঝাকুনী দিলেন যে, মুলিঙ্গার সেই প্রচণ্ড আকর্ষণের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মুখ গুঁজিয়া রয়েডের বুকের উপর পড়িয়া গেল। সেই সুযোগে রয়েড উভয় হস্তে মুলিঙ্গারের গলা টিপিয়া ধরিলেন। তিনি তাহার কণ্ঠনালীর উপর এরূপ জোরে চাপ দিলেন যে, মুলিঙ্গারের মুখ-গহ্বর হইতে আধহাত জিভ বাহির হইয়া পড়িল এবং শ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল!

কিন্তু মুলিঙ্গারের দেহেও অসাধারণ শক্তি ছিল, মৃত্যুকবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। সে রয়েডের হাত দুইখানি তাহার কণ্ঠনালী হইতে অপসারিত করিবার জন্য উভয় হস্তে রয়েডের মুখে, বুকে, মাথায়, দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কিল, চড়, ঘুসি মারিতে লাগিল। তাঁহার উভয় হস্তের মণিবন্ধে তীক্ষ্ণধার নখর বিদ্ধ করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিল; সে ব্যাদিত মুখে শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে তাঁহার হাত দুইখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। তখন মুলিঙ্গার একখানি পা ঊর্দ্ধে তুলিয়া প্রচণ্ডবেগে তাঁহার তলপেটে পদাঘাত করিল।

রয়েড আঘাত-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিলেন এবং মুলিঙ্গারের কণ্ঠ হইতে একখানি হাত সরাইয়া লইয়া তদ্দ্বারা আহত তলপেট স্পর্শ করিলেন। সেই সুযোগে মুলিঙ্গার প্রচণ্ডবেগে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়া তাঁহার অপর হস্তের বন্ধন হইতে কণ্ঠনালী মোচন করিল। কিন্তু রয়েড মুহূর্ত্ত-মধ্যে উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া মুলিঙ্গারকে পুনর্ব্বার জড়াইয়া ধরিলেন। এ জন্য মুলিঙ্গারের পলায়নের চেষ্টা সফল হইল না। সে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া অন্ধকারে রয়েডের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল।

মুলিঙ্গার রয়েডের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া মেঝের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিল। রয়েডকেও তাহার সঙ্গে মেঝের উপর

গড়াইতে হইল। একবার রয়েড তাহার দেহের উপর উঠেন, আবার উভয়ে ঝটাপটি করিতে করিতে মুলিঞ্জার তাঁহার দেহের উপর উঠে। সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই কিল, চড়, ঘুসি এবং পাদতাড়ন চলিতে লাগিল। সেই গজকচ্ছপের যুদ্ধে কাহার জয় হইবে, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না।

উভয়ে মেঝের উপরে গড়াগড়ি দিতে দিতে অবশেষে মুলিঞ্জারের পদদ্বয় সেই কক্ষের মুক্তদ্বার স্পর্শ করিল। মুলিঞ্জার রয়েডের উভয় হস্তের কঠিন বন্ধন-পাশ শিথিল করিতে না পারায়, তাঁহাকে টানিতে টানিতে সেই দ্বার অতিক্রম করিল; দ্বারের বাহিরেই সোপানশ্রেণী, তাহা একতলার হল-ঘর পর্য্যন্ত প্রসারিত। উভয়ে জড়াজড়ি ও ঠেলাঠেলি করিয়া সেই সিঁড়ির মাথায় আসিয়া পড়িলে উভয়কে গড়াইতে গড়াইতে সিঁড়ির নীচে চলিতে হইল। ল্যাংটন তাহার প্রণয়িণীকে লইয়া সেই সোপানশ্রেণীর একপাশে দাঁড়াইয়া রয়েডের প্রতীক্ষা করিতেছিল; সে সিঁড়ির স্তিমিত আলোকে রয়েড়ের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার আশায় সিঁড়ির মধ্যস্থলে আসিয়া তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করিল; কিন্তু সে উভয়ের নিম্নগামী দেহের ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া, সেই বেগে পদস্খলন হওয়ায়, মুলিঞ্জার ও রয়েডের সহিত গড়াইতে গড়াইতে সিঁড়ির নীচে চলিল! সোপানশ্রেণীতে যেন তিনটি কুপো গড়াইতে লাগিল। রয়েড ও মুলিঞ্জার জড়াজড়ি করিয়া নিম্নতম সোপান অতিক্রম করিয়া নীচে পড়িলে, রয়েডের মস্তক সবেগে সিঁড়ির পার্শ্বস্থ দেওয়ালে ঠুকিয়া গেল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে রয়েডের মস্তিষ্কে এরূপ ঝাঁকুনী লাগিল যে, পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। মুলিঞ্জার রয়েডের দেহের উপর নিপতিত হওয়ায় অল্পই আঘাত পাইয়াছিল। রয়েডের চেতনা বিলুপ্ত হওয়ায়, সে অল্প চেষ্টাতেই তাঁহার ভুজবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া হল-ঘরের দেওয়ালে সংরক্ষিত একখানি তীক্ষ্ণফলা বর্শা টানিয়া লইল, সে সেই বর্শার

সুদীর্ঘ দণ্ড কাঁধে তুলিয়া, হল-ঘর হইতে বাহিরে পলায়ন করিল। তাহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া যদি পুলিসের প্রহরীরা তাহার গতি-রোধের চেষ্টা করে, তাহা হইলে খালি হাতে আত্মরক্ষা করা অসাধ্য হইবে বুঝিয়া সেই বর্শাখানি সঙ্গে লইয়াছিল। নিরস্ত্র অবস্থায় গৃহত্যাগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই।

মুলিঙ্গার বাহিরে আসিয়া দ্রুতপদে বাগান অতিক্রম করিল। সে বাগানের দেউড়ি পার হইয়া পথে উপস্থিত হইবামাত্র পুলিসের এক জন প্রহরী প্রান্তপথবর্ত্তী বৃক্ষের আড়াল হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার গতিরোধ করিল। প্রহরী দৃঢ়স্বরে বলিল, "কে তুমি? কোথায় যাইতে চাও?"

এই কন্‌ষ্টেবল রোঁদে বাহির হইয়া উদ্যানমধ্যবর্ত্তী অট্টালিকায় পুনঃ পুনঃ পিস্তলের নির্ঘোষ শুনিতে পাইয়াছিল। কারণ জানিবার জন্য সে বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইতেই মুলিঙ্গারকে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিল; এ অবস্থায় তাহার সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক।

মুলিঙ্গার বাধা পাইয়া কন্‌ষ্টেবলের সম্মুখে মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল; তাহার পর কোন কথা না বলিয়া, হাতের বর্শা ঊর্দ্ধে তুলিয়া সবেগে কন্‌ষ্টেবলের কণ্ঠে বিদ্ধ করিল। বর্শার তীক্ষ্ণধার ফলা কন্‌ষ্টেবলের কণ্ঠ ভেদ করিয়া ঘাড় দিয়া বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণহীন দেহ পথিপ্রান্তে নিপতিত হইল।

মুলিঙ্গার বর্শাখানি সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। দুই এক মিনিট পরে রয়েড ল্যাংটনকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কন্‌ষ্টেবলের বর্শাবিদ্ধ মৃতদেহ পথের প্রান্তে নিপতিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

মুলিঙ্গারই যে বর্শার আঘাতে কন্‌ষ্টেবলকে হত্যা করিয়াছিল, রয়েড

মুহূর্ত্তের মধ্যে ইহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি মৃতদেহের পাশে বসিয়া তাহা পরীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর বেল পুলিস-বাহিনী সহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কয়েক মিনিট পূর্ব্বে সেখানে আসিতে পারিলে কন্‌ষ্টেবল বেচারাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইত না, মুলিঙ্গারও ধরা পড়িত; কিন্তু বিধাতার বিধান দুর্ব্বোধ্য! রয়েডের উপদেশ বিফল হইয়াছিল।

* * * *

মুলিঙ্গার পুলিসের প্রহরীকে হত্যা করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তরে প্রবেশ করিল, তাহার পর সে দ্রুতবেগে নদীর দিকে ধাবিত হইল। চলিতে চলিতে সে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইল না, এ জন্য সে আপনাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করিল। সে জানিত, তাহার সহযোগী কীল নদীতীরে টিনের একখানি চালাঘর নির্ম্মাণ করিয়া সেই চালার ভিতর তাহার মোটর-বোটখানি বাঁধিয়া রাখিত। মোটর-বোটখানি সুদৃঢ় ও দ্রুতগামী। যদি সে সেই চালাঘরের দ্বার খুলিয়া মোট-বোটখানি অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সাহায্যে অরওয়েন নদীর স্রোতের অনুকূলে তাহা সহজেই পরিচালিত করিতে পারিবে। সে সেই অন্ধকার-রাত্রিতে নদীপথে কিছু দূরে পলায়ন করিতে পারিলে পুলিস যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আর তাহাকে ধরিতে পারিবে না।

আত্মরক্ষার আশায় সে সেই চালাঘর লক্ষ্য করিয়া বায়ুবেগে দৌড়াইতে লাগিল।

নদীতীরে কতকগুলি বৃক্ষ ছিল; মুলিঙ্গার সেই বৃক্ষগুলির নিকট উপস্থিত হইয়া অদূরে মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইল। তাহার মনে হইল, দুই জন লোক অস্ফুটস্বরে কি পরামর্শ করিতেছিল।

মুলিঙ্গার শব্দ লক্ষ্য করিয়া সতর্কভাবে আরও কয়েক গজ অগ্রসর

হইয়া বুঝিতে পারিল, পূর্ব্বোক্ত চালাঘরের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুই জন লোক উত্তেজিতভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেছিল। সেই সময় কীলের মোটর-বোটের আশ্রয়স্থানে কোন লোক থাকিবে, এরূপ সম্ভাবনা মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে স্থান পায় নাই। সে কৌতূহলের বশীভূত হইয়া, সেই সঙ্কীর্ণ চালাঘরের দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া লোক দুইটির পরামর্শ শুনিবার চেষ্টা করিল এবং প্রথমেই সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিস্মিত হইল। বক্তা তাহারই অনুচর ক্যারো!

মুলিঞ্জার ক্যারোর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিল—দ্বিতীয় ব্যক্তি ভার্ণি ভিন্ন অন্য কেহ নহে। তখন তাহার মনে সাহসের সঞ্চার হইল, একটু আনন্দও হইল। সে চালাঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল এবং মৃদু দীপালোকে দেখিল, ক্যারো ও ভার্ণি উভয়ে মোটর-বোটখানি চালাঘরের বাহিরে ফাঁকা যায়গায় লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতেছিল। মুলিঞ্জারের মত তাহাদেরও মনে হইয়াছিল, সেই মোটর-বোটের সাহায্যে দূরে পলায়ন করিতে পারিলে তাহারা নিরাপদ হইতে পারিবে।

মুলিঞ্জারকে মোটর-বোটের নিকট অগ্রসর হইতে দেখিয়া ক্যারো ও ভার্ণি উভয়েই ভীত হইল। তাহাদের সন্দেহ হইল, পুলিস তাহাদের সন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। ক্যারো তৎক্ষণাৎ তাহার পিস্তল তুলিয়া মুলিঞ্জারকে গুলী করিতে উদ্যত হইল।

মুলিঞ্জার বুঝিল, তাহার অনুচরদ্বয় তাহাকে চিনিতে পারে নাই; সে আর পদমাত্র অগ্রসর না হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "থামো ক্যারো। আমি আসিয়াছি।"—সে পথশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার অনুচরদ্বয়ের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতে লাগিল।

ক্যারো মুলিঞ্জারের কথা শুনিয়া পিস্তল নামাইল, তাহার পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভার্ণির মুখের দিকে চাহিল।

ক্যারো ও ভার্ণি মুলিঙ্গারকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত অশ্বস্তি বোধ করিতেছিল। তাহাদের মুখ শুকাইল, উভয়েই নির্ব্বাক্।

মুলিঙ্গার উত্তেজিতস্বরে বলিল, "তোমাদের মতলবটা কি শুনি। তোমরা কি ফন্দী করিয়াছিলে, আমাকে সাংঘাতিক বিপদে নিক্ষেপ করিয়া এই বোট লইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িবে? তোমরা ইতর পশুরও অধম, ধড়িবাজ, বিশ্বাসঘাতক, ইচ্ছা করিলে আমি এখনও তোমাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারি—সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? তোমাদের মত বিশ্বাসঘাতক, নরপিশাচ ক্ষমার অযোগ্য—যদি আমার এখানে আসিতে দুই এক মিনিট বিলম্ব হইত, তাহা হইলে—"

ক্যারো তাহার কথায় বাধা দিয়া তীব্র স্বরে বলিল, "তাহা হইলে কি আর হইত? এই বোটে চাপিয়া আমরা এতক্ষণ বহু দূরে সরিয়া পড়িতাম। অত লম্বা লম্বা কথা বলিয়া লাভ কি? আমাদের এখানে আসিবার পূর্ব্বেই যদি তুমি আসিতে, তাহা হইলে আমাদের প্রতীক্ষায় বোট লইয়া বসিয়া থাকিতে কি? তুমি আগে আসিলে যাহা করিতে, আমরা আগে আসিয়া তাহাই করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। বিপদে পড়িলে সকলেই নিজের প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করে, কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া ধরা পড়িবার জন্য বসিয়া থাকে না। পুলিস পিছনে তাড়া করিয়াছে, আর আমরা তোমার সুবিধার জন্য ধরা দিই? সকলেই যাহা করে, আমরা তাহাই করিয়াছি; সেজন্য যা খুসী, তাই বলিয়া গালি দিবে? তোমার সঙ্গে কি রকম বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে? তোমার মতলব কি আমরা বুঝিতে পারি নাই? আমরা ঘাস খাই?"

মুলিঙ্গার ক্যারোর স্পর্দ্ধিত উক্তি শুনিয়া বিস্মিত হইলেও নিজের সঙ্কটজনক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া জিহ্বা সংযত করাই সঙ্গত মনে করিল। সে তখন নিরস্ত্র, অথচ ক্যারো টোটাভরা পিস্তল লইয়া আত্ম-

রক্ষায় উদ্যত; তাহার উপর তাহারা দুইজন। আত্মগরিমা প্রকাশ করিয়া লাভ নাই বুঝিয়া সে অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিল, "পুলিশের ভয়ে তোমরা অত কাহিল হইলে কেন, বুঝিতে পারিলাম না। আমরা পুলিসকে শিয়াল-ফাঁকি দিয়া পলাইয়া আসিয়াছি, একথা ভুলিয়া যাইতেছ কেন? আমরা এই বোট একবার নদীতে ভাসাইতে পারিলে পুলিসের বাপেরও সাধ্য নাই যে আমাদের সন্ধান পায়। আমরা তিন জনই পুলিসকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাইয়াছি, তবুও ভয়ে কাঁপিয়া মরিতেছ? ইহাতে কি করিয়া বলি তোমরা মরদ?"

মুলিঞ্জার উভয় হস্তে বোটে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল; সেই ধাক্কায় মোটর-বোট জলে ভাসিলে ক্যারো বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে এঞ্জিন লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তাহার পর সে মুলিঞ্জারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বোট চালাইয়া এখন আমরা যাইব কোথায়? নদীতীরে কোনও নির্জ্জন স্থানে গিয়া কি বোট হইতে নামিব, পরে বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া কোনও দূরের গ্রামে আশ্রয় লইব? তোমার মতলব কি?"

মুলিঞ্জার বলিল, "সাধে কি তোমাদিগকে গাধা বলি? যত দূরেই যাই, আর যে গ্রামেই আশ্রয় লই, এ দেশে এখন আমরা নিরাপদ নহি। দেশান্তরে গিয়া আশ্রয় না লইলে দুই দিনের মধ্যেই হউক, আর দশ দিন পরেই হউক, আমাদিগকে ধরা পড়িতে হইবে, আর ধরা পড়িলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াইবে, তাহা না বুঝিতে পারে, এ রকম গাধা দুনিয়ায় জন্মিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।"

এবার ভার্ণি কথা কহিল। মুলিঞ্জারের কথা শুনিয়া সে বলিল, "দেশান্তরে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে? সে কোন্ দেশ?"

মুলিঞ্জার বলিল, "নিকটে যে দেশ আছে। হল্যাণ্ডে।"

তাহার প্রস্তাব শুনিয়া ভয়ে ভার্ণির মুখ সাদা হইয়া গেল; সে

যেন মুলিঙ্গারের কথা ঠিক বুঝিতে পারে নাই, এইভাবে বলিল, "কি বলিলে? আমাদিগকে ওলন্দাজের মুলুকে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে? মোচার খোলার মত এই বোটে আমরা সমুদ্র পাড়ি দিয়া হল্যাণ্ডে যাইব? তবেই হইয়াছে! এ দেশে থাকিয়া জেল খাটিতে হইলে কিছু দিন পরেও মুক্তি লাভের আশা আছে; কিন্তু এই ভেলায় চড়িয়া সমুদ্রপার? আমরা নিশ্চিত ডুবিয়া মরিব। না, আমরা ও চেষ্টা করিতে পারিব না। সমুদ্রে পড়িতে না পড়িতে এক ঝাঁক হাঙ্গর আসিয়া আমাদের দেহের মাংসগুলা করাতের মত দাঁত দিয়া টুকরা টুকরা—"

ভার্ণির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মুলিঙ্গার তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "থামো!—নিস্তব্ধ রাত্রি, একটুকুও বাতাস নাই। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, পুষ্করিণীর জলের মত স্থির। প্রভাতের পূর্ব্বে আমরা হল্যাণ্ডে পৌছিতে পারিব। আমরা হল্যাণ্ডে আশ্রয় লইয়া, ভবিষ্যতে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব, তাহা স্থির করিয়া ফেলিব। এ দেশের পুলিসের চোখে ধূলা দেওয়ার জন্য কি কৌশল খাটাইতে হইবে, তাহাই প্রথমে স্থির করা প্রয়োজন। আসল জিনিষ, ল্যাংটনের ফটো সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; এ কথা ত ভুলিলে চলিবে না। কয়েক দিন পর কার্য্যোদ্ধারের জন্য ছদ্মবেশে আমাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। যে জন্ত এত কষ্ট স্বীকার করিলাম, এত বিপদ মাথা পাতিয়া লইলাম, সেই লাভের কাযটি না করিয়া কি প্রাণের ভয়ে হল্যাণ্ডে বসিয়া থাকিব? ক্যারো, তুমি এঞ্জিনের সকল হদিস্ জান; এই মোটর-বোটের এঞ্জিন চালাইতে পারিবে না?"

মুলিঙ্গার এই কথা বলিয়া সন্দিগ্ধ-চিত্তে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল। পুলিসবাহিনী সঙ্গে লইয়া ব্লেক যে কোন মুহূর্ত্তে সেখানে উপস্থিত হইতে পারেন।

ক্যারো মাথা চুল্‌কাইয়া ব্যাকুলভাবে বলিল, "তুমি সমুদ্র পাড়ি দিয়া হল্যাণ্ডে যাওয়াই স্থির করিয়াছ?"—সে আরও কিছু বলিবার জন্য প্রস্তুত ছিল; কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া এঞ্জিন পরিচালনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে এঞ্জিন সচল হইল। ঘস্‌-ঘস্‌ শব্দ করিয়া মোটর বোটখানি কাঁপাইতে লাগিল।

মুলিঞ্জার হালের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাতে হাত দিল। ক্যারো একটি 'লেভার' আকর্ষণ করিতেই মোটর-বোট মুক্ত নদীতে প্রবেশ করিল। বোট চলিতে আরম্ভ করিয়া নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে নদীতীরবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে মিশ্রকণ্ঠের কোলাহল উত্থিত হইল।

ভার্ণি একমনে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া ভাবিতেছিল—বোটখানি সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে যদি হঠাৎ ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে সে জলে পড়িয়া ডুবিবার পূর্ব্বেই হাঙ্গরগুলার উদরে প্রবেশ করিবে! কিন্তু এই পরম তত্ত্বের মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই জনকোলাহল শুনিয়া সে সভয়ে বলিল, "সর্ব্বনাশ! পুলিশ আমাদের সন্ধান পাইয়াছে!"

সে সোজা হইয়া বসিয়া পিস্তলটা বাগাইয়া ধরিল।

মুলিঞ্জার তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া পিস্তলটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল।

ক্যারো উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ও সব মতলব ছাড়িয়া দাও! দেখিতেছ না, বোট চলিতেছে, তাহার উপর এই অন্ধকার রাত্রি; আমাদিগকে কে বাধা দিবে?"

ইন্‌স্পেক্টর বেল যে সকল কন্‌ষ্টেবল সহ উদ্যানভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, শিকার পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া তিনি তাহাদের কয়েক জনকে পলাতক দস্যুদের সন্ধানে নদীর দিকে পাঠাইয়াছিলেন।

মোটর-বোটের আরোহীরা তাহাদেরই কোলাহল শুনিতে পাইয়াছিল। সেই দলের এক জন নদীতীরে আসিয়া নদীবক্ষে মোটর-বোটের এঞ্জিনের ঘস্‌ঘসানি শুনিতে পাইল। সেই শব্দ শুনিয়া সে ইন্‌স্পেক্টর বেল ও ডিটেক্‌টিভ রয়েডকে সংবাদ দিতে চলিল।

ইন্‌স্পেক্টর বেল, রয়েডের সঙ্গে তখন সেই দিকেই আসিতেছিলেন।

রয়েড ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, "আপনি যদি আর কয়েক মিনিট পূর্ব্বে বাগান-বাড়ীতে হানা দিতে পারিতেন—"

ইন্‌স্পেক্টর বেল রয়েডকে কথা শেষ করিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তাহা পারিলে ত বদমাসগুলাকে বাঁধিয়া এতক্ষণে থানার গারদে পুরিতাম। এ রকম দৌড়াদৌড়িও করিতে হইত না। কিন্তু আমার অপরাধ কি বলুন। সরকারী লাল ফিতার মহিমা কি আপনার অজ্ঞাত? চোর ধরা পড়ুক না পড়ুক, তাঁহাদের লেফাপা আগে দুরস্ত করিয়া রাখা চাই। কেতাবতি আড়ম্বর শেষ করিয়া সকলকে গুছাইয়া লইয়া আসিতে বিলম্ব হইয়া গেল।"

যে সার্জ্জেণ্ট পুলিস-বাহিনীর ভার লইয়া ইন্‌স্পেক্টর বেলের সাহায্যের জন্য আসিয়াছিল, সে ইন্‌স্পেক্টার বেলের কথা শুনিয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল, "হাঁ মহাশয়, আফিসের মামুলী দস্তুর-মাফিক্ কায করিতে গিয়াই একটু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে, এজন্য আমরা দুঃখিত; কিন্তু সেই ডাকাতগুলা যতই চতুর ও চট্‌পটে হউক, আমরা—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক জন কন্‌ষ্টেবল দ্রুতবেগে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে লাগিল। এই কন্‌ষ্টেবলই নদীতীরে অগ্রসর হইয়া ক্যারো-পরিচালিত মোটর-বোটের এঞ্জিনের ঘস্-ঘস্ শব্দ শুনিয়া সেই সংবাদ তাঁহাদিগকে জানাইতে আসিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর বেল আগন্তুক কন্‌ষ্টেবলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অত হাঁপাইতেছ কেন, কন্‌ষ্টেবল! তোমার সংবাদ কি?"

কন্‌ষ্টেবল যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই সংবাদ ইন্‌স্পেক্টর বেল ও ডিটেক্‌টিভ রয়েডের গোচর করিল। তাহার কথা শুনিয়া রয়েড চিন্তিত-ভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "স্রোতের মুখে মোটর-বোট ছাড়িয়া দিয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিয়াছে! এখন কি করা যায়?"

তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুলিস-বাহিনীর সার্জ্জেণ্টকে বলিলেন, "নিকটে কোথাও টেলিফোনের আড্ডা আছে, সার্জ্জেণ্ট! আমরা অবিলম্বে সমুদ্রতটের সকল ঘাঁটির প্রহরীদের নিকট টেলিফোনে সংবাদ পাঠাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিব। বিশেষতঃ, নদীর মোহনায় যে ঘাঁটি আছে, সেই ঘাঁটির প্রহরীকে সতর্ক করিলে, উহারা সেই পথে পলায়নের চেষ্টা করিলে ধরা পড়িতে পারে। অর্‌ওয়েল নদীর মোহনার দূরত্ব এখান হইতে অধিক নহে; এই জন্য শীঘ্র টেলিফোনে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন।"

সার্জ্জেণ্ট রয়েডের প্রস্তাব শুনিয়া সম্ভ্রমভরে বলিল, "আমি একটা সদুপায়ের কথা বলিতে চাই, মিঃ রয়েড! আপনি দয়া করিয়া আমার গোস্তাফী মাফ করিবেন কি?"

রয়েড বলিলেন, "তুমি আবার কি সদুপদেশ দিবে, সার্জ্জেণ্ট! বেশ, বল, আগে তোমার কথাই শুনি।"

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "এই স্থান হইতে প্রায় সিকি মাইল দূরে ঐ নদীর তীরেই বুড়া চিক্‌নীর মোটর-বোটের আড্ডা। বুড়া দেশবিদেশের যাত্রীদের মোটর-বোট ভাড়া দিয়া বেশ দু-টাকা রোজগার করে। সংপ্রতি সে একখানি ছোট খাটো দ্রুতগামী 'স্পীড্‌বোট' কিনিয়া ভাড়া খাটাইতেছে। সেই বোটখানি ভাড়া লইয়া ঐ দুষমনগুলার মোটর-বোটের অনুসরণ করিলে কি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে টেলিফোনে সংবাদ দেওয়া অপেক্ষা অধিক ফল পাইবার আশা করা যায় না?"

সার্জ্জেণ্টের প্রস্তাব শুনিয়া রয়েডের দুশ্চিন্তা অন্তর্হিত হইল, তাঁহার

মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, "তুমি খুব ভাল প্রস্তাব করিয়াছ, সার্জেণ্ট, উহাদের অনুসরণ করিবার সুযোগ থাকিলে তাহাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আমাদের সঙ্গে শীঘ্র চল, সেই বুড়ার আড্ডা দেখাইয়া দিবে।"

সার্জ্জেণ্ট আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, একটা লণ্ঠন হস্তে তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া নদীর ধারে ধারে বুড়ার মোটর-বোটের আড্ডার দিকে চলিতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর বেল ও ডিটেক্‌টিভ রয়েড দ্রুতবেগে সার্জ্জেণ্টের অনুসরণ করিতে করিতে নদীতীরবর্ত্তী তিনটি প্রান্তর অতিক্রম করিলেন।

সেই গভীর রাত্রিতে পুলিসের পরিচ্ছদধারী ইন্‌স্পেক্টর বেল ও সার্জ্জেণ্টকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মোটর-বোটের আড্ডায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া আড্ডার মালিক বৃদ্ধ চিকমী গভীর বিস্ময়ে মুখব্যাদন করিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রয়েড তাহাকে সংক্ষেপে তাঁহাদের সেখানে গমনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলে, গভীরতর বিস্ময়ে তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল; তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া রয়েড সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

রয়েডকে হাসিতে দেখিয়া বুড়া গরম হইয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "আপনারা বোট ভাড়া লইবেন বলিতেছেন, বোট ভাড়া দেওয়াই আমার পেশা, আপনাকে আমার স্পীড্‌-বোট ভাড়া দিতে আপত্তি নাই; কিন্তু সে কথা শুনিয়া দন্তবিকাশ করিবার কি কারণ ঘটিল? আপনারা পুলিশের লোক, আপনাদের ভয়-ডর নাই; আমার বোটা লইয়া দুই জনে ডাকাতের মোটর-বোটের পিছনে ছুটিবেন। কিন্তু এই রাত্রিকালে আপনাদের দুই জনের পক্ষে কাযটা কি সহজ হইবে? অবশ্য, কথাটা জিজ্ঞাসা করা আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা; কিন্তু আমার দামী

বোট, তাহার কোন ক্ষতি না হয়, সেই কথা ভাবিতেছি। আমার স্পীড-বোট লইয়া যাইবেন, তাহা চালাইবে কে ?"

তাঁহাদের সঙ্গে যে সার্জ্জেণ্ট আসিয়াছিল, সে বলিল, "আমিই চালাইয়া লইয়া যাইব। পুলিসে চাকরী লইবার পূর্ব্বে চাকরী পাইবার আশায় আমার ভগিনীপতির মামার মোটর-বোটের কারখানায় এপ্রেণ্টিসী করিয়াছিলাম। মোটর-বোটের এঞ্জিন বিগড়াইলে আমি মেরামত পর্য্যন্ত করিতে শিখিয়াছিলাম। এখন চোর-ডাকাত ধরিয়া বেড়াই, সেজন্য দরকার হইলে মোটর-বাস চালাই; সুতরাং মোটর-বোট চালাইতে আমার অসুবিধা হইবে না। উড়োপ্লেন চালাইতেও ভয় পাই না। ও তিনই ত একজাতীয় জীব; যেমন টিক্‌টিকি, কুমীর, আর চাম্‌চিকে। কেহ স্থলচর, কেহ জলচর, কেহ বা খেচর।"

বৃদ্ধ বলিল, "টিকটিকি ও চাম্‌চিকেতে যখন তোমার সমজ্ঞান, তখন তুমি পারিবে।"

সে আর অধিক তর্ক না করিয়া স্পীড বোটের গুদামের দরজা খুলিয়া বোট নদীতীরে ভিড়াইয়া দিল। রয়েড সঙ্গিদ্বয় সহ তাহাতে উঠিলে, বোটের মালিক বৃদ্ধ চিকনী হাত তুলিয়া সার্জ্জেণ্টকে বোট চালাইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "দেখি কেমন তুমি ওস্তাদ।"

সার্জ্জেণ্টের অঙ্গুলী-স্পর্শে স্পীড-বোটের এঞ্জিন ঝঙ্কার করিয়া সবেগে নদী-স্রোতের অনুকূলে ধাবিত হইল।

১৩

নদীবক্ষে সংগ্রাম

স্যার্জ্জেণ্ট-পরিচালিত মোটর লঞ্চ শৃঙ্খলমুক্ত শিকারী কুকুরের মত সবেগে নদীর অনুকুল স্রোতে ধাবিত হইল। তাহার গতিবেগে নদীর তরঙ্গরাশি তাহার উভয় পার্শ্ব হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আরোহিত্রয়ের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির কৃষ্ণবর্ণ আবরণ নিকষ-পাষাণের দুর্ভেদ্য প্রাচীরবৎ সম্মুখে প্রসারিত ছিল, করাতের ন্যায় সেই অন্ধকার চিরিয়া লঞ্চ তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল, নদীতীরবর্ত্তী উন্নত-শীর্ষ তরুশ্রেণী সেই জমাট অন্ধকারে শাখা-প্রশাখা আবৃত করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে পশ্চাতে সরিয়া যাইতে লাগিল। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া নদীর উভয় তীরে যে সকল পীতাভ আলোক-বিন্দু লক্ষিত হইতেছিল, সেগুলি পশ্চাতে পড়িয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে লাগিল। আবার নূতন নূতন আলোক-বিন্দু উভয় তীর হইতে দূর গগনস্থিত নক্ষত্রালোকের ন্যায় নির্নিমেষ নেত্রে সেই তরণীর দিকে চাহিয়া দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত এবং ক্রমশঃ নদীতীরবর্ত্তী অন্ধকার-যবনিকায় বিলীন হইতে লাগিল। লঞ্চখানি পূর্ণবেগে ঠিক একভাবেই চলিতে লাগিল, তাহার গতি হ্রাস হইল না। ডিটেক্‌টিভ রয়েড এবং ইন্‌স্পেক্টর বেল উভয়েরই হৃদয় তখন উৎসাহে পূর্ণ। মুলিঙ্গারকে সদলে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন, এই আশায় তাঁহাদের সকল অবসাদ এবং পরাজয়-জনিত মনঃক্ষোভ যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়াছিল।

নূতন আশার আলোকে তাঁহাদের হৃদয়-নিহিত নিরাশার অন্ধকার অপসারিত হইলেও তাঁহারা যে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা যে কেবল সঙ্কটসঙ্কুল—ইহাই নহে, তাহার নিশ্চয়তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর

করিবারও উপায় ছিল না। কারণ, সেই নদীতে তখন বহুসংখ্যক বার্জ্জ, ষ্টীমার, মোটর-বোট প্রভৃতি যাতায়াত করায় তাহাদের দ্বারা তাঁহাদের গতিরোধের আশঙ্কা ছিল, তাহার উপর ঐ সকল বিভিন্ন জলযানের মধ্যে তাঁহাদের লক্ষ্য—মুলিঙ্গারের বোট কোন্‌খানি, তাহা নির্ণয় করাও দুরূহ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য ষ্টীমার, মোটর-লঞ্চ প্রভৃতি তাঁহাদের সম্মুখে পড়িলেও তাঁহাদের পরিচালিত লঞ্চে পুলিস-বোটের সাঙ্কেতিক আলোক প্রজ্বলিত থাকায় অন্যান্য ষ্টীমার প্রভৃতি দ্রুতগামী জলযানসমূহ তাঁহাদের লঞ্চের সম্মুখ হইতে সতর্কভাবে দূরে সরিয়া যাইতেছিল; এ জন্য তাঁহাদের পথের বাধা অপসারিত হইতেছিল; সুতরাং তাঁহাদিগকে গতিবেগ হ্রাস করিতে হইল না, তাঁহারা কোন বাধাও পাইলেন না।

ইন্‌স্পেক্টর বেল নীরবে চতুর্দ্দিক্ লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের মোটর-লঞ্চ বহুদূর অগ্রসর হইলে তিনি কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব উচ্চ করিয়া বলিলেন, "যদি আমরা ডুবিয়া না মরি, তাহা হইলে সেই রাস্কেলগুলাকে নিশ্চিতই ধরিয়া জেলে পুরিতে পারিব। আমরা বোধ হয়, তাহাদের দ্বিগুণবেগে চলিতেছি, কি বলেন?"

রয়েড মাথা নাড়িয়া তাঁহার উক্তির সমর্থন করিয়া অন্ধকারপূর্ণ নদীবক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর বেল বলিলেন, "উহারা তিনজনই একসঙ্গে জুটিয়াছে কি না, তাহাই ভাবিতেছি। মুলিঙ্গার কি তাহার অনুচর দুটোকে—?"

রয়েড লঞ্চের যে স্থানে বসিয়াছিলেন, নদীর জলকণা সেই স্থানে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার চোখে মুখে পড়িতেছিল। তিনি চক্ষু হইতে সেই সকল জলকণা অপসারিত করিয়া ইন্‌স্পেক্টর বেলকে বলিলেন, "মুলিঙ্গার সেই বাগানবাড়ী হইতে পলায়নকালে তাহার সহযোগিদ্বয়কে মোটর-বোটে তুলিয়া লইয়া থাকিতেও পারে; কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি

নাই। আমি চাই পালের গোদা সেই মুলিঞ্জারকে। তাহার হাতে দড়ি দেওয়ার জন্য আমি কোন কষ্টকেই কষ্ট জ্ঞান করিব না এবং তাহাকে মুঠায় পূরিবার জন্য যদি আমাকে সাঁতার দিয়া আটলাণ্টিক পার হইতে হয়, অথবা দুরারোহ হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিতে হয়, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব না।”

ইন্‌স্পেক্টর বেল হাসিয়া বলিলেন, “কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান? সাঁতার দিয়া আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পার হওয়া বরং সম্ভবপর, কিন্তু হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্টে আরোহণ কিরূপ অসাধ্য ব্যাপার, তাহা হিমালয়ে আরোহণের জন্য সচেষ্ট জার্ম্মাণ পর্য্যটকগণের অজ্ঞাত নহে, কুসংস্কারান্ধ দেশীয় কৃষ্ণাঙ্গদের বিশ্বাস, হিমালয়ের দেবাত্মা তাহার পিঙ্গলবর্ণ ও গগনস্পর্শী জটারাশি আন্দোলিত করিলে হিমালয়ের আরোহিগণকে গিরিপাদমূলে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া অস্থিকঙ্কাল চূর্ণ করিতে হয়! কেহ কেহ বলে, যাহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া অতি কষ্টে হিমালয়ের জঘনদেশ হইতে অবতরণ করিয়া স্বদেশে পলায়ন করে, তাহাদেরও নিস্তার নাই; হিমালয়ের ভূত আকাশ-পথে তাহাদের অনুসরণ করিয়া তাহাদেরও ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে নিজের দলভুক্ত করিয়া থাকে, ইহা কৃষ্ণাঙ্গ নেটিভগুলার কুসংস্কার হইতেও পারে, কিন্তু এই কুসংস্কার যে অমূলক নহে, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব আপনি সাঁতার দিয়া আটলাণ্টিক পার হইতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণের স্বপ্ন দেখিবেন না। মুলিঞ্জার বাঁচে বাঁচুক, কিন্তু তাহাকে ধরিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনি মরিবেন না; আপনাকে হারাইলে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অর্দ্ধেক গৌরব নষ্ট হইবে।”

ইন্‌স্পেক্টর বেলের এই মন্তব্যে রয়েড ঐ প্রকার আত্মম্ভরিতা প্রকাশের জন্য লজ্জা বোধ করিলেন, তাঁহার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল;

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর বেল সেই নৈশ অন্ধকারে তাঁহার সহযোগীর মুখভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। রয়েড মুখ ফিরাইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহি... , তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না।"

তাঁহারা ... বৎ দ্রুতবেগে আরও কিছু দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের মোটর-লঞ্চ পরিচালিত করিয়া অরওয়েল নদীর মোহনার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া কিছু দূরে যে দ্রুতগামী মোটর-বোট দেখিতে পাইলেন, তাহাই পলাতক দস্যু মুলিঙ্গারের মোটর-বোট বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল, পলায়নের চেষ্টা ভিন্ন কেহই ঐরূপ দ্রুতবেগে মোটর-বোট পরিচালিত করে না। কৃষ্ণ-পক্ষের রাত্রি হইলেও পূর্ব্বাকাশে তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল; কিন্তু খণ্ডবিখণ্ড মেঘস্তর মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় আকাশে ভাসিয়া যাইতেছিল; নবোদিত খণ্ডচন্দ্র সেই মেঘরাশির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকায় অন্ধকারে প্রথমে তাঁহারা অগ্রগামী মোটর-বোটখানি দেখিতে পান নাই, কিন্তু সহসা যেন ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডস্পর্শে সেই মেঘরাশি কিছু দূরে অপসারিত হওয়ায়, ক্ষীণপ্রভ শশধরের অস্ফুট আলোক নদীবক্ষে প্রতি-ফলিত হইল। সেই কৌমুদীরাশি-সম্পাতে অরওয়েল নদীর স্বচ্ছ সলিল-প্রবাহ তরল রজত-প্রবাহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল এবং পলাতক দস্যু-পরিচালিত মোটর-বোটখানি সরোবর-সলিলে ভাসমান রাজহংসের ন্যায় দূর হইতে দূরে ভাসিয়া ... দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের লঞ্চের গতিবেগ প্রশমিত না করিয়া পূর্ব্ববৎ দ্রুতবেগেই তাহার অনুসরণ করিলেন; তাঁহাদের অনুমান হইল, পলাতক দস্যুগণের পরিচালিত মোটর-বোটখানি সেই স্থান হইতে প্রায় সিকি মাইল দূরে ছিল। যেন তাহা দিগন্তব্যাপী কৌমুদীরাশিতে স্নাত হইয়া রজতশুভ্র নদী-প্রবাহে দিগন্তের অভিমুখে ধাবিত হইতেছিল।

এই দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া রয়েডের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি

সার্জ্জেণ্টের নিকট হইতে যে রিভলভারটি প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন, হাতে লইয়া অধীরভাবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। ইন্‌স্পেক্টর বেল সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নির্নিমেষ-নেত্রে অগ্রগামী মোটর-বোটখানির গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। নদীর জলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া বৃষ্টিধারার ন্যায় তাঁহার চোখ-মুখ প্লাবিত করিতেছিল, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি কি কৌশলে দস্যু-পরিচালিত মোটর-বোটের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহা আক্রমণ করিবেন, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করায় তিনি স্থান-কাল বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যে দুরূহ সংকল্পে তাঁহারা মোটর-বোটের অনুসরণ করিতেছিলেন, নানাবিধ প্রতিকূল ঘটনার সমাবেশে সেই সংকল্প সিদ্ধ করা কতদূর কঠিন হইবে, সে চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে স্থান পাইল না। কার্য্যসিদ্ধিই তখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য।

ইন্‌স্পেক্টর বেল ও রয়েডকে স্ব স্ব চিন্তায় বিভোর ও নির্ব্বাক দেখিয়া সার্জ্জেণ্ট এতক্ষণ পরে সর্ব্বপ্রথমে কথা কহিল। নিজের শক্তির উপর তাহার বিশ্বাস ছিল অসাধারণ; সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া সে বলিল, "আর অধিক বিলম্ব হইবে না, ইন্‌স্পেক্টর! আমরা দেখিতে দেখিতে উহাদের ঘাড়ে গিয়া পড়িব।"

সার্জ্জেণ্টের এই উক্তি যে অসার দম্ভ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। মুলিঙ্গারের সহযোগীর মোটর-বোট বেগবান্ যান হইলেও সার্জ্জেণ্ট ইন্‌স্পেক্টর বেল ও ডিটেক্‌টিভ রয়েডকে যে স্পীড্‌-বোট ভাড়া করিয়া দিয়াছিল, তাহা এত লঘুভার এবং তাহার কল-কব্জা এরূপ সুদৃঢ় ও বাজি মারিবার উপযোগী ছিল যে, মোটর-বোট পূর্ণবেগে চলিয়াও দীর্ঘকাল সেই স্পীড্‌-বোটকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া দূরে চলিয়া যাইবে—তাহার উপায় ছিল না। সার্জ্জেণ্ট-পরিচালিত স্পীড্‌-বোট শক্তিশালী এরোপ্লেনের মত নদীর তরঙ্গরাশির উপর দিয়া

যেন উড়িয়া চলিল। কোন মোটর-বোট সেরূপ বেগে চলিতে পারে না।

ক্ষণকাল পরে আর একখানি মেঘ আসিয়া, পূর্ব্বাকাশের ঈষৎ ঊর্দ্ধে সমুদিত চন্দ্রের বদনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। সহসা মেঘগর্জ্জনের ন্যায় সুগম্ভীর শব্দে স্তব্ধ নদীবক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক-নিক্ষিপ্ত একটি গুলী ঝপাং শব্দে বায়ুবেগে ধাবমান স্পীড্‌বোটের ঠিক পশ্চাতে নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই সুগম্ভীর ধ্বনির প্রতিধ্বনি নৈশবায়ু-প্রবাহে বিলীন না হইতেই 'ডুড়ুম, ডুড়ুম ডুম্' শব্দে এক ঝাঁক গুলী বর্ষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টর বেল অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।"

ইন্‌স্পেক্টর বেলের আর্ত্তনাদে বিস্মিত বিচলিত রয়েড বলিলেন, "কি হইল? আহত হইলেন কি? শত্রুরা আমাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছে!"

ইন্‌স্পেক্টর বেল যন্ত্রণা গোপন করিয়া সংযত স্বরে বলিলেন, "ঠিক; উহাদের নিক্ষিপ্ত গুলীতে আমার বাঁ হাত জখম হইয়াছে, কিন্তু ডান হাত সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম আছে, ইহা উহাদিগকে বুঝাইতে বিলম্ব হইবে না।"

দুই এক মিনিট পরে মেঘস্তর অপসারিত হইলে পুনর্ব্বার চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইল। ইন্‌স্পেক্টর বেল চন্দ্রালোকে সম্মুখবর্ত্তী মোটর-বোটের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান একটি দীর্ঘ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়ায় তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভার উদ্যত করিলেন। মোটর-বোটখানি তখন স্পীড্‌-বোটের প্রায় একশত গজ দূরে ছিল, তথাপি ইন্‌স্পেক্টর বেল লক্ষ্য স্থির করিয়া রিভলভারের ঘোড়া টিপিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর বেলের রিভলভার-নিক্ষিপ্ত গুলী যাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাকে আহত করিতে পারিল কি না, তাহা অনুমান

করা তাঁহার অসাধ্য হইল। একে দস্যুদলের মোটর-বোট হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী বর্ষিত হওয়ায় অবিশ্রান্ত বন্দুক-নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাহার উপর সেই স্পীড্-বোটের এঞ্জিনের অশ্রান্ত ঘস্ ঘস্ ধ্বনি এবং তাহার গতি নিবন্ধন জলের ঝপ্-ঝপ্ শব্দ। সকল শব্দ একত্র মিশিয়া যে মিশ্র শব্দকল্লোলের সৃষ্টি করিতেছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া, মোটর-বোটের কোন আরোহী ইন্স্পেক্টর বেলের রিভলভারের গুলীতে আহত হইয়া থাকিলেও, তাহার আর্ত্তনাদ পশ্চাদ্বর্ত্তী স্পীড-বোটের কোনও আরোহীর কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহারা মোটর-বোটের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সুস্পষ্ট-রূপে কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

"সাবধান হউন"—স্পীড-বোটের চালক সার্জ্জেণ্ট এই সংক্ষিপ্ত সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াই চক্ষুর নিমিষে স্পীড-বোটের গতি এ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিল যে, তাহা ভীষণ বেগে ডান দিকে ঘুরিয়া গেল। সেই নদীর প্রকৃতি, তাহার স্রোতের বেগ ও বিশেষত্ব, তাহার বিশেষ বিশেষ অংশের বৈচিত্র্য সার্জ্জেণ্টের সুপরিজ্ঞাত ছিল। সে একটা ঝাঁকুনি দিয়া স্পীড-বোটখানির গতি এক মুহূর্ত্তে এ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিল যে, মোটর-বোটখানি তাহার বামে থাকিতে বাধ্য হইল। সে জানিত, স্পীড-বোটের গতি এইভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে মোটর-বোটকে নিরুপায় হইয়া অগভীর জলের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং তাহার ফলে তাহাকে চোরা বালির স্তরে গিয়া লটর-পটর করিতে হইবে। তাহার এঞ্জিনের সাধ্য হইবে না যে, সেই বাধা ঠেলিয়া তাহাকে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিবে।

স্পীড্-বোট মোটর-বোটের গুলীবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হইল; কিন্তু স্পীড্-বোটের পরিচালকের কৌশলে মোটর-বোটকে কোণ-ঠাসা হইতে হইল। তাহার বাম পার্শ্বে অধিক জল না

থাকায় তাহাকে তীর-সন্নিহিত অগভীর জলরাশি ভেদ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইল। সেই সময় উভয় বোট পাশাপাশি সমান্তরাল-ভাবে চলিতেছিল এবং দস্যুরা ধরা পড়িবার ভয়ে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া স্পীড-বোটের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ করিতেছিল। ইন্‌স্পেক্টর বেল ও রয়েড মোটর-বোটের আরোহীদের লক্ষ্য করিয়া সাধ্যানুসারে গুলীবৃষ্টি করিতেছিলেন বটে, কিন্তু দস্যুরা সুকৌশলে আত্মরক্ষা করায় কেহই আহত হইল না। এ দিকে দস্যুনিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে স্পীড-বোটের কাঠের তক্তার পাটাতন ঝাঁঝরা হইয়া গেল, তবে সৌভাগ্যক্রমে তাহার এঞ্জিনের কোন ক্ষতি হইল না। দস্যু-নিক্ষিপ্ত গুলী তাহার সুদৃঢ় আবরণ বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিতে পারিল না।

ইন্‌স্পেক্টর বেল হঠাৎ রিভলভার নামাইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন মিঃ রয়েড, চাহিয়া দেখুন, মোটর-বোট চলিতে চলিতে চড়ায় বাধিয়া গিয়াছে; আর এক ইঞ্চিও সম্মুখে অগ্রসর হইবার শক্তি নাই! উহার বুকে মাটী ঠেকিয়াছে।"

মোটর-বোট তখন নদীর কিনারায় অগভীর জলের নিম্নস্থিত মাটীতে বাধিয়া কাঁপিতেছিল এবং তাহার শক্তিশালী এঞ্জিন সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য যতই চেষ্টা করিতেছিল, বোট ততই গভীরভাবে মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতেছিল। এঞ্জিনের প্রচণ্ড চেষ্টা বিফল হওয়ায় বোটের চারিদিকের জলরাশি আন্দোলিত ও আলোড়িত হইতেছিল।

মোটর-বোট এইভাবে অকর্ম্মণ্য হওয়ায় তাহার সাহায্যে পলায়ন করা অসাধ্য বুঝিয়া দস্যুপতি মুলিঙ্গার ও তাহার সহযোগিদ্বয় তাড়াতাড়ি মোটর-বোট হইতে নদীর তীরের দিকে লাফাইয়া পড়িল। সেই স্থানে এক কোমরের অধিক জল ছিল না, এবং তীরভূমিও তাহার অদূরে অবস্থিত। তাহারা তিনজনই এক হাঁটু পাঁকের ভিতর দিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে তীরের দিকে ধাবিত হইল।

রয়েড এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার রিভলভারের কুঁদাটা বাম হস্তের মণিবন্ধে ঠেস দিয়া রাখিয়া, পলাতক দস্যুত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করিলেন। সেই অমোঘ গুলীর আঘাতে তাহাদের একজন আর্ত্তনাদ করিয়া, নদীতীরে পা বাড়াইবার পূর্ব্বেই, তীর-সন্নিহিত জলে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পড়িল, আর উঠিল না। তাহাকে এক হাঁটু জলে মুখ গুঁজিয়া পড়িতে দেখিয়া অবশিষ্ট পলাতক-দ্বয়ের একজন মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অদূরবর্ত্তী স্পীড্-বোট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিল; সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর শব্দ, আর সেই শব্দের সঙ্গেই স্পীড্-বোটের চালক সার্জ্জেণ্টের কাতর আর্ত্তনাদ! সার্জ্জেণ্ট স্পীড-বোটের হা'লের নিকট পড়িয়া খাবি খাইতে লাগিল। চালকহীন স্পীড-বোট অনিয়ন্ত্রিতভাবে চক্ষুর নিমেষে প্রচণ্ডবেগে ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং বাঁ ধারে তীরের দিকে চলিল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার গতিরোধ হইল; তাহা দস্যুদলের পরিত্যক্ত মোটর-বোটের অদূরে মাটিতে বাধিয়া গেল, এবং দুই এক বার সবেগে আন্দোলিত হইয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। স্পীড্-বোটের সেই অচল অবস্থায় নিরুপায় এঞ্জিনের ঘস্‌ঘসানিতে তাহার শত-ছিদ্র পাটাতন কাঁপিতে লাগিল,—যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার নাভিশ্বাস উপস্থিত!

দস্যু-নিক্ষিপ্ত পিস্তলের গুলিতে সার্জ্জেণ্টকে আহত হইয়া হা'লের অদূরে ছিটকাইয়া পড়িতে দেখিয়া, রয়েড স্পীড্-বোটের সঙ্কটজনক অবস্থা লক্ষ্য না করিয়া সার্জ্জেণ্টের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার দেহের কোন অংশে গুলি বিদ্ধ হইয়াছে—তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

আহত সার্জ্জেণ্ট আত্মসংবরণের চেষ্টা করিয়া সংযত স্বরে বলিল, "ঠিক আছি, আমার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমাকে ত্যাগ করিয়া নিজের পথ দেখুন।"—সে আড়ষ্ট হাতখানি অতিকষ্টে

উর্দ্ধে তুলিয়া স্কন্ধ স্পর্শ করিল। গুলী বিদ্ধ হওয়ায় সে স্থান হইতে শোণিতের স্রোত বহিতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর বেল ও রয়েড অচল স্পীড-বোটের উপর হইতে তীরের দিকে চাহিয়া অবশিষ্ট দস্যুদ্বয়কে পলায়ন করিতে দেখিলেন; তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তীরে উঠিয়া তাহারা প্রাণভয়ে অরণ্যের অন্তরালে অদৃশ্য হইবে। তাঁহারা তাহাদের গতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে নদীর অগভীর জলে লাফাইয়া পড়িলেন। রয়েড তীরে উঠিবার পূর্ব্বেই, তীরবর্ত্তী দস্যুদ্বয়ের যে পশ্চাতে ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার গুলী ছুড়িলেন। সেই অব্যর্থ গুলির আঘাতে সেই দস্যু দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া ধরাশায়ী হইল। সে তখন রয়েডের প্রায় কুড়ি গজ দূরে ছিল।

তিনজন দস্যুর মধ্যে যে অক্ষতদেহে পলায়ন করিতেছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রয়েড বলিলেন, "পালের গোদা মুলিঙ্গার ঐ পলায়ন করিতেছে। এত চেষ্টাতেও উহাকে পাকড়াইতে পারিলাম না! কি আফশোষ! কিন্তু উহাকেই যে চাই!"

ইন্‌স্পেক্টর বেল তাঁহার এই আক্ষেপোক্তি শুনিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তৃতীয় দস্যু নদীতীরবর্ত্তী অরণ্যের অন্তরালে অদৃশ্য হইল।

রয়েড ও ইন্‌স্পেক্টর বেল নদীতীরে উঠিবার সময় তীর সন্নিহিত জলে একজন আহত দস্যুকে নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। সে মুলিঙ্গারের সহযোগী ভার্ণি। ভার্ণির মাথা আধ হাত জলের ভিতর নিমগ্ন ছিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ এরূপ আড়ষ্ট হইয়াছিল যে, সে জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস অব্যাহত রাখিবে, তাহার সেরূপ শক্তি ছিল না।

রয়েড ইন্‌স্পেক্টর বেলকে বলিলেন, "এ হতভাগাকে টানিয়া ডাঙ্গায়

না তুলিলে জলের ভিতর রুদ্ধশ্বাস হইয়া মারা যাইবে; আপনি এখানে থাকিয়া উহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করুন, ইন্‌স্পেক্টর! আমার বিশ্বাস, উহার আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে, চেষ্টা করিলেও দীর্ঘকাল উহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না; তবে যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই নরপিশাচ বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে উহার মুখ হইতে দুই একটা কাজের কথা বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু—আপনি—"

রয়েড হাসিয়া বলিলেন, "আমি? আমার জন্য কোন চিন্তা নাই; আমি একাকী মুলিঙ্গারের অনুসরণ করিব। একাকী একদিন যে কায আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ একাকীই তাহা শেষ করিব। এবার যদি সে অদৃশ্য হয়, চির-জীবনের জন্য হইবে।"

রয়েড আর সেখানে না দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি নদীগর্ভ হইতে তাহার তীরে উঠিলেন, তিনি কয়েকগজ অগ্রসর হইয়া নদীতীরবর্ত্তী প্রান্তর-প্রান্তে ক্যারোর অসাড় দেহ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার রিভলভারের গুলী তাহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বিদ্ধ হওয়ায় আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

নদীর তীরবর্ত্তী প্রান্তরের বহুদূর পর্য্যন্ত নল-খাগড়ার জঙ্গলে আচ্ছাদিত ছিল। মুলিঙ্গার তাহার অন্তরালে অদৃশ্য হইলেও রয়েড কয়েক গজ দূরে নলের ঝাড় আন্দোলিত হইতে দেখিলেন। চন্দ্র তখন পূর্ব্বাকাশের অনেক উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছিল এবং মেঘস্তর অপসারিত হওয়ায় আকাশ নির্ম্মল হইয়াছিল। চন্দ্রালোক ঈষৎ ম্লান হইলেও সেই আলোকে সুবিস্তৃত প্রান্তর-ভূমির দৃশ্য সুস্পষ্টরূপেই দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল। রয়েড নলবনের কতকগুলি নলের ডগা ভাঙ্গিবার মট্‌-মট্‌ শব্দ শুনিতে পাওয়ায় শব্দ লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন।

সহসা বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর শব্দ শুনিয়া রয়েড সচকিতভাবে এক পাশে লাফাইয়া পড়িলেন। অগ্নিময় ধাতুপিণ্ডের সংঘর্ষণে উত্তপ্ত বায়ু-তরঙ্গ তাঁহার ললাট-প্রান্তে তপ্ত নিশ্বাস বুলাইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নিবিড় গুল্মরাশির ভিতর মাথা গুঁজিলেন। তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয় নূতন আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু সেই গভীর নিশীথে সেই ঘনসন্নিবিষ্ট গুল্ম-রাশির অভ্যন্তরভাগ এরূপ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল যে, রয়েড চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তিনি অন্ধের ন্যায় হাতড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তসঞ্চালনে গুল্মরাশির শাখা-পত্র হইতে খস্-খস্ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলে তাঁহার মনে হইল, সেই গাঢ় অন্ধকাররাশি অপেক্ষাকৃত তরল হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার অনুমান হইল, তিনি সেই অরণ্যের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছেন।

সেই স্থান হইতে আরও কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া রয়েড মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে তিনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি সম্মুখে চন্দ্রকরোজ্জ্বল সুপ্রশস্ত সমতল প্রান্তর দেখিতে পাইলেন; সেই প্রান্তর বৃক্ষাদিবর্জ্জিত, সেখানে লতা-গুল্মের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাহার কোন দিকে নয়ঞ্জুলি বা কোন বেড়াও তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল না। এই স্থানটি স্থানীয় 'এয়ার কোর্স' ষ্টেশনরূপে ব্যবহৃত হইত এবং এরোপ্লেন সমূহ ঊর্দ্ধাকাশে গমনাগমনের পথে এই স্থানে অবতরণ করিত। কিন্তু সেই সময় সেই স্থান খালি পড়িয়াছিল।

রয়েড বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুলিঙ্গার সেইরূপ অল্পসময়ের মধ্যে অধিক দূরে পলায়ন করিতে পারে নাই বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ন্যূনকল্পে আধ মাইলের মধ্যে এরূপ কোন বৃক্ষ অথবা লতাগুল্ম দেখিতে

পাইলেন না, যাহার অন্তরালে কোন শৃগাল-কুকুর দূরের কথা, একটি বেজী লুকাইয়া থাকিতে পারিত। কিন্তু সেই মুক্ত প্রান্তরের একপাশে তিনি দুই বিঘা পরিমিত স্থানে দীর্ঘ তৃণরাশিপূর্ণ একটি জঙ্গল দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল, মুলিঙ্গার পূর্ব্বোক্ত অরণ্য অতিক্রম করিয়া হয় ত এই তৃণরাশির অন্তরালে গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এই সন্দেহ তাঁহার মনে স্থান পাইবামাত্র রয়েড স্বাভাবিক সংস্কার-বশে আকস্মিক বিপদের আশঙ্কা করিয়া পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সেই প্রান্তরের প্রান্তস্থিত একটি বৃক্ষের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

তিনি সেই বৃক্ষের অন্তরালে পদার্পণমাত্র পিস্তলের একটা গুলী, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থানে সবেগে আসিয়া পড়িল। গুলীটি যে সেই তৃণরাশি-সমাকীর্ণ ক্ষেত্র হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, পিস্তলের গর্জ্জন শুনিয়াই তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। মুলিঙ্গার সেই স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার আশায় গুলী নিক্ষেপ করিয়াছিল, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, অবিলম্বেই মুলিঙ্গারের সহিত তাঁহার সম্মুখ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং সেই যুদ্ধই তাঁহাদের শেষ যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে তাঁহার বা মুলিঙ্গারের মৃত্যু অপরিহার্য্য। মুলিঙ্গার বুঝিতে পারিয়াছিল, বৃক্ষলতাগুল্মবর্জ্জিত সেই সমতল মুক্ত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া রয়েডের অদৃশ্যভাবে দূরে পলায়ন করা তাহার অসাধ্য হইবে; এই জন্য সে সশস্ত্র অদূরবর্ত্তী তৃণক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকিয়া রয়েডকে আক্রমণ করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

রয়েড পূর্ব্ব-কথিত বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে আততায়ীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মুলিঙ্গার তৃণরাশির

আশ্রয় ত্যাগ করিল না; এই জন্য সে কোন্ স্থানে লুকাইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য রয়েড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি সেই তৃণরাশির কোন অংশ আন্দোলিত হইতে দেখিলেন না, কোন শব্দও তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। মুলিঞ্জার সেই স্থান হইতে কত দূরে ছিল, তাহাও তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না।

রয়েড ভাবিলেন, "মুলিঞ্জার বুঝিতে পারিয়াছে—পলায়ন করা তাহার অসাধ্য। সে জানে, তৃণরাশির আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অনাবৃত মাঠে আসিলেই তাহার বিপদ; আমার রিভলভারের গুলীতে তাহাকে আহত হইতে হইবে। আমি এখানে থাকিলে তাহাকে ধরিতে পারিব না, ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছে; আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে ঐ তৃণরাশির ভিতর প্রবেশ করি—ইহাই তাহার ইচ্ছা। সম্ভবতঃ সে আমাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি তাহার এই ইচ্ছা ব্যর্থ করিব।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রয়েড নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সেই তৃণরাশির ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেই তৃণক্ষেত্রের স্থানে স্থানে অনুচ্চ গুল্মের ঝোপও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই ঝোপের ভিতর দিয়া তিনি সতর্কভাবে অগ্রসর হইলেন। তিনি উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া সম্মুখ হইতে গুল্ম-শাখাগুলি অপসারিত করিয়া অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিলেন। প্রত্যেক বার পদবিক্ষেপের সময় তিনি সম্মুখে ও দুই পাশে যতদূর দৃষ্টি যায়—তত দূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু মেটো ইঁদুরের পলায়ন-শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। মুলিঞ্জার যেখানেই লুকাইয়া থাকুক, রয়েড তাহার সাড়া পাইলেন না।

রয়েড সতর্কভাবে আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া উভয় স্কন্ধের উপর দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন; তাঁহার আশঙ্কা হইল, মুলিঞ্জারের অদৃশ্য

হস্তস্থিত পিস্তল যে কোনও মুহূর্ত্তে গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানেই ধরাশায়ী করিতে পারে।

সহসা অদূরবর্ত্তী গুল্মের শাখাপ্রশাখা আন্দোলিত হইল। সেই শব্দে রয়েডের গতিরোধ হইল। তিনি অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু শব্দটা ঠিক কোন্ স্থান হইতে আসিল, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। তবে তাহা যে অতি নিকটের শব্দ, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

রয়েড বিদ্যুদ্বেগে হাত বাড়াইতেই একটা কঠিন দ্রব্য তাঁহার হাতে ঠেকিল। প্রথমে তাঁহার ধারণা হইল, তাহা কোন অনতিদীর্ঘ বৃক্ষের কাণ্ড; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহা একটি শুষ্ক বৃক্ষশাখা, তাহা ভাঙ্গিয়া গাছে বাধিয়াছিল। তাহার অগ্রভাগ আঁকুশীর মত বাঁকা, তাহা হাতে লইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, সেই শুষ্ক শাখার বক্র অগ্রভাগের সাহায্যে অদূরবর্ত্তী কোন দ্রব্য আকর্ষণ করিতে পারা যায়।

এই শাখাটি হাতে লইয়া হঠাৎ একটা নূতন ফন্দী তাঁহার মস্তিষ্কে গজাইয়া উঠিল। তিনি হাতখানি যথাসাধ্য প্রসারিত করিয়া সেই আঁকুশী একটি ঝোপের ডাল-পালায় বাধাইয়া দিয়া তাহা সবেগে আন্দোলিত করিতে লাগিলেন।

রয়েডের এই কৌশল বিফল হইল না। মুলিঙ্গার সেই আন্দোলিত শাখা-পল্লব লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলী বর্ষণ করিল। তাহার আশা হইল, সেই গুলী রয়েডের দেহে বিদ্ধ হইয়াছে।

সেই গুলীবর্ষণে কেবল যে গম্ভীর শব্দ হইল, এরূপ নহে, তাহা হইতে অনলপ্রভা নিঃসারিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য সেই স্থান আলোকিত করিল। সেই মুহূর্ত্তস্থায়ী অনলপ্রভায় রয়েড অদূরবর্ত্তী মুলিঙ্গারকে দেখিতে পাইলেন। সে তখন রয়েডের প্রায় ছয় ফুট দূরে দাঁড়াইয়াছিল।

তাহার সম্মুখস্থিত গুল্মের পত্ররাশির অন্তরালে সে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও তাহার দেহের কিয়দংশ রয়েডের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

তাহাকে দেখিবামাত্র রয়েড তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে মুলিঙ্গারের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিলেন। সেই প্রচণ্ড চাপে মুলিঙ্গারের সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইল। সে তাহার হাতের পিস্তল ঊর্দ্ধে তুলিবার চেষ্টা করিতেই রয়েড তাহার তলপেটে এরূপ জোরে পদাঘাত করিলেন যে, মুলিঙ্গারের হাত হইতে পিস্তল খসিয়া পড়িল, সে গভীর যন্ত্রণায় দুই হাতে তলপেট চাপিয়া ধরিল। কিন্তু রয়েডের উভয় হস্তের চাপে মুলিঙ্গারের শ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় সে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া গলা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার হাত আর গলা পর্য্যন্ত উঠিল না, তাহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং তাহার উন্মুক্ত মুখ-বিবর হইতে জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল। তখনও রয়েড দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার গলা এরূপ জোরে টিপিয়া ধরিলেন যে, তাহার উভয় চক্ষু কপালে উঠিয়া চেতনা বিলুপ্ত হইল। মুলিঙ্গার যতক্ষণ পারিয়াছিল, হাত পায়ের সাহায্যে রয়েডকে আঘাত করিয়া তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার চেতনা বিলুপ্ত হওয়ায় তাহার অবসন্ন হাত দুইখানি নিশ্চেষ্টভাবে দুই পাশে ঝুলিয়া পড়িল।

রয়েড বলিলেন, "মুলিঙ্গার, যুদ্ধের সাধ মিটিয়াছে ত? আত্মসমর্পণ করিবে না মরিবে?"

কিন্তু কে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবে? মুলিঙ্গার তখন চেতনাহীন নির্ব্বাক্। তাহার অচেতন দেহ রয়েডের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেই রয়েড তাহার গলা হইতে হাত টানিয়া লইলেন এবং তাহার দুই হাত একত্র করিয়া তাহাতে হাত কড়ি আঁটিয়া দিলেন।

কয়েক মিনিট পরে মুলিঙ্গারের চেতনা-সঞ্চার হইল। রয়েডের উভয় হস্তের ব্যায়াম-পুষ্ট সুদৃঢ় অঙ্গুলীর নিষ্পেষণে মুলিঙ্গারের চেতনা বিলুপ্ত হইলেও ঐরূপ অল্পসময়ে তাহার ন্যায় বলবান্ দস্যুর প্রাণবিয়োগ হইবে, তাহা তিনি সম্ভব মনে করেন নাই। তাঁহার অনুমান মিথ্যা হয় নাই; নৈশ-বায়ু-প্রবাহে সেই সুশীতল প্রান্তরে মুক্ত প্রকৃতির চন্দ্রাতপতলে পড়িয়া থাকিয়া তাহার চেতনা-সঞ্চার হইলে সে লৌহবলয়ালঙ্কৃত প্রকোষ্ঠযুগল উর্দ্ধে তুলিয়া মিট্‌মিট্ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল।

মিঃ রয়েড ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "চোরের পাঁচদিন, সাধুর একদিন। এতদিনে তোমার যুদ্ধের সাধ মিটিয়াছে; তোমার প্রায়শ্চিত্তের আর অধিক বিলম্ব নাই।"

১৪

ল্যাংটনের ফটোর ইঙ্গিত

রয়েড ইনস্পেক্টর বেলের নিকট পরে জানিতে পারিলেন—দস্যুপতি মুলিঞ্জারের সহকর্ম্মী ভার্ণি তাঁহার নিক্ষিপ্ত গুলীতে সাংঘাতিক আহত হইয়াছিল। ইনস্পেক্টর বেল, রয়েডের অনুরোধে তাহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচর্য্যায় তাহার আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই; অধিক কি, কিছুকাল পরেই তাহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে, এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই। তিনি তাহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইবার কয়েক মিনিট পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে ভার্ণির জ্ঞান-সঞ্চার হইয়াছিল। সে চক্ষু খুলিয়া ইনস্পেক্টর বেলকে তাহার মাথার কাছে বসিয়া থাকিতে দেখিল। প্রথমে তাহার মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। তখন তাহার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল এবং চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত প্রায়; তাহার স্মৃতি যেন গাঢ় কুজ্ঝটিকাবরণে আচ্ছাদিত। সে মুদ্রিত-নেত্রে অতীতের সকল ঘটনা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল; ক্রমশঃ অতীতের সকল কথাই ধীরে ধীরে তাহার স্মরণ হইল; অবশেষে তাহার মনে পড়িল, নদীর অগভীর জলে মোটর-বোট হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সে যখন নদীতীরস্থ অরণ্যের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ধাবিত হইয়াছিল, সেই সময় রয়েডের অব্যর্থ গুলীতে আহত হইয়া তাহাকে ধরাশয্যা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেই সময় ইনস্পেক্টর বেল তাহার অসাড় দেহ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সে বুঝিতে পারিল, এ যাত্রা কোনও উপায়ে তাহার প্রাণ রক্ষা হইলে ইনস্পেক্টর বেল তাহাকে থানায় লইয়া গিয়া হাজতে পূরিবেন; তাহার পর তাহাকে

বিচারকের হস্তে অর্পণ করিয়া নরহত্যার অভিযোগে তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন। সে তাহার সহকর্মী মুলিঙ্গারের আদেশে তাহার সহযোগে যাঁহাকে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাঁহার নিকট সে কতটুকু উপকারের আশা করিতে পারে ?

কিন্তু ভার্ণি নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল ; তাহার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই বুঝিয়া ফাঁসীর ভয় তাহার মন হইতে তিরোহিত হইল। তাহার মনে হইল, মৃত্যুর নিবিড় অন্ধকার তাহার চক্ষুর উপর ঘনাইয়া আসিতেছে ; কিন্তু আর অল্পকাল পরেই তাহাকে যে অজ্ঞাত রাজ্যে যাত্রা করিতে হইবে, সেই দুর্গম পথের কোন পাথেয় সে সঞ্চয় করিতে পারে নাই। চিরজীবন পাপানুষ্ঠানে রত থাকিয়া সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিল, এই অন্তিমকালে তাহা তাহার কোন কাজেই লাগিবে না ; তবে সে কোন লোভে, কি আশায়, দিনের পর দিন নূতন নূতন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপের বোঝা ভারী করিয়াছিল ? অন্তিমে যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করিবার যিনি কাণ্ডারী,—সে ভুলিয়াও কোনদিন তাঁহার নাম স্মরণ করে নাই। তাঁহার অনন্ত করুণায় নির্ভর করিবার শক্তি সে লাভ করিতে পারে নাই। জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে একবার প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিতেও তাহার সাহস হইল না। তাহার সন্দেহ হইল, তাহার সারাজীবনের পুঞ্জীভূত পাপ ও অসংখ্য অমার্জ্জনীয় অপরাধ কি তিনি ক্ষমা করিবেন ? তাঁহার নিকট তাহার ক্ষমা-প্রার্থনার অধিকারই বা কি ? জানি না, যে নরপিশাচ চিরজীবন শয়তানের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া তাহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া থাকে, জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তে পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া সে অনুতপ্ত হয় কি না ; মনুষ্য চরিত্র দুর্জ্ঞেয় রহস্যে পূর্ণ। মানুষ মানব চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে পারে বলিয়া দম্ভ করে, মানব চরিত্রের বিশেষজ্ঞ, মনস্তত্ত্ববিৎ বলিয়া অহঙ্কার করে ; কিন্তু যে আপনাকে চিনিতে

পারে না, অন্য লোকের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া, সুরঞ্জিত চিত্রের অভিজ্ঞ চিত্রকরের ন্যায় লেখনী-মুখে সে তাহা ফুটাইয়া তুলিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায় ?

ইনস্পেক্টর বেল, ভার্ণির চিরাচরিত পাপের কথা শুনিয়াছিলেন ; সে কিরূপ নিষ্ঠুর, তাহাও তিনি জানিতেন, পুলিসের চাকরী করিয়া, বহু নর-প্রেতের সংস্রবে আসিয়া, তাহাদের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—তিনি মানব চরিত্রানুশীলনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, ভার্ণির ন্যায় নরপিশাচ মৃত্যুকালেও অনুতপ্ত হইবে, তিনি তাহার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মৃত্যুশয্যাশায়ী ভার্ণির মুখভাবের পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, যেন অস্তগামী তপনের পাণ্ডুর আভা।

ভার্ণির মনে পড়িল, তাহার একজন সমব্যবসায়ী পাপিষ্ঠ দস্যু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার অনুষ্ঠিত জীবনব্যাপী পাপের কথা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া গ্রাম্য ভজনালয়ের পুরোহিত তাহাকে আশস্ত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, "বৎস, হতাশ হইও না ; তোমার অনুষ্ঠিত পাপের কথা প্রকাশ করিয়া প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, সকল পাপ-কলুষ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া তাঁহার করুণামৃতে অবগাহন করিবে। শান্তি পাইবে।"

ভার্ণি মনে করিল, পাদরীর সেই আশ্বাস-বাণী কি সত্য ? অপরাধ স্বীকার করিলে সত্যই কি মৃত্যুকালে শান্তি লাভ হয় ? তাহার পাপ-ভারক্লিষ্ট দুর্ব্বল চিত্ত সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল ; কিন্তু অনুতাপানল অসহ্য হওয়ায় অবশেষে সে ইনস্পেক্টর বেলের নিকট অপরাধ স্বীকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

অবশেষে সে ইনস্পেক্টার বেলকে তাহার মুখের কাছে কর্ণ স্থাপনের

জন্য ইঙ্গিত করিয়া, ওষ্ঠাগত প্রাণের সকল আগ্রহ শুষ্ক কণ্ঠে সঞ্চিত করিয়া, দুই একবার অধরোষ্ঠ কম্পিত করিল ; তাহার পর ইনস্পেক্টার বেল তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলে, বসন্তের ঈষদুষ্ণ সমীরণ-প্রবাহে বৃক্ষশাখার মৃদু-কম্পিত পল্লবদল হইতে যেমন অস্ফুটধ্বনি নিঃসারিত হইতে থাকে, সেইরূপ কম্পিত কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে সে বলিতে লাগিল।

বহুদিন পূর্ব্বে যৌবনের প্রারম্ভকালে সে ডুবুরির কার্য্যে রত থাকিয়া জীবিকার্জ্জন করিত। সে এই কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিলে, 'য়ুনিভারসাল স্যাল্‌ভেজ কোম্পানী'র পক্ষে ডুবুরী নিযুক্ত হইয়াছিল। অবশেষে সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণীর সবমেরিণের আক্রমণে 'আরানিটা' জাহাজ সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হইলে, সেই জাহাজে যে বিপুল স্বর্ণরাশি প্রেরিত হইতেছিল, তাহাও সমুদ্র গর্ভে সমাহিত হইয়াছিল। য়ুনিভারসাল সালভেজ কোম্পানী সমুদ্রগর্ভ-স্থিত জাহাজ হইতে সেই স্বর্ণরাশি উত্তোলনের ভার পাইলে, সেই সময়ের প্রসিদ্ধ ডুবুরী বৃদ্ধ যেথ্রো ল্যাংটনকে তাহারা এই কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। যেথ্রো ল্যাংটন পূর্ব্ব হইতেই ডুবুরীর কার্য্যে ভার্ণির অসাধারণ দক্ষতার কথা জানিতেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্যে ভার্ণিকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিলেন। যেথ্রো ল্যাংটন ভার্ণিকে সঙ্গে লইয়া গভীর সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিলেন এবং বহু চেষ্টায় সেই নিমজ্জিত জাহাজের খোলের ভিতর সঞ্চিত বিপুল স্বর্ণরাশি আবিষ্কার করিলেন। একালে যেমন প্রতি সপ্তাহে কোটি কোটি টাকার বিশুদ্ধ স্বর্ণের থান বোম্বে বন্দর হইতে বিভিন্ন জাহাজে য়ুরোপে রপ্তানী হইতেছে, সেইরূপ কোটি কোটি মুদ্রা মূল্যের বিশুদ্ধ স্বর্ণের থান সেই জাহাজের ধনাগারে সংগুপ্ত দেখিয়া সেই ডুবুরীদ্বয়ের উভয়েরই মনে লোভের সঞ্চার হইল। সেই লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, ডুবুরীসর্দ্দার যেথ্রো ল্যাংটন তাহার সহকারী

ভার্ণিকে জানাইলেন, সেই বিপুল স্বর্ণরাশির কিয়দংশ অপহরণ করিয়া নিজেরাই তাহা ভোগ করিবেন ; কিন্তু তাহা জাহাজ হইতে সমুদ্রগর্ভের ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিলে আত্মসাৎ করা অসাধ্য হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারা স্থির করিলেন, অপহৃত স্বর্ণরাশি তাঁহারা অদূরবর্ত্তী কোন মগ্ন শৈলের পাদদেশে সুকৌশলে লুকাইয়া রাখিবেন।

তাঁহাদের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহারা যে স্বর্ণরাশি উত্তোলিত করিয়া য়ুনিভারসাল স্যালভেজ কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করিলেন, কোম্পানী তাহাই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। ডুবুরীরা যে তাহার কোন অংশ স্থানান্তরিত করিয়াছে, এরূপ সন্দেহ তাঁহাদের মনে স্থান পাইল না।

ডুবুরীদ্বয়ের দায়িত্বভার শেষ হইলে তাহারা সময়ান্তরে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল এবং অপহৃত স্বর্ণরাশি গুপ্তস্থান হইতে অপসারিত করিয়া গোপনে সমুদ্রতটে লইয়া গিয়াছিল। তাহাদের এই কীর্ত্তি তৃতীয় ব্যক্তি জানিতে পারে নাই।

ইন্‌স্পেক্টার বেল, রয়েডের নিকট ভার্ণির এই সকল গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিলেন, "ভার্ণি মৃত্যুকালে আমার নিকট ইহাও স্বীকার করিয়াছিল যে, সে যেথ্রো ল্যাংটনের সহযোগিতায় উক্ত জাহাজ হইতে যে স্বর্ণরাশি অপহরণ করিয়াছিল, যেথ্রো ল্যাংটন তাহার বারো আনা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সিকি অংশ তাহার ভাগে পড়িয়াছিল। সেই সিকি অংশেরই মূল্য বহু সহস্র পাউণ্ড। সেই স্বর্ণরাশি বিক্রয় করিয়া সে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড পাইয়াছিল। ভার্ণি মিতব্যয়ী হইলে, সেই অর্থে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পরম সুখে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে অতিবাহিত করিতে পারিত ; কিন্তু যাহারা অসৎ উপায়ে বা অতি সহজে পরের অর্থ হস্তগত করে, তাহারা অর্থের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারে না। অপহৃত অর্থের প্রতি ভার্ণিরও

মমতা ছিল না। সে অতি অল্প দিনেই নানা কুক্রিয়ায় সেই বিপুল অর্থ ধূলিমুষ্টির ন্যায় উড়াইয়া দিয়া অর্থকষ্টে বিব্রত হইয়াছিল। তিন বৎসরের বিলাসিতায় এবং নানাপ্রকার অপকর্ম্মে তাহার সঞ্চিত ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের সমস্ত নিঃশোষিত হইলে, তাহার সহকর্ম্মী যেথ্রো ল্যাংটনের সঞ্চিত স্বর্ণরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহার আগ্রহ প্রবল হইল।

যেথ্রো ল্যাংটন কৃপণ ছিলেন, বিশেষতঃ সংসারে তাঁহার কোন পরিজন বা পোষ্য না থাকায় পরিবার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে অর্থব্যয় করিতে হইত না, তাঁহার নিজের ব্যয়ও অত্যন্ত পরিমিত ছিল; এজন্য তাঁহার সঞ্চিত বিপুল স্বর্ণরাশির কিছুই ব্যয় হয় নাই। বার্দ্ধক্যে তাঁহার মস্তিষ্কও প্রকৃতিস্থ ছিল না। তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, তাঁহার সংগৃহীত স্বর্ণরাশি কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিলে পুলিশ তাঁহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে; কারণ, সৎপথে থাকিয়া এরূপ বিপুল স্বর্ণ উপার্জ্জন করা তাঁহার সাধ্যাতীত, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিত। তিনি এই অপরিমিত স্বর্ণরাশি কোথায় পাইলেন, একথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি কি উত্তর দিতেন? এতদ্ভিন্ন কোন ব্যাঙ্কেও যথা-সর্ব্বস্ব রাখিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। এইজন্য খেয়ালের বশে তিনি সেই বিপুল স্বর্ণরাশি অতি সঙ্গোপনে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া, কোথায় তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য এক অদ্ভূত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি নিজের একখানি ফটো তুলিয়াছিলেন, সেই ফটোতে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী ছিল, এবং সেই ফটোর ফ্রেমখানির সহিত সেই ভঙ্গীর সম্বন্ধ ছিল। ফ্রেমের ভিতর সেই ফটোখানি সংরক্ষিত হইলে, সেই ফ্রেমে তাঁহার অঙ্গভঙ্গীর ব্যাখ্যাসূচক যে সাঙ্কেতিক হরফগুলি লিখিত ছিল, ছবির সহিত সেই হরফগুলির সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিলে,

সেই স্বর্ণরাশি কোথায় প্রোথিত ছিল, তাহা আবিষ্কার করা যাইতে পারিত; কিন্তু যদি কেহ কেবল সেই ফটো অথবা ফটো বর্জ্জিত ফ্রেমখানি মাত্র হাতে পাইত, তাহা হইলে সে চিরজীবন চেষ্টা করিলেও তাঁহার গুপ্তধনের সন্ধান পাইত না। গুপ্তধনের সন্ধান পাইতে হইলে ফ্রেমের ভিতর ফটোখানি আঁটিয়া, দেহের ভঙ্গী অনুসারে সাঙ্কেতিক হরফগুলির অর্থনির্ণয় করিতে পারিলে তাঁহার গুপ্তধনের সন্ধান মিলিবার আশা ছিল।

ভার্ণি, যেথ্রো ল্যাংটনের গুপ্তধন আত্মসাৎ করিবার দুরভিসন্ধিতে তাঁহার সহিত পূর্ব্ব-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিয়া আনুগত্য প্রকাশ করিতে লাগিল এবং বার্দ্ধক্যে যেথ্রো ল্যাংটন রোগশয্যায় পড়িয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় সে তাঁহার শয্যা-প্রান্তে বসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় রত ছিল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে যেথ্রো ল্যাংটনের বাকশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, বিকার-ঘোরে তাঁহার ক্ষীণকণ্ঠ হইতে যে সকল প্রলাপ নিঃসারিত হইত, তাঁহার পরিচর্য্যা-নিরত ভার্ণি উৎকর্ণ হইয়া আগ্রহভরে তাহা শ্রবণ করিত। অবশেষে একদিন ভার্ণির আশা পূর্ণ হইল। যেথ্রো ল্যাংটন বিকারঘোরে তাঁহার ফটো ও ফটোর ফ্রেমের সহিত ভূগর্ভ প্রোথিত গুপ্তধনের কি সম্বন্ধ, তাহা স্খলিতস্বরে প্রকাশ করিলেন। ভার্ণি বুঝিতে পারিলেন, মরণাহত, রুগ্ন বৃদ্ধের ফটো ও ফটোর ফ্রেম সংগ্রহ করিয়া একত্র সংযোজিত করিলেই গুপ্তধনের সন্ধান মিলিবে। ভার্ণি যে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রাণপণে রুগ্ন বৃদ্ধের সেবা করিতেছিল, তাহা যে মুহূর্ত্তে সে জানিতে পারিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে অন্তিম শয্যায় ফেলিয়া রাখিয়া স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টায় প্রস্থান করিল। তাহার আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না। বৃদ্ধের বিপুল গুপ্তধন সহজেই সে হস্তগত করিতে পারিবে, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল।

ভার্ণি যেথ্রো ল্যাংটনকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে, দুই এক দিন পরেই বৃদ্ধের মৃত্যু হইল।

কিন্তু যেথ্রো ল্যাংটনের ফটো ও ফ্রেমের সাহায্যে তাঁহার গুপ্তধন আবিষ্কার করা ভার্ণি প্রথমে যত সহজ হইবে মনে করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা তত সহজ নহে, ইহা বুঝিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না। যেথ্রো ল্যাংটনের মৃত্যুর পর তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইলে, ভার্ণি ফটোর ফ্রেমখানি হস্তগত করিতে পারিল বটে, কিন্তু সে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল, যেথ্রো ল্যাংটন ফটোখানি পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। সে ফটোখানি কি উপায়ে সংগ্রহ করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারায় সে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হইল, এবং তাহার সঙ্কটের কথা তাহার পরমবন্ধু ক্যারোর গোচর করিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল।

ক্যারো এই ঘটনার পূর্ব্বেই দস্যুনায়ক মুলিঙ্গারের দলে যোগদান করিয়া নানাপ্রকার গর্হিত কার্য্যে তাহার সহায়তা করিতেছিল। ক্যারো মুলিঙ্গারের সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হওয়ায় তাহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল। সে তাহার বন্ধু ভার্ণিকে মুলিঙ্গারের সহায়তা গ্রহণ করিবার উপদেশ দান করিল। তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, মুলিঙ্গারের অসাধ্য কর্ম্ম জগতে কিছুই নাই; মুলিঙ্গার চেষ্টা করিলে অতি সহজেই যেথ্রো ল্যাংটনের ফটো উদ্ধার করিতে পারিবে, এবং সেই ফটো হস্তগত হইলে যেথ্রো ল্যাংটনের গুপ্তধন হস্তগত করা সহজ হইবে।

কিন্তু মুলিঙ্গারের সহিত ভার্ণির পরিচয় না থাকায়, সে মুলিঙ্গারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট মনের কথা প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। ভার্ণির সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া ক্যারো তাহাকে মুলিঙ্গারের নিকট লইয়া গিয়া তাহার সহিত পরিচিত করিল।

মুলিঙ্গার ভার্ণির গুপ্তকথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেও তাহার প্রস্তাবে প্রথমে কর্ণপাত করিল না, বরং তাহাকে নিরুৎসাহ করিবারই চেষ্টা করিল। সে ভার্ণিকে জানাইল, তাহার হাতে বিস্তর কায, সেই সকল কায মুলতুবী রাখিয়া সে বুনো হাঁসের পশ্চাতে ছুটিবে, ইহাতে তাহার লাভ কি? তখন ভার্ণিকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইল, যেথ্রো ল্যাংটনের গুপ্তধন হস্তগত হইলে তাহার অর্দ্ধাংশ সে মুলিঙ্গারকে দান করিবে, এবং অবশিষ্টাংশ সে ক্যারোর সহিত বখরায় ভোগ করিবে। এইভাবে তাহারা তিনজনে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইল।

ইন্স্পেক্টর বেল, রয়েডকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইলে রয়েড ইন্স্পেক্টরকে বলিলেন, "আমি মুলিঙ্গারের হাতে হাতকড়ি আঁটিয়া দিয়া তাহার পরিচ্ছদ খানাতল্লাস করিয়াছিলাম। তাহার কোটের পকেটে যেথ্রো ল্যাংটনের সেই ফটোখানি পাইয়াছি। সে মরিস ল্যাংটনকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের নিকট তাহার যে পত্র লইয়া গিয়াছিল, সেই পত্র পাঠ করিয়া ম্যানেজার তাহাদের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ফটোখানি মুলিঙ্গারকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি। মুলিঙ্গার সেই ফটো মুহূর্ত্তের জন্য হাতছাড়া করে নাই। দিবারাত্রি তাহা সে নিজের নিকট রাখিত বলিয়াই তাহার কোটের পকেট হইতে তাহা উদ্ধার করিতে পারিয়াছি।"

ইন্স্পেক্টর বেল বলিলেন, "আমি ভার্ণির নিকট জানিতে পারিয়াছি, যেথ্রো ল্যাংটনের ফটোর ফ্রেমখানি মুলিঙ্গার ভার্ণির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাহার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছে।"

রয়েড বলিলেন, "মুলিঙ্গারের ব্যাঙ্কে?"

ইন্স্পেক্টার বেল বলিলেন, "হাঁ, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ক্যানন ষ্ট্রীটেরশাখায়। এই ব্যাঙ্কের সহিত তাহার কারবার চলিতেছে; কিন্তু তাহার নিজের নামে নহে। ব্যাঙ্কে তাহার হিসাব আছে—জন হ্যারিস্ এই ছদ্মনামে।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল ও রয়েড অতঃপর তদন্ত আরম্ভ করিয়া জানিতে পারিলেন, ভার্ণি মৃত্যুকালে যে স্বীকারোক্তি করিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। সে মৃত্যুকালে মিথ্যা বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর বেলকে প্রতারিত করে নাই। সে সত্যই অনুতপ্ত হইয়াছিল।

রয়েড ইন্‌স্পেক্টর বেলের সাহায্যে মুলিঙ্গারের ব্যাঙ্ক হইতে যেথ্রো ল্যাংটনের পূর্ব্বোক্ত ফটোর ফ্রেমখানি সংগ্রহ করিয়া, সেই ফ্রেমে মুলিঙ্গারের পকেট হইতে সংগৃহীত ফটো সংযোজিত করিলেন, কিন্তু ফটোর সহিত ফ্রেমের গাত্রসন্নিবিষ্ট সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলি মিলাইয়া তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারিলেন না। যেথ্রো ল্যাংটন তাঁহার সঞ্চিত গুপ্তধন কোথায় প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বা ইন্‌স্পেক্টর বেল বিস্তর মাথা খাটাইয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। সেই দুর্ব্বোধ্য ও জটিল রহস্যের সমাধান হইল না। সমচতুর্ভূজ সাধারণ ফ্রেমের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি হরফ ছিল, ইহা ভিন্ন সেই ফ্রেমের কোন বিশেষত্বই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। তবে তাঁহারা হরফ-গুলি পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন, ফ্রেমের তলার দিক হইতে হরফগুলি আরম্ভ হইয়া বামভাগে অগ্রসর হইয়াছিল এবং ফ্রেমের দক্ষিণাংশে গিয়া শেষ হইয়াছিল। ফ্রেমের গাত্রে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক নির্ণয়ের জন্য ঐ সকল দিকের নামের আদ্যক্ষর স্থায়ী কালীতে লেখা ছিল। মরিস ল্যাংটন ও রয়েড বিস্ফারিতনেত্রে সেই রহস্যপূর্ণ ফ্রেমের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ফটোখানি সেই ফ্রেমে পূর্ব্বেই যথা নিয়মে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

দীর্ঘকাল চিন্তার পর রয়েড ল্যাংটনকে বলিলেন, "ফ্রেমের দিকে চাহিয়া থাকিয়া চক্ষুদুটিকে ত কাহিল করিয়া ফেলিলে, কোন হদিস ঠাহর করিতে পারিলে কি ?"

যুবক ল্যাংটন প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তিন দিকের

তিনটি হরফ—উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক বুঝাইতেছে বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু অবশিষ্ট হরফগুলির মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।"

তাঁহারা ফ্রেম-সন্নিবিষ্ট ফটোর দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, বৃদ্ধের কঠোরতাপূর্ণ গম্ভীর মুখ যেন তাঁহাদের বুদ্ধিহীনতা লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

ল্যাংটন প্রায় দশ মিনিট নিস্তব্ধভাবে হরফগুলির দিকে চাহিয়া থাকিয়া চিন্তাকুল-চিত্তে বলিল, "ফটোর ফ্রেমে উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ এই তিনটি দিক নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহার নিশ্চিতই কোন গূঢ় অর্থ আছে। অকারণ কেহ ফটোর ফ্রেমে দিক-নির্ণয়ের চিহ্ন অঙ্কিত করে না।"

ল্যাংটনের কথা রয়েডের কর্ণে প্রবেশ করিল না; তিনি ফটোর ছবিখানিতে যেথো ল্যাংটনের উভয় হস্তের অঙ্গুলি লক্ষ্য করিতেছিলেন; তিনি দেখিলেন, উভয় হস্ত সংযুক্ত থাকিলেও দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ফ্রেমের "ডি" অক্ষরটির দিকে ও বাম হস্তের তর্জ্জনী ঐ হরফটির পশ্চাদ্বর্ত্তী "বি" অক্ষরটি লক্ষ্য করিয়া প্রসারিত ছিল।

রয়েড ল্যাংটনকে বলিলেন, "এই রহস্যের অন্ধকারে আলোক-স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইয়াছি। এ, বি, সি, ডি, জি, আই, কে, এই সাতটি বর্ণমালার হরফগুলি এভাবে ঘুরাইয়া বসাইতে পার—যাহাতে কোন অর্থবিশিষ্ট পদের সৃষ্টি হয়?"

ল্যাংটন কয়েক মিনিট চেষ্টার পর বলিল "ডি, আই, জি, বি, এ, সি, কে—এইভাবে বসাইলে অর্থ হয়, 'ডিগ্ ব্যাক'—(Dig back) (পশ্চাতে খোঁড়)—কিন্তু এই বাক্য দ্বারা কি বুঝাইতেছে, তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য।"

রয়েড হাসিয়া বলিলেন, "এ ধাঁধার এই উত্তরই বটে, কিন্তু কোন স্থানের পশ্চাৎ খুঁড়িতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে? বৃদ্ধ নিশ্চিতই কোন স্থানের প্রসঙ্গে এই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।"

যুবক ল্যাংটন বলিল, "তাঁহার বাংলো ও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগান ভিন্ন অপরের সম্পত্তির প্রসঙ্গে তিনি এরূপ ইঙ্গিত করিবেন, ইহা অসঙ্গত মনে হয়।"

ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার সটনের বাংলোর পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগান ভিন্ন অন্য কোন স্থান খুঁড়িতে ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না। আমার অনুমান, এই ফটো-ফ্রেম তাঁহার বাগানেরই নিদর্শন এবং তিনি ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; পূর্ব্ব-সীমায় তাঁহার বাংলো, এইজন্য এই সীমার উল্লেখ নাই; সুতরাং বুঝিতে হইবে, বাংলোর পশ্চাতে উক্ত তিন সীমার মধ্যে খুঁড়িলে মাটির ভিতর গুপ্তধনের সন্ধান মিলিতে পারে।"

ব্লেকের এই অনুমান সত্য প্রতিপন্ন হইল।

ব্লেক, ইন্‌স্পেক্টর বেল ও ল্যাংটনের সহযোগে যেথো ল্যাংটনের বাস-ভবনের পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগানের মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একস্থানে আট ফুট গভীর গর্ত্তের ভিতর এলুমিনিয়মের একটী আবরণের ভিতর অপহৃত সোনার থানের স্তূপ দেখিতে পাইলেন। উহা য়ুনিভারসাল স্যালভেজ কোম্পানীর সম্পত্তি বলিয়া সেই দিনই কোম্পানীকে এই বিপুল বিত্তের উদ্ধারের সংবাদ প্রেরণ করা হইল। এই স্বর্ণরাশির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোম্পানীর কোনও ধারণা ছিল না, সুতরাং এই স্বপ্নাতীত লাভের সংবাদ পাইয়া কোম্পানী কেবল যে অপরিমিত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল, এরূপ নহে, যুবক ল্যাংটন ও ব্লেকের নিকট তাহাদের কৃতজ্ঞতাও অপরিসীম হইয়াছিল। এই কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ ল্যাংটনকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করিলে, ল্যাংটন তাঁহাদের আফিসে উপস্থিত হইল। তাঁহারা ল্যাংটনকে বলিলেন, ল্যাংটন স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া এই বিপুল স্বর্ণরাশি আবিষ্কারের সংবাদ তাঁহাদিগকে না জানাইলে, ইহার যৎসামান্য অংশও তাঁহাদের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা

ছিল না। তাঁহারা মৌখিক কৃতজ্ঞতায় ল্যাংটনের ঋণ পরিশোধের চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে একখানি চেক প্রদান করিলেন। সেই চেকে সে তাহার সততার যে পুরস্কার লাভ করিল, তাহা যে কেবল তাহার আশাতীত অধিক, এরূপ নহে; বহুদিন হইতে তাহার ইচ্ছা ছিল—সে কফির আবাদ-পূর্ণ একখানি বিস্তীর্ণ তালুক ও সেই তালুক-সংলগ্ন একখানি সুপ্রশস্ত ও আরামপ্রদ বাংলো ক্রয় করিয়া নববিবাহিতা পত্নীসহ সেখানে বাস করিবে। সে য়ুনিভারসাল স্যালভেজ কোম্পানীর পরিচালকবর্গের নিকট পুরস্কার স্বরূপ যে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইল, তাহা তাহার দীর্ঘকালের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

* * * * * *

আর দুই একটি কথার আলোচনা করিলেই আমরা এই বিচিত্রপূর্ণ ঘটনাবহুল কাহিনী শেষ করিতে পারি।

রয়েড মুলিঞ্জারকে শৃঙ্খলিত করিয়া পুলিসের হস্তে অর্পণ করিবার পর পুলিস-তদন্তের ফলে মুলিঞ্জারের বহু কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশিত হওয়ায়, পুলিস তাহার সদর আফিস খানা তল্লাস করিয়া তাহার অনুষ্ঠিত বহু অপরাধজনক কার্য্যের অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিল। কিন্তু সে পুলিসের হাতে ধরা পড়িবার ভয়ে রয়েডের সতর্ক-দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া, তাহার সহযোগীর উদ্যান-ভবন হইতে নদীর দিকে গোপনে পলায়ন করিবার সময়, রোঁদের যে পুলিস-প্রহরী কর্ত্তৃক বাধা পাইয়াছিল, বর্শার আঘাতে তাহাকে হত্যা করিবার অপরাধই তাহার অনুষ্ঠিত অন্য সকল অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। পুলিসের কর্ম্মচারীকে তাহার কর্ত্তব্য-সম্পাদনে বাধা দান করিয়া, তাহাকে হত্যা করিবার অভিযোগ সপ্রমাণ হওয়ায়, এই একটি মাত্র অপরাধেই দায়রা জজের বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। রয়েডকে টেমস নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা, যুবক ল্যাংটন ও তাহার প্রণ-

য়িনীকে গুলি করিয়া মারিবার চেষ্টা প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধের স্বতন্ত্র বিচার করিবার প্রয়োজন হইল না।

এই মামলার বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মরিস ল্যাংটন তাহার প্রণয়িনী মিস্ ফরেষ্টকে বিবাহ করিয়াছিল। বহু কষ্ট ও দুর্গতি ভোগের পর প্রণয়িযুগল প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখী হইয়াছিল। মুলিঞ্জারের অপরাধের বিচারের সময় রয়েড যখন দায়রা আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া সাক্ষীর কাঠরায় দাঁড়াইলেন, সেই সময় তিনি নব পরিণীত প্রণয়ি-যুগলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মরিস ল্যাংটন ও তাহার পত্নী তখন ডচ্ ইষ্ট-ইণ্ডিয়াস্থিত নবক্রীত আবাদের তালুকে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

সেইদিন মরিস ল্যাংটন তাহাদের আশাতীত সৌভাগ্যের প্রসঙ্গে রয়েডকে বলিল, তাঁহার সাহায্য ব্যতীত তাহারা নর-পিশাচ মুলিঞ্জারের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত না, সেইরূপ সুখ সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া ত দূরের কথা! রয়েড বহুবার বহু কষ্ট সহ্য করিয়া, অধিক কি, মুলিঞ্জার ও তাহার সহযোগী ভাণি এবং ক্যারোর পৈশাচিক ষড়যন্ত্রে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে বরণ করিয়া তাহার ও তাহার প্রনয়িণীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, নিকটতম আত্মীয় বন্ধুর নিকটেও কেহ সেরূপ উপকারের প্রত্যাশা করিতে পারে না।

এই সকল কথার আলোচনা করিয়া মরিস ল্যাংটন কুণ্ঠিত ভাবে রয়েডের নিকট প্রস্তাব করিল,-"আমি পুরস্কার স্বরূপ কৃতজ্ঞ য়ুনিভারসাল স্যালভেজ কোম্পানীর পরিচালকবর্গের নিকট হইতে যে চেক পাইয়াছি, সেই চেকে আমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন, আমি কোনদিন এরূপ অধিক পুরস্কারের আশা করি নাই। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে স্বীকার করিতে হইবে, এই পুরস্কারের, অধিকাংশই আপনারই প্রাপ্য। আমার স্ত্রীও স্বীকার করিয়াছেন

আপনার সাহায্য ভিন্ন আমি এই পুরস্কারের অধিকারী হইতে পারিতাম না। এ অবস্থায় আপনাকে এই পুরস্কারের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আপনি তাহা গ্রহণ করিলে, আপনার নিকট আমার কৃতজ্ঞতার ঋণের অতি যৎ-সামান্য অংশ পরিশোধ হইতে পারে।"

রয়েড সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তুমি যে পুরস্কার লাভ করিয়াছ, তাহা তোমার নির্লোভিতা ও সততার পুরস্কার, মৃত্যু-কবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও ভগবানের অনন্ত করুণায় নির্ভর করিয়াছিলে, তাহারই পুরস্কার, আমি উহার একটি পেণীও গ্রহণ করিব না; বিশেষতঃ তুমি বিবাহ করিয়াছ, স্ত্রীগুলি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বিলাসিতা (wives are expensive Luxuries) নহে কি? তুমি কি বল মিসেস্ ল্যাংটন? মুলিঙ্গারের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া আমি জয়লাভ করিয়াছি, তাহাই আমার পুরস্কার। যদি আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার সুযোগ না পাইতাম, তাহা হইলে আমার ছুটীর দিনগুলি অতিবাহিত করা অত্যন্ত কষ্টকর হইত। প্রার্থনা করি, সুদূর প্রবাসে তোমাদের দাম্পত্য-জীবন মধুময় হউক। পরমেশ্বর তোমাদিগকে অবিচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি দান করুন।"

সমাপ্ত

প্রকাশিত হইতেছে   প্রকাশিত হইতেছে

ডাক্তার সাটিরার লোমহর্ষণ কাহিনী পাঠে স্তম্ভিত হইবেন।

নয় খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতিখণ্ড দুইটাকা মাত্র।

১। ডাক্তারের শয়তানী
২। মুখোসধারী যাদুকর
৩। ডাক্তারের ডিগবাজী
৪। ডাক্তারের ভরাডুবি
৫। ডাক্তারের হাতে দড়ি
৬। ডাক্তারের মুষ্টিযোগ
৭। ডাক্তারের নবলীলা
৮। ডাক্তারের জেলখানা
৯। ডাক্তারের পায়ে বেড়ী

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীদীপেন্দ্রকুমার রায়
রহস্য-লহরী পাবলিসিং হাউস
রাণাঘাট, নদীয়া।
এবং
১৫৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।